উপস্থিতঃ
বিচারপতি সহিদুল করিম
এবং
বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ডেথ রেফারেন্স নং ১৬৪/২০১৯

ফৌজদারী আপীল নং ২৩৬/২০২০
(জেল আপীল নং ৩৬২/২০১৯
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৪/২০২৩
(জেল আপীল নং ৩৬১/২০১৯)
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৫/২০২৩
(জেল আপীল নং ৩৬৩/২০১৯)
এবং
ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৬/২০২৩
(জেল আপীল নং ৩৫৭/২০১৯)
সংগে
জেল আপীল নং ৩৫৬/২০১৯
জেল আপীল নং ৩৫৮/২০১৯
জেল আপীল নং ৩৫৯/২০১৯

রাষ্ট্র
-বনাম-
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং অন্যান্য

জনাব এ, এম, আমিন উদ্দিন, অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব বশির আহমেদ, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল ও
জনাব নির্মল কুমার দাস, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব সাইয়্যেদা শবনম মোস্তারী, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম (হিরা), সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
..... রাষ্ট্র পক্ষে।

জনাব এস. এম. শফিকুল ইসলাম, স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী
----- মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীর পক্ষে
জনাব মোঃ আমিনুল এহসান, আইনজীবি সংগে
জনাব মোঃ মহিনুর রহমান, আইনজীবী
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, আইনজীবী
---------- আপীলকারীর পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০৩/০৫/২০২৩, ১৫/০৫/২০২৩, ১৭/০৫/২০২৩, ১৮/০৫/২০২৩, ২১/০৫/২০২৩, ২২/০৫/২০২৩, ২৩/০৫/২০২৩, ২৪/০৫/২০২৩, ২৫/০৫/২০২৩, ২৮/০৫/২০২৩, ০৪/০৬/২০২৩,

০৫/০৬/২০২৩, ০৬/০৬/২০২৩, ০৭/০৬/২০২৩, ০৮/০৬/২০২৩, ১১/০৬/২০২৩, ১২/০৬/২০২৩, ১৩/০৬/২০২৩, ১৪/০৬/২০২৩, ২৩/০৭/২০২৩, ২৪/০৭/২০২৩, ২৫/০৭/২০২৩, ২৪/০৮/২০২৩, ৩০/০৮/২০২৩, ৩১/০৮/২০২৩, ০৮/১০/২০২৩, ০৯/১০/২০২৩, ১০/১০/২০২৩ ও ১১/১০/২০২৩ এবং রায়ের তারিখঃ ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,

আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা কর্তৃক ২৭/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ সংক্রান্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ২। মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, ৩। মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), ৪। রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, ৫। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৬। মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, ৭। মামুনুর রশিদ রিপন সহ অপর আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)/ ৭/ ৮/ ৯/ ১০/ ১১/ ১২/ ১৩ ধারার অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হলে, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপনকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২৮১/২০১৮ (গুলশান থানার মামলা নং ১(৭)১৬, জি. আর. নং ১৮২/২০১৬)-এ ২৭/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড প্রদানসহ উক্ত আইনের অন্যান্য ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে কারাদন্ড সহ অর্থ দন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আসামী মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাকে নির্দোষ গন্যে খালাস প্রদান করেন।

অত:পর উক্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর কার্যালয়ের স্মারক নং- সঃ বিঃ বিঃ ট্রাই/ ঢাকা/ ৩৬১, তারিখ ০৫/১২/২০১৯ খ্রি: মুলে মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র কোর্টে প্রেরন করেন।

অন্যদিকে, তর্কিত রায় ও আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। শরিফুল ইসলাম খালেদ, ২। হাদিসুর রহমান, ৩। মামুনুর রশিদ রিপন, ৪। মোঃ আসলাম হোসেন র‍্যাশ, ৫। জাহাঙ্গীর হোসেন, ৬। মোঃ আব্দুস সবুর খান ও ৭। রাকিবুল হাসান রিগেন যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ২৩৬/২০২০ ও জেল আপীল নং ৩৬২/২০১৯, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৪/২০২৩ ও জেল আপীল নং ৩৬১/২০১৯, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৫/২০২৩ ও জেল আপীল নং ৩৬৩/২০১৯, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৬/২০২৩ ও জেল আপীল নং ৩৫৭/২০১৯, জেল আপীল নং ৩৫৬/২০১৯, জেল আপীল নং ৩৫৮/২০১৯ ও জেল আপীল নং ৩৫৯/২০১৯ দাখিল করে। আলোচ্য ডেথ রেফারেন্স সহ পূর্বে বর্ণিত জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীল সমূহ একই রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত হওয়ায় এগুলো শুনানী একত্রে গ্রহন করা হয়েছে এবং অত্র রায়ের মাধ্যমে উক্ত ডেথ রেফারেন্স, জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীল সমূহ নিষ্পত্তি করা হবে।

অত্র ডেথ রেফারেন্স, ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল সমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক বিবরন এই যে, এই মামলার এজাহারকারী এস.আই রিপন কুমার দাস (পি. ডাব্লিউ-১) গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে গুলশান থানাধীন রোড নং-৭১ হতে ৯২ এবং এর আশপাশ এলাকায় পেট্রোল ডিউটি করাকালে রাত অনুমান ২০.৪৫ ঘটিকায় বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, গুলশানস্থ ৭৯ নং রোডের হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট এন্ড বেকারিতে গোলাগুলি হচ্ছে। তিনি সঙ্গীয় ফোর্স সহ রাত অনুমান ২০.৫০ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, উক্ত রেস্টুরেন্টের ভেতরে কতিপয় সন্ত্রাসী 'আল াহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করছে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের উপর বোমা নিক্ষেপ ও এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষন করতে থাকে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। ইতোমধ্যে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলের আশেপাশে টহলরত পুলিশ তাদের সাথে যোগ দেয়। অন্যান্য উর্ধ্বতন অফিসার ও ফোর্স ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে হোলি আর্টিসান বেকারির চতুরপার্শ্বে কর্ডন করে ফেলে। অফিসার ও ফোর্স সন্ত্রাসীদের নিবৃত করার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে লক্ষ্য করে অনবরত গ্রেনেড ও গুলি বর্ষন করতে থাকে। রাত অনুমান ২২.৩০ ঘটিকায় সন্ত্রাসীরা হোলি আর্টিসান বেকারির পশ্চিম দিকের ৭৯ নং রোডের ২০ নং বাড়ির সামনে অবস্থানরত পুলিশ অফিসার ও ফোর্সদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষন শুর" করলে ৩০-৩৫ জন্য পুলিশ অফিসার ও ফোর্স আহত হয় এবং আহতদের কেউ কেউ মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয়। আহতদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হলে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত অনুমান ২৩.২০ ঘটিকার সময় বনানী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সালাহ উদ্দিন খান এবং এর কিছুক্ষণ পর ডিবি'র সহকারী পুলিশ কমিশনার রবিউল করিম মৃত্যুবরণ করে। ০২/০৭/২০১৬ তারিখ সকাল অনুমান ০৭.৪০ ঘটিকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন জিম্মিদের উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনাকালে সন্ত্রাসীরা কমান্ডো বাহিনীর উপর হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলি বর্ষনের মাধ্যমে পাল্টা আক্রমন করে। অভিযানকালে ০৫ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী নিহত হয়। এক পর্যায়ে প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ান তাদের অভিযান সম্পন্ন করে। জিম্মি থাকাবস্থায় সন্ত্রাসী কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হওয়া ০৯ জন ইতালিয়ান, ০৭ জন জাপানি, ০১ জন ভারতীয় ও ০৩ জন বাংলাদেশী (০৩ জনের মধ্যে ০১ জন বাংলাদেশ-আমেরিকান নাগরিক) নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সন্ত্রাসীরা আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরকের আঘাত ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ১৭ জন বিদেশী নাগরিক, ০৩ জন বাংলাদেশী ও ০২ জন পুলিশ অফিসারকে পরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে এবং অফিসার ও সাধারন জনগনকে মারাত্মক জখম করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারায় অপরাধ করার অভিযোগে এস.আই রিপন কুমার দাস, গুলশান থানা, ডিএমপি, ঢাকা ০৪/০৭/২০১৬ ইং তারিখ রাত ২০.৩০ ঘটিকায় এজাহার দায়ের করে। অভিযোগকারীর লিখিত এজাহারটি গুলশান থানায় দায়ের করা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ ফরম পূরণ করে অভিযোগটি নিয়মিত মামলা হিসেবে র"জু করে। অত:পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মোঃ হুমায়ুন কবির মামলাটি তদন্ড় করে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে মর্মে উলে- খে অভিযোগ পত্র দাখিল করে।

তদন্তকালে, প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমান, আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, ফরেনসিক রিপোর্ট, ব্যালিস্টিক রিপোর্ট, ডিএনএ রিপোর্ট, ইমিগ্রেশন রিপোর্ট এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোাষিত জামা'তুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)'র নেতৃত্বের অতি উগ্র অংশ, যারা দেশে খেলাফত বা কথিত শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে নিজেদেরকে নব্য জেএমবি বলে পরিচয় দিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসী কার্য তথা জঙ্গী হামলা চালায়। উক্ত নব্য জেএমবি নামক উগ্রবাদী সংগঠনের মূল সমন্বয়ক ও হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ১। তামিম আহমেদ চৌধরী @ তালহা ২। সরোয়ার জাহান ৩। নুরুল ইসলাম মারজান, ৪। বাশারুজ্জামান @ চকলেট ৫। তানভীর কাদেরী, ৬। রায়হানুল কবির রায়হান @ তারেক,৭। মিজানুর রহমান @ রাজীব গান্ধী, ০৮। আসলাম হোসেন @ র‌্যাশ, ০৯। রাকিবুল ইসলাম রিগেন, ১০। আব্দুস সবুর খান @ সোহেল মাহফুজ, ১১। শরিফুল

ইসলাম খালেদ, ১২। মোঃ হাদিসুর রহমান , ১৩। মামুনুর রশিদ রিপন, ১৪। মিজানুর রহমান @ বড় মিজান, ১৫। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, ১৬। নিবরাস ইসলাম, ১৭। মীর সামেহ মোবাশ্বের, ১৮। শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ, ১৯। খায়রুল ইসলাম @ পায়েল পরস্পর যোগসাজেশে কূটনৈতিক এলাকার গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে সেখানে অবস্থানরত দেশী-বিদেশী নাগরিকদের আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো ছুরির আঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে । এ সন্ত্রাসী কার্যের মাধ্যমে উক্ত আসামিরা বাংলাদেশের সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার মানসে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হলি আর্টিসান বেকারিতে প্রবেশ করে প্রায় ৪৫ জনকে জিম্মি করতঃ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ১৭ জন বিদেশী ও ০৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে গুলি ও ধারালো ছুরি দ্বারা কুপিয়ে জবাই করে হত্যা করে । এছাড়া তারা গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ০২ জন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে । তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সময় স্প্রিন্টারের আঘাতে হোলি আর্টিসান বেকারির কর্মচারি জাকির হোসেন শাওন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৮/০৭/২০১৬ তারিখ এবং প্যারা কমান্ডো অভিযান পরিচালনাকালে উক্ত বেকারীর কর্মচারি সাইফুল চৌকিদার নিহত হয়। এহেন হত্যাকান্ডে তারা চরম নৃশংসতার প্রকাশ ঘটায়। উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে প্যারা কমান্ডো অভিযান (অপারেশন থান্ডারবোল্ট) পরিচালনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ০২/০৭/২০১৬ তারিখ ০৭:৪০ ঘটিকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে প্যারা কমান্ডো হোলি আর্টিসান বেকারিতে অভিযান শুরু করে। উপরোক্ত আসামিদের পরিকল্পনার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে হলি আর্টিসান বেকারি হামলায় সর্বমোট ২৪ জন নিহত হয়। হামলাকারী ০৫ জন সন্ত্রাসী জঙ্গী যথা; মীর সামেহ মোবাশ্বর, রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, নিবরাস ইসলাম, মোঃ খায়রুল ইসলাম পায়েল ও মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জল বোমা/গ্রেনেড ছুড়ে সাধারন কর্মচারি, পুলিশ অফিসার ও ফোর্সকে মারাত্নকভাবে জখম করে । উপরোক্ত সকল আসামি অস্ত্র গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, গ্রেনেড ও পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে মোটিভেটেড ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হয়ে , ষড়যন্ত্র করে, পরস্পর শলা পরামর্শ ও যোগসাজশে সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনার মাধ্যেমে নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহন করতঃ নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন, হত্যাকান্ডে অংশ গ্রহন, সন্ত্রাসী কার্যে সহায়তা ও প্ররোচনা দিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)/৭/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে।

তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা সন্ত্রাস বিরোধ আইন ২০০৯ এর ৪০(২) ধারা মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) গ্রহনের জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে সচিব,জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবলায় , ঢাকা বরাবরে পত্র প্রেরন পূর্বক অভিযোগপত্রের ০৩ নং কলামে বর্নিত আসামিদের বিরুদ্ধে গুলশান থানার অভিযোগপত্র নং ১৫০ তারিখ ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ ধারা - সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ এর বিধান মতে অত্র ০৮ জন আসামিকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের নিমিত্তে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

অত:পর মামলাটি গত ৩০/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখ সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১৮২/২০১৬ হিসেবে রেজিস্ট্রিভূক্ত করা হয় এবং ২৬/১১/২০১৮ খ্রি: তারিখ আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন ও মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)/ ৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে পাঠ ও ব্যাখ্য করে শুনানো হলে উক্ত আসামীগন অভিযোগের মর্ম অবগত হয়ে নিজেদের নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। এছাড়া অপর আসামী মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপন পলাতক থাকায় তাদের গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি।

অভিযোগ পত্রে বর্ণিত মোট ২১১জন সাক্ষীর মধ্যে প্রসিকিউশন পক্ষ ১১৩ জন সাক্ষীকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতে উপস্থাপন করে। এই সাক্ষীগন জবানবন্দি প্রদানের পরে ডিফেন্স পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলীগন তাদের যথারীতি জেরা করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন ও মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক পরীক্ষা করাকালে তারা বিষয়টি সম্যকভাবে অবগত হয়ে নিজেদের পুনরায় নির্দোষ দাবী করে এবং কোন সাফাই সাক্ষ্য দেবে না মর্মে জানায়।

ডিফেন্স পক্ষের জেরার ধরন ও সাজেশন থেকে ডিফেন্স কেস এরুপ প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে এই আসামীগন আদৌ জড়িত ছিল না। মামলার তদন্তকালে আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আবদুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ হাদিসুর রহমান ও মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে অপরাধ স্বীাকরোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে।

অত:পর বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল, উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবন ও মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানাদি বিচার বিশ্লেষন অন্তে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপনকে সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক মৃত্যুদন্ড সহ প্রত্যেককে ৫০,০০০/- টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। অপরদিকে, আসামী মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

উল্লেখিত রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হয়ে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন (পূর্বে বর্ণিত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল যথাক্রমে ফৌজদারী আপীল নং ২৩৬/২০২০, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৪/২০২৩ যাহা জেল আপীল নং ৩৬১/২০১৯ থেকে উদ্ধত, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৫/২০২৩ যাহা জেল আপীল নং ৩৬৩/২০১৯ থেকে উদ্ধত, ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৫৬/২০২৩ যাহা জেল আপীল নং ৩৫৭/২০১৯ থেকে উদ্ধত, জেল আপীল নং ৩৫৬/২০১৯, জেল আপীল নং ৩৫৮/২০১৯, জেল আপীল নং৩৫৯/২০১৯ ও জেল আপীল নং ৩৬২/২০১৯) দায়ের করে।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দন্ডপ্রদানকারী বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিরসুর রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন-কে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র কোর্টে প্রেরন করেছেন।

শুনানীকালে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব বশির আহমেদ, বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মিস শবনম মোস্তারী সহযোগে আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি আদালতে উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত, গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমানাদির মাধ্যমে আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সমর্থ হওয়ায় বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সঠিক ও আইনানুগ ভাবেই তাদেরকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন।

অপরদিকে, অত্র মোকদ্দমার যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আপীলান্ট শরীফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে স্টেট ডিফেন্স হিসেবে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আমিনুল এহসান বলেন যে, এই আপীলকারীর নাম এজাহারে নেই। তাকে অভিযোগপত্রে পলাতক দেখানো হয়েছে। এই মামলায় ৬ জন আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। এই আপীলকারীর কোন স্বীকারোক্তি নেই। রাষ্ট্রপক্ষে মোট ১১৩ জন স্বাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেছে, কিন্তু কোন স্বাক্ষী আলোচ্য মামলায় সম্পৃক্ত করে বর্তমান আপীলকারীর নাম উল্লেখ করেনি। এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি. ডব্লিউ -১১৩) তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে, এই আসামী ঘটনার সময় ভারতে ছিল। ঘটনার সময় আপীলকারী যে ভারতে ছিল, তদ্‌মর্মে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে বর্তমান আপীলকারীকে পরীক্ষা করা কালে সে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করেছে। আসামী আসলাম হোসেন, হাদিসুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম @ রাজীব গান্ধী ও রাকিবুল হাসান রিগান এই আপীলকারীর নাম তাদের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করলেও উক্ত স্বীকারোক্তিগুলি সঠিক ও স্বেচ্ছা প্রনোদিত (true and valuntary) নয়। এছাড়া, প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী মতে, এই মামলার একমাত্র তারকা স্বাক্ষী (star witness) পি. ডব্লিউ-৬৯ তার প্রদত্ত জবানবন্দিতে এই আপীলকারীর নাম উল্লেখ করেনি। যে ০৪ জন স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে এই আপীলকারীকে দন্ড প্রদান করা হয়েছে, তাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করার পর পরবর্তীতে তারা উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছেন। এছাড়া প্রসিকিউশন পক্ষে কোন সমর্থনমূলক সাক্ষ্যও এই আপীলকারীর বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে, এই আপীলকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের কোন আইনগত ও তথ্যগত ভিত্তি নেই। আপীলকারী নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হলে তাকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০১৩ এর ধারা ৮ ও ৯ মোতাবেক সাজা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রদত্ত সাজাটি আদৌ আইনত গ্রহনযোগ্য নয়। সর্বশেষে বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত আপীলকারীকে খালাস প্রদানের প্রার্থনা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত আপীলকারী জাহাঙ্গীর হোসেন, রাকিবুল হাসান রিগান ও আব্দুস সবুর খান এর পক্ষে স্টেট ডিফেন্স হিসাবে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস. এম শফিকুল ইসলাম কাজল যুক্তিতর্ক শুনানীকালে উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী আব্দুস সবুর, জাহাঙ্গীর আলম এবং রাকিবুল হাসান রিগান দীর্ঘদিন পুলিশ রিমান্ডে থাকার পরে তাদের কাছ থেকে যে স্বীকাররোক্তি আদায় করা হয়েছে, তা সঠিক এবং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and valuntary) নয়। এই আপীলকারীগন উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ পরবর্তীতে প্রত্যাহারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করেছে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে এই আপীলকারীদের পরীক্ষা করাকালে তারা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, আলোচ্য মামলার ঘটনা সম্পর্কে এই আপীলকারীগন আদৌ অবহিত ছিল না এবং তাদেরকে অমানুষিক নির্যাতন করে এবং দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে রেখে তাদের কাছ থেকে জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

বিজ্ঞ কৌশুলী আরো উল্লেখ করেন যে, এই আসামীদের নাম এজাহারে ছিল না এবং তাদেরকে সন্দেহ বশতঃ এই মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি এই আপীলকারীদেরকে খালাসের জন্য আবেদন করেন। এছাড়াও বিজ্ঞ আইনজীবী সর্বশেষে এই আপীলকারীদের বয়স ৩০-৩৫ এর মধ্যে হওয়ায় যদি আসামীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমানিত হয় সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দন্ড প্রদানের আবেদন করেন।

আপীলকারী আসলাম হোসেন, মোঃ হাদিসুর রহমান ও মোঃ মামুনুর রশিদ এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আরিফুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, এই মামলার এজাহারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ থাকলেও এজাহার কলামে আসামীদের নামের স্থলে অজ্ঞাতনামা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা একটি ত্রুটি হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। এই মামলার অভিযোগপত্রে আলোচ্য ঘটনার প্রথম পরিকল্পনা হিসাবে ২০১৬ সালের ফ্রেবুয়ারি মাসের শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনায় ০৪ জন যথাক্রমে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ শফিকুল ইসলাম খালিদ, আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও আব্দুস সবুরের নাম উল্লেখ রয়েছে; অর্থায়নে তানভীর কাদেরী ও আসলাম হোসেন র‍্যাশের নাম উল্লেখ রয়েছে; অস্ত্র সংগ্রহে আসলাম হোসেন, হাদিসুর রহমান, আব্দুস সবুর ও মামুনুর রশিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। আসলাম হোসেন র‍্যাশকে গ্রেফতারের পর বিধি মোতাবেক ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়নি। আসামী মিজান কার কাছ থেকে অস্ত্র পায়, তা অভিযোগপত্রে উল্লেখ নেই। অস্ত্র সনাক্ত করার কথা বলা হলেও প্রসিকিউশন পক্ষে সে মর্মে কোন সাক্ষ্য দেয়নি। এই আসামীগন দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে

থাকার পরে তাদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার কারনে উহা সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) মর্মে বিবেচনাযোগ্য নয়। এছাড়া, অপরাধ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আপীল্যান্টগন পরবর্তীতে উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ প্রত্যাহারের জন্য যথানিয়মে আবেদন করলেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করে যে রায় প্রদান করেছেন, তা আদৌ সঠিক নয়। পি. ডব্লিউ-৬৯ তাহরিম কাদেরী শিশু, তার বাবা ও ভাই ইতোপূর্বে নিহত হয়েছে এবং মা জেলখানায় আছে। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল এবং তার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে আপীলকারীদের সাজা প্রদান করা সঠিক হয়নি।

বিজ্ঞ কৌশুলী পুনরায় উল্লেখ করেন যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আসলাম হোসেন ও হাদিসুর রহমান ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষাকালে তাদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর বিষয়ে উল্লেখ করে দাবী করেন যে, তাদেরকে দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে রেখে এবং মানসিক নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ফলে, উক্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড সঠিক ও আইনানুগ নয়।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরও দাবী করেন যে, আপীলকারী আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও হাদিসুর রহমান যথাক্রমে ১১ দিন ও ১২দিন পুলিশ হেফাজতে থাকায় তাদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারেক্তিমূলক জবানবন্দি আদৌ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত নয় এবং উক্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত রায় ও দন্ড বেআইনী এবং তা রদযোগ্য। এছাড়া, বিজ্ঞ কৌশলী আরো উল্লেখ করেন যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচার হওয়া উচিত, সমাজের চাপে নয়। এই রায়টি কেবলমাত্র অপরাধ স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে এবং পি. ডব্লিউ -৬৯ এর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। ফলে, এই আপীলকারীগন খালাস পেতে হকদার।

অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব বশির আহমেদ যুক্তিতর্ক শুনানীকালে বলেন যে, আলোচ্য মামলায় ০৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। উক্ত ০৮ জন আসামীর মধ্যে মামুনুর রহমান ও খালিদ হাসান রিপন মামলাটির তদন্তকালে পলাতক থাকায় তাদেরকে পলাতক হিসাবে উল্লেখ করে অন্যান্য আসামীদের সাথে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এই মামলার অন্য ০৬ জন আসামী অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। তাদের মধ্যে মিজানুর রহমান @ বড় মিজানকে বিচার শেষে খালাস প্রদান করা হয়। এই মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানকারী ০৫ জন আসামীসহ সর্বমোট ০৭ জন আসামীকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় দোষী

সাব্যস্থ করে প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এই মামলায় স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তি সঠিক এবং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluantary)। গুলশান হোলি আর্টিসান মামলায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনকারী ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের, ২। রোহন ইবনে ইমতিয়াজ, ৩। নির্বাস ইসলাম, ৪। খাইরুল ইসলাম পায়েল ও ৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জল, যারা ঘটনাটি সংঘটনের পর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। এই মামলার সকল আপীলকারীগন সহ অভিযোগপত্রে বর্নিত অন্য ০৮ জন (যারা ইতোপূর্বে নিহত হয়েছে) তারা একত্রে আলোচ্য মামলার মর্মান্তিক হত্যাকান্ডটি সংঘটনের জন্য অস্ত্র, অর্থ, সদস্য সংগ্রহ সহ ষড়যন্ত্র, সহায়তা এবং প্ররোচিত করার ফলে পূর্বে বর্ণিত ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের, ২। রোহন ইবনে ইমতিয়াজ, ৩। নির্বাস ইসলাম, ৪। খাইয়ুল ইসলাম পায়েল ও ৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জল ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে উক্ত মর্মান্তিক হত্যাকান্ডটি সংঘটিত করেছে। এই মামলার আপীলকারী ১। জাহাঙ্গীর হোসেন, ২। রাকিবুল হাসান রিগেন, ৩। আব্দুস সবুর খান ৪। আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও ৫। হাদিসুর রহমানের প্রদত্ত ০৫ টি অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে সংঘটিত মর্মান্তিক হত্যাকান্ডটি সংঘটনের বহু পূর্ব থেকে এই আপীলকারীগন সহ অভিযোগপত্রে বর্নিত ইতোপূর্বে নিহত ০৮ জন আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে সদস্য, অস্ত্র এবং অর্থ সংগ্রহসহ আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে নিহত ০৫ জনকে সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসেবে বাছাই ও নিয়োগ করে নির্দিষ্ট গোপন স্থানে রেখে তাদেরকে অস্ত্র চালনা, বোমা নিক্ষেপসহ শারিরীক ও মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। যার ফলে নিহত উক্ত ০৫ জন আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য তাদের পরিণাম কি হতে পারে উহা বিবেচনায় নিয়েই আত্নহুতি দেয়ার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে মর্মান্তিক হত্যাকান্ডটি ঘটিয়ে ঘটনাস্থলেই তারা অবস্থান করতে থাকে এবং পরবর্তীতে ঘটনাস্থলেই তারা নিহত হয়। ঘটনায় অংশগ্রহনকারী নিহত ০৫ জনকে এই আপীলকারীগন সহ ইতোপূর্বে নিহত অভিযোগপত্রে বর্ণিত ০৮ জন ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরীহ ও নিরস্ত্র ব্যক্তিবর্গকে নিষ্ঠুর ও নির্মম ভাবে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র, সহায়তা এবং প্ররোচিত করেছে মর্মে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্যসহ পূর্বে বর্ণিত আপীলকারী ০৫ জনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি হতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

তিনি আরো দাবী করেন যে, ডিফেন্স পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌশুলী যুক্তিতর্ক শুনানীতে উল্লেখ করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্ধি প্রদানকারী আপীল্যান্টগণ দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদান করায় ইহা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু উক্ত দাবী আদৌ সঠিক নয়, কারন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্ধি প্রদানকারী ০৫ জনের প্রত্যেকে এই মামলার প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ দিনের বেশি কেউই পুলিশ হেফাজতে ছিল না। এছাড়া, তাদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ একত্রে পর্যালোচনায় ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তাদের বক্তব্য এক ও অভিন্ন এবং তাদের সহযোগী অপরাপর ০৮ জন আসামীর (যারা অত্র মামলার তদন্তকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে) নাম প্রকাশ সহ হোলি আর্টিসানে ঘটনার তারিখ ও সময়ে আক্রমনের সহিত সরাসরি জড়িত ০৫ জনের নাম প্রকাশ করেছে মর্মে স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় এবং আপীলকারী প্রত্যেকেই সন্ত্রাসী (terorist) সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ইহাও প্রমানিত হয়েছে। আপীলকারী আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদ আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য সদস্য ও অর্থ সংগ্রহ সহ অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। আপীলকারী হাদিসুর রহমান তার স্বীকারোক্তিতে আপীলকারী মামুনুর রহমান ও শরিফুল ইসলাম খালেদকে এই ঘটনা সংঘটনের জন্য তাদের সম্পৃক্ততার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আপীলকারী রকিবুল হাসান তার স্বীকারোক্তিতেও আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদের নাম উল্লেখ করে ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আপীলকারী জাহাঙ্গীর হোসেন তার স্বীকারোক্তিতে আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রহমান এর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ০৫ জন আপীলকারীর মধ্যে ০৪ জন আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদকে এবং ০৩ জন আপীলকারী মামুনুর রহমানকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্র, সহায়তা এবং ঘটনাটি সংঘটনের পর নিহত ০৫ জনকে প্ররোচিত করেছে মর্মে উল্লেখ করেছে।

তিনি আরো দাবী করেন যে, আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রহমানকে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্রকারী, সহায়তাকারী এবং প্ররোচনাকারী হিসেবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে যে ০৫ জন আপীলকারী অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্ধি প্রদান করেছে তাদের সাথে উক্ত শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রহমানের

পূর্ব শত্রুতা ছিল না এবং তারা একে অপরকে পূর্ব থেকে চিনতো না। তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী ছিল। কেবলমাত্র সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসেবে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের উদ্দেশ্যে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও সুচারুরুপে পালন করেছে। ফলে, আপীলকারী শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রহমানকে আলোচ্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি সঠিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহনযোগ্য মর্মে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি আরো দাবী করেন যে, এই মামলায় মোট ২১ জন আসামীকে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটানো এবং ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও প্ররোচিত করার জন্য তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা সনাক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ০৫ জন ঘটনাটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নৃশংস এ হত্যাকান্ডটি ঘটিয়ে তারাও ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। ঘটনার পরবর্তীতে আরো ০৮ জন মৃত্যুবরন করেছে এবং বর্তমান ০৭ জন আপীলকারীর বিচার সম্পন্ন হয়েছে। এই মামলায় স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ০৫ জন আপীলকারীর স্বীকারোক্তি এবং প্রসিকিউশন পক্ষের স্বাক্ষী তানভীর কাদেরীর (পি. ডব্লিউ-৬৯) বক্তব্য পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনায় উহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, বর্তমান দন্ডপ্রাপ্ত আসামীগন হোলি আর্টিসান বেকারীতে সংঘটিত হত্যাকান্ডের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, অস্ত্র ও সদস্য সংগ্রহ এবং হত্যাকান্ডে সরাসরি অংশ গ্রহনকারী ও ঘটনাস্থলে নিহত ৫ জনকে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য বাছাই ও নিয়োগ করেছে এবং নির্দিষ্ট গোপন স্থানে রেখে তাদেরকে প্রশিক্ষন প্রদানে কাজ সম্পন্ন করেছে। যার ফলে ঘটনাস্থলে নিহত ৫ জন সন্ত্রাসী আলোচ্য হত্যাকান্ড সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন যে, দন্ডপ্রাপ্ত আপীলকারীগনের মধ্যে ৫ জন স্বীকারোক্তি প্রদান করলেও তাদের মধ্যে ৩ জন তাদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। এ প্রসঙ্গে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপীলকারী আসলাম হোসেন, রাকিবুল হাসান এবং আব্দুস সবুর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য তারিখ বিহীন দরখাস্ত দাখিল করেছে, যা সঠিকভাবে দাখিল হয়নি। এছাড়া আপীলকারী হাদিসুর রহমান ও জাহাঙ্গীর আলমের প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের কোন আবেদন নেই।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যার্টনী জেনারেল আরও বলেন যে, ইহা স্বীকৃত যে, কোন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্ধি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) হলে, তা প্রত্যাহারের কোন সুযোগ নেই।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিদের উত্থাপিত আলোচিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যসহ আলোচ্য ডেথ রেফারেন্স ও আপীল সমূহের বিষয়ে সঠিক ও আইনানুগ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানদিসহ সামগ্রিক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

পি-ডাবি উ-১ এস.আই রিপন কুমার দাস তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি গুলশান থানায় এস.আই হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঐ দিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ড় গুলশান-২, রোড নং-৭১ থেকে রোড নং- ৯২ পর্যন্ড় এলাকায় তার ডিউটি থাকায় সহকারী পুলিশ কমিশনার রফিকুল ইসলাম বেতার মারফত রাত ৮.৪৫ টার সময় তাকে জানায় যে, গুলশান ৭৯ নং রোডে হোলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট এন্ড বেকারীতে গোলাগুলি হচ্ছে এবং দ্রুত সেখানে গিয়ে তাকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলে। তাৎক্ষনিকভাবে রাত ২০.৫০ টার সময় তিনি ফোর্স সহ হোলি আর্টিজান এলাকায় গিয়ে দেখেন 'আল াহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে গুলি বর্ষন ও গ্রেনেড হামলা করা হচ্ছে। তারাও পাল্টা গুলি বর্ষন করে। খবর পেয়ে গুলশান বিভাগের পুলিশের ডি.সি, এ.ডি.সি সহ সকল মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে আসে। হোলি আর্টিজানের পশ্চিম পাশে ২০ নং বাড়ীতে গ্রেনেড হামলা ও গুলিবর্ষন করলে ৩০/৩৫ জন আহত হয়। চিকিৎসার জন্য আহতদের তারা স্থানীয় ইউনাইটেড হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসারত অবস্থায় বনানী থানার ওসি মোঃ সালাউদ্দিন খান ও সহকারী কমিশনার মোঃ রবিউল করিম মারা যায়।

০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৭.৪০ টার সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো হোলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে দেশি বিদেশী ১৩ জন নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করে। উক্ত অভিযানে ৬ জন সন্ত্রাসী যথাক্রমে মীর সামেহ মোবাশ্বের, রোহান ইমতিয়াজ, নিবরাস ইসলাম, মোঃ খাইর ল ইসলাম পায়েল, মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল ও মোঃ সাইফুল চৌকিদার মারা যায়। সন্ত্রাসীদের হামলায় হোলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে ১৭ জন বিদেশী নাগরিক এবং ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক মারা যায়। নিহত ২ জন পুলিশ অফিসারের মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে এবং দেশী ও বিদেশী মোট ২০ জনের মরদেহ ময়না তদন্ড়ের জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী হাফিজুল আমিনের উপস্থিতিতে এস.আই আসাদুজ্জামান, এস.আই খান মোঃ নুর ল ইসলাম, এস.আই সোহেল রানা, এস.আই আলী হাসান, এস.আই আজিমুদ্দিন ও এস.আই সাব্বির লাশগুলির সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তার সোহেল মাহমুদ ও কবির সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে গিয়ে

ময়নাতদন্ড় করে। এস.আই আসাদুল ইসলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহত দুজন পুলিশ অফিসারের মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে। সি.আই.ডি বাংলাদেশ পুলিশ, ক্রাইম সিন গুলশান থানা পুলিশের সহযোগিতায় সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অস্ত্র, গুলি ও দেশী বিদেশী নাগরিকের ব্যবহৃত মালামাল জব্দ করা হয়।

জব্দ তালিকা-০১, প্রদর্শনী-১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জব্দ তালিকায় উলে- খিত ২৫টি আইটেম আদালতে আছে, যা বস্তু প্রদর্শনী-X সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

উলে– খিত আসামীরা ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ২০.৪০ টা হতে ০২/০৭/২০১৬ ইং তারিখ সকাল ৭.৪০ ঘটিকা পর্যন্ড় প্রায় অর্ধ শতাধিক নিরীহ দেশী-বিদেশী নাগরিককে জিম্মি করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, গুলি বর্ষণ ও গ্রেনেড হামলা করে ২ জন পুলিশ সহ দেশী বিদেশী ২০ জন মোট ২২ জনকে হত্যা করেছে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা এবং জনমনে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা এ হামলা করে দেশী বিদেশী ২২ জনকে হত্যা করেছে। তিনি ৪/৭/১৬ ইং তারিখ এজাহার দায়ের করেন এবং উক্ত এজাহার ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-২, ২/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী আসলাম, রাকিবুল হাসান রিগেন ও আব্দুর সবুর খান এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঐ দিন তিনি সহ থানায় আরও এস.আই র‍্যাংকের অফিসার ছিল। এজাহার দায়েরের পূর্বে থানায় কোন জিডি দায়ের হয়নি। কোন্ সিসি মূলে তিনি ঐ দিন ডিউটিতে ছিলেন, তা এজাহারে উলে– খ করেননি। ঘটনাস্থলে যেতে তার ৫ মিনিট সময় লাগে। মামলা করা হয় ঘটনার ৪ দিন পর। অনুসন্ধানের সময় তিনি কোন আসামীর নাম এজাহারে উলে– খ করেননি। আসামী রাকিবুল হাসান রিগ্যান ও আসলাম হোসেন সরদারের নাম এজাহারে উলে– খ করেননি। জব্দ তালিকায় উলে- খ আছে মামলা নং-১, তারিখ ০৪/০৭/২০১৬ ইং। ০২/০৭/২০১৬ ইং তারিখ উক্ত জব্দ তালিকা করেন। জব্দ তালিকাগুলোতে গুলশান থানার Seal নেই। সাক্ষীদের স্বাক্ষরের নীচে তারিখ নেই। আলামত তিনি উদ্ধার করেননি, সি.আই.ডি'র ক্রাইম সিন কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে। ২৫টি আইটেম থানায় জমা ছিল। জব্দ তালিকার ২-৪ নং ক্রমিকে ৫টি ৯mm পিস্ড়লের কথা বলা আছে। জব্দ তালিকার ১১ নং ক্রমিকে ৭.৬৫ পিস্ড়লের ২৮ রাউন্ড তাজা গুলির কথা উলে– খ আছে। ২-৪ নং ক্রমিকে ৫টি পিস্ড়লের মধ্যে ২টি হল ৭.৬২ পিস্ড়ল। জব্দ তালিকার ২৮টি গুলির মধ্যে ২ রাউন্ড গুলি যাহা ডাবানো নেই। জব্দ তালিকার

৬,৭,৮,১৩,২০ নং ক্রমিকের অস্ত্র এ.কে ২২ মেশিনগান নয়। জব্দ তালিকার ১৩ নং ক্রমিকে ৪৪ রাউন্ড গুলির মধ্যে ৪১টি E লেখা আছে এবং অন্য ৩টি অন্য কিছু লেখা আছে। জব্দ তালিকার ১৪ নং ক্রমিকে ১২টি তাজা গুলির কার্তুজ আছে। ১৪ নং ক্রমিকে উলে- খিত আলামত ৬১x৬ গুলি কিনা জানেননা। ১৪ নং ক্রমিকে ৮টি গুলি ৭.৬২ এবং ৪টি গুলি ৯mm গুলি কিনা বলতে পারবেন না। ১৬ নং ক্রমিকে উলে– খিত পিস্ড়লের খোসার মধ্যে ৩টি ৭.৬৫ পিস্ড়লের খোসা হতে পারে। ১৭ নং ক্রমিকে ১৯৫ টি খোসার মধ্যে ৪৩টি ভিন্ন গুলির খোসা। আলামত সংক্রান্ড় দরখাস্ড় ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে দিয়েছেন। তিনি তদন্ড়কারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন। অন্য ৩টি জব্দ তালিকার আলামতের বিষয়ে ম্যাজিস্টেটকে জানানো হয়েছে কিনা জানেননা। গুলশান এলাকায় ঢুকতে হলে চেকপোস্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং এটা একটি কুটনৈতিক (Diplomatic Zone) পাড়া। ঐ এলাকার জন্য পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগ আছে। ঐ এলাকার বাড়ীতে সিসি টিভি আছে এবং বিশেষ জায়গায় পুলিশের সিসি টিভি আছে। গুলশান এলাকায় সোডিয়াম লাইট আছে। ঘটনার সময় গুলশান বিভাগের ৬টি থানার ফোর্স এবং ওসিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ৩৪ জন পুলিশের মধ্যে সবাই গুলি করেনি। এজাহারে উলে– খিত ৩২ জন অফিসার ও কনস্টেবল গুলি করে। গুলি করার অনুমতির জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না। ২ দিনে ৩২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন অফিসার উদ্ধারকৃত ৩২ জনের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। উদ্ধারকৃত অনেকের সাথে তার দেখা হয়েছে এবং ওসির সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে। ইতালীর নাগরিক ৯ জন মারা গিয়েছে। এজাহারে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা উলে– খ করা হয়নি।

তার পদোন্নতির জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে তাদের সৃজিত কাগজে স্বাক্ষর করে এজাহার দায়ের করেছেন বা পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে পুলিশ সদস্য ও অন্যান্যরা নিহত ও আহত হয় বা পুলিশের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে মূল ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য অত্র মামলা করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী জাহাঙ্গীর আলম ও হাদিসুর রহমান এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী জাহাঙ্গীর আলম ও হাদিসুর রহমানের এর নাম এজাহারে উলে– খ নেই এবং এই আসামীদের নিকট হতে জব্দকৃত কোন আলামত উদ্ধার হয়নি।

এই সাক্ষী আসামী মিজানুর রহমান এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, আসামী মিজানুর রহমান এর নাম এজাহারে উলে– খ নেই এবং তার নিকট হতে কোন কিছু জব্দ করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-২ সমীর বাড়ৈ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, হলি আর্টিজান বেকারী ও রেস্টুরেন্টে তিনি আগে থেকে শেফ হিসাবে কাজ করেন। ১লা জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ৯টার সময় রান্না করার জন্য কিচেনে অর্ডার ছিল, তখন তিনি মাছ ফ্রাই করতেছিলেন। এ সময় তিনি গুলির শব্দ ও বোমার আওয়াজ শুনতে পান। তাদের পাশের একজন বলল যে, তাদের অফিসের ভিতরে গোলাগুলি হচ্ছে। বিদেশী শেফ দিয়াগো পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। ২/১ মিনিট পর তারা সবাই কিচেনের পিছনের দরজা দিয়ে ওয়াশ র‍ুমে চলে যান এবং সেখানে সারা রাত থাকেন। রাত ২.৩০/৩.০০ টার সময় ২ জন জঙ্গি গিয়ে তাদের দরজা খুলতে বলে এবং দরজা না খুললে গুলি করার এবং বোমা মারার হুমকি দেয়। তারা বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেখতে পায়, ২ জন জঙ্গি ধারালো অস্ত্র ও চাপাতি নিয়ে তাদের দিকে তাক করে রেখেছে। একজন জঙ্গি তাদের হাত উচুঁ ও মাথা নিচু করে বের হওয়ার জন্য বলে। তারা বের হওয়ার পর জঙ্গিরা আবার তাদেরকে ওয়াশ র‍ুমে ঢুকায় এবং তাদেরকে বাহির থেকে লক করে দেয়। সারারাত তারা ওয়াশর‍ুমে ছিল। সকাল ৭/৭.৩০ টায় ওয়েটার সবুজ তাদের ডেকে জঙ্গিদের সামনে নিয়ে যায়। তারপর জঙ্গিরা বলে, “আপনারা নামাজ পড়বেন, কোরআন শরীফ পড়বেন, কিছুক্ষন পর আমরা মারা যাব এবং আমাদের সঙ্গে আপনাদের জান্নাতে দেখা হবে”। আরবিতে কোরআন না পড়তে পারলে বাংলা কোরান পড়ার জন্য জঙ্গিরা বলে এবং তাদেরকে সেইফ জোনে চলে যেতে বলে । তারপর তারা যে যার মত বিভিন্ন স্থানে চলে যান এবং ২/১ মিনিট পর প্রচন্ড গোলাগুলি শুনতে পান। সম্ভবত সকাল ৮ টার দিকে সেনাবাহিনী তাদের উদ্ধার করে। আর্মি তাদের নিয়ে আসার সময় চারিদিকে লাশ দেখতে পান। তাদের সবাইকে পাশের বাড়ীতে রাখে, পরে তাদের ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। ডিবি অফিসের টিভি দেখে জানতে পারেন, রাতে তাদের ওয়াশ র‍ুমের দরজায় গিয়েছিল জঙ্গি খাইর‍ুল ইসলাম ও রোহান ইমতিয়াজ। সেখানে অন্য তিন জঙ্গি নিবরাস ইসলাম, শফিকুল ইসলাম ও মোবাশ্বেরের নাম জানতে পারেন।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, কিচেনে মাছ ফ্রাই করার কথা দারোগার কাছে বলেননি। আর্জেন্টিনার নাগরিক দিয়াগোর কথা I.O এর কাছে বলেননি। দোলোয়ার, সবুজ, রাকিব ও তুহিন তার সঙ্গে ওয়াশ র‍ুমে পালিয়ে থাকার কথা I.O এর কাছে বলেননি। দুজন লোকের অস্ত্র ও চাপাতি তাক করার কথা I.O এর কাছে বলেননি। জঙ্গিরা নামাজ পড়া ও কোরান পড়ার কথা বলেছে, তা I.O এর কাছে বলেননি।

পি-ডাবি উ -৩ আঃ রাজ্জাক রানা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি পেশায় ড্রাইভার। তিনি জাইকার গাড়ী ড্রাইভার ছিলেন। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ সন্ধ্যা ৭ টার সময় তিনি ৪ জন জাপানী নাগরিককে বনানী থেকে গাড়ী করে হোলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে নামিয়ে দেন এবং লাইফ ভিউ ক্লিনিকের সামনে গাড়ী পার্কিং করে রাখেন। রাত ৮.৩০/৯.০০ টার সময় ২ টা বিকট শব্দ শুনতে পান এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। তার বাম পাছায়, গলায় এবং ডান বাহুতে, কোমরে স্প্রিন্টারের প্রচন্ড আঘাত লাগে। পুলিশ গিয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসে এবং সেখানে চিকিৎসা নেন। ১৪/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে তিনি রিলিজ হন।

পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৪ নূরে আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গুলশান ৭৯ নং রোডের ৫ নং বাড়ীতে তিনি নিরাপত্তা গার্ড হিসেবে চাকুরী করতেন। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা হতে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ড় তার ডিউটি ছিল। ৮.৪৫ টার সময় ৫/৬ জন লোক হোলি আর্টিজান এর গেট দিয়ে ঢোকার সময় তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তাকে কিছু না বলে তারা ভিতরে ঢুকে যায়। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলে তারা হাত দিয়ে তার ডান চোখের নীচে আঘাত করে। তারপর ভিতরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পান। সঞ্জয় নামের একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে তিনি ফোন করলে সে তাকে নিরাপদে থাকতে বলে। তিনি দৌড়ে লেকভিউ ক্লিনিকে চলে যান এবং সেখানে রাতে আশ্রয় নেন। পরের দিন ১২ টায় বের হয়ে শুনতে পান যে, জঙ্গিরা হলি আর্টিজানে হামলা করেছে এবং ২০/২২ জন লোক মারা গেছে। এস.আই হুমায়ুন মোবাইল, ল্যাপটপ, মানিব্যাগ ও টাকা সহ ২৫ আইটেম জব্দ করে এবং জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর নেয়। এই সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩ ও ৩/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেদিনের জব্দকৃত আলামত আজ কোর্টে আছে, যা বস্ড়ু প্রদর্শনী-Y সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, ০৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পুলিশ তার স্বাক্ষর নেয়। তাকে গুলশান থানায় এবং লেকভিউ ক্লিনিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তিনি প্রায় ১১ মাস চাকুরী করেন। হোলি আর্টিসানে মোট কতজন লোক চাকুরী করে তা তার জানা নেই। হিসাব বিভাগে ৩ জন চাকুরী করে। তিনি ভিতরের কিছুই জানেন না। গার্ডরুমে থানা কিংবা ফায়ার সার্ভিসের ফোন নম্বর ছিল না। গেটে Scanner Machine ছিল না। জব্দ তালিকায় কি লেখা ছিল, তা তিনি বলতে পারবেন না। পুলিশকে তিনি আলামত উদ্ধার

করতে দেখেননি এবং আহতদের গায়ে রক্ত দেখেননি। জব্দ তালিকা ৪/৫ পাতা ছিল। তিনি ১ পাতায় স্বাক্ষর করেন। আদালতে প্রদর্শিত জব্দ তালিকায় ৩ পাতা আছে। ডিবি পুলিশের কাছে তিনি সাক্ষ্য দেননি।

জঙ্গি হামলার কথা পুলিশের শেখানো মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ- ৫ আরিফ মোহাম্মাদ শাওন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি কফিম্যান হিসেবে হোলি আর্টিজান বেকারীতে কর্মরত থাকাকালে রাত ৮.৩০ টার সময় শপিং এ ছিলেন। ৮.৪০ টার সময় তার কলিগ শাহরিয়ার বলে তারা বিপদে আছে। তিনি বন্ধু রেজাউল করিমকে নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে অনুমান রাত ৯.০৫ টার দিকে গুলশান হোলি আর্টিজানের মূল গেটে পৌঁছে একজন লোককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পাশের পুলিশ তাকে সরে যেতে বলে। তিনি সরে আসার সময় গুলির শব্দ পান। তারপর তিনি ও বন্ধু রেজাউল সহ ২০ নং বাড়ীর গেট টপকিয়ে ভিতরে যান। কিছুক্ষন পর পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ওসি সানাউল াহ এসে তাদের ২১ নং বাড়ীতে সরে যেতে বললে তিনি ২১ নং বাড়ীতে যান। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তাদেরকে অন্য একটি বাড়ীতে সরিয়ে নেয়া হয়। পরের দিন ডিবি অফিস থেকে তারা ছাড়া পান।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, তারা অনুমান ১৫/১৭ জন ডিবি অফিসে ছিলেন।

পি-ডাবি উ -৬ মুন্না দেওয়ান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি গুলশানের হোলি আর্টিজানে পিৎজা এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন রাত ৮.৩০ টার সময় তার ওস্ড়াদ সাইফুলকে খিদে লেগেছে বলে তিনি দোতলায় চলে যান। অনুমান পৌনে ৯টার সময় সবাই দৌড়াদৌড়ি করে সন্ত্রাসী ঢুকছে বলে পালাতে বলে। তিনি খাওয়া ছেড়ে পিছনের পাইপ দিয়ে ফল্স ছাদে উঠেন। সেখানে গিয়ে স্পেনিশ শেফ দিয়াগো, শাওন, ডিস ওয়াসার মামুনকে দেখেন। শাওন ছাদের কোনায় যায়। মামুন ও দিয়াগো পিছন দিয়ে নেমে যায়। দুজন সন্ত্রাসীর কথার আওয়াজ পেয়ে তিনি ফলস্ ছাদ থেকে বড় ছাদে লাফ দিয়ে নামেন এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে সামনের বাগানে পড়েন। লাফ দিয়ে পড়াতে তখন মাজা ও বাম পায়ে ব্যথা পান। শামছু তাকে সাহায্য করে। তারা প্রায় অনুমান ২০ ঘটিকায় ১ তলা হাউজের পিছনের গেট দিয়ে বের হয়ে যান। শামছু তাকে কালা চাঁদপুরের একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তিনি বাসায় যান। ১৩/০৭/২০১৬ ইং তারিখ পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তার ওস্ড়াদ সাইফুল মারা গেছে। সাইফুলের মাকে তিনি চিনতেন না। পরের দিন তিনি টিভিতে দেখেন ২০ জন অতিথি, ২ জন পুলিশ এবং সাইফুল মারা গেছে।

পি-ডাবি উ -৭ আশরাফ উজ-জামান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হোলি আর্টিসান রেষ্টুরেস্টে ওয়েটার পদে কর্মরত ছিলেন। রাত অনুমান ৮.৩০/৮.৪৫ টার সময় বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে দেখেন মেইন গেটের ভিতরে দুজন অস্ত্রধারী যুবক দাড়িয়ে আছে। এরপর ২/৩ টি শব্দ শুনতে পান। তখন অতিথি সহ তারা সবাই এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুর“ করেন। পিৎজা র“মের পাশ দিয়ে পকেট গেট দিয়ে বের হয়ে তিনি লেক ভিউ ক্লিনিকে আশ্রয় নেন। র‌্যাবের পরিচয় দিয়ে কিছু লোক লেক ভিউ ক্লিনিকে প্রবেশ করে। র‌্যাবের লোকজন লেক ভিউ ক্লিনিকের স্টাফ সহ তাদের সবাইকে ক্লিনিকের ১টি র“মে আটক করে রাখে। সারারাত তারা গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০/১০.৩০ টার সময় পুলিশের লোক তাদের র“মের দরজা খুলে দেয়। পুলিশের লোক তাকে হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট এর ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে অনেক লাশ ও রক্ত দেখতে পান। মোবাইল, ব্যাগ সহ অনেক কিছু পড়ে থাকতে দেখেন। এস.আই হুমায়ুন কবীর আলামত জব্দ করে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে। জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, জব্দ তালিকায় ২৫টি আইটেম ছিল। মোবাইল, ব্যাগ ছিল, সবগুলি আইটেম এর নাম বলতে পারবেন না।

পি-ডাবি উ -৮ লাজার“স সরেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ তিনি হলি আর্টিসান রেষ্টুরেন্টের খন্ডকালীন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি ইজুমি রেষ্টুরেন্টে কর্মরত ছিলেন। ০১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ রাত ৯ টার দিকে তার স্ত্রীর টেলিফোনে জানতে পারেন হলি আর্টিসানে গোলাগুলি হচ্ছে। তিনি তার বাইসাইকেল নিয়ে হলি আর্টিসানে গিয়ে বাই সাইকেল বাহিরে রেখে প্রথম গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দ্বিতীয় গেট বন্ধ দেখতে পান। তার মালিক ফোনে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, পুলিশ আসেনি। তারপর পুলিশের গাড়ী আসে। তিনি একটু এগিয়ে আসলে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয় এবং তিনি আহত হয়ে পাশের ১টি ভবনে আশ্রয় নেন। রাত ১২ টার সময় র‌্যাব তাকে উদ্ধার করে। পরের দিন তাকে ইউনাইটেড হসপিটালে ভর্তি করে। সেখানে ৪ দিন চিকিৎসার পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৩/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হাসপাতাল হতে রিলিজ পান।

সকল আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -৯, ১০ ও ১১ কে প্রসিকিউশন পক্ষে Tender করা হলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-১২ সঞ্জয় বড়ুয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে হোলি আর্টিসান বেকারীতে কর্মরত ছিলেন। রাত ৮.৪৫ টার সময় ঘটনা ঘটে। তিনি তখন পাশের ক্লিনিকের ক্যাফেটেরিয়াতে বসা ছিলেন। নুর আলম তাকে ফোনে জানায় যে, হোলি আর্টিসান রেষ্টুরেন্টে গ্যাঞ্জাম হচ্ছে। তিনি তখন ক্লিনিকের দোতলায় চলে যান। তারপর রাত ৯.৩০ টার সময় একজন ওয়েটার তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে জানায় যে, হোলি আর্টিসানে গোলাগুলি হচ্ছে। রাত ১২.৩০/১.০০ টার দিকে র‍্যাব তিন তলায় একটি কক্ষে তাদের নিয়ে Lock করে রাখে। সেখানে সারা রাত ছিলেন এবং সেখান থেকে গোলাগুলির শব্দ পান। পরদিন সকাল ১০ টার দিকে তাদের রুম খুলে দিলে তারা বের হয়ে চলে যান। যাওয়ার সময় দেখেন মাঠে অনেক লাশ পড়ে আছে। ০৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ডিবি অফিসার তাকে হোলি আর্টিসান বেকারীতে নিয়ে যায়। সেখানে ছড়ানো-ছিটানো ৭টি মোবাইল জব্দ করে। জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৪ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর ৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত ৩টি মোবাইল আজ আদালতে আছে, যা বস্তু প্রদর্শনী-Z হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, জব্দকৃত মোবাইলে রক্তের চিহ্ন নেই।

প্রসিকিউশনপক্ষে পি-ডাবি উ-১৩ সামিরা আহম্মেদকে Tender করা হলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি ।

পি-ডাবি উ -১৪ মোঃ আঃ হাকিম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি লেক ভিউ ক্লিনিকে ক্যান্টিন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাত ৮.৩০ টার সময় গুলির আওয়াজ পান। গার্ড নুর আলম ও হোসেন গুলির আওয়াজ শুনে ক্যান্টিনে দৌড়ে আসে। তিনি ক্যান্টিন বন্ধ করে লেক ভিউ ক্লিনিকের O.T তে চলে যান। তারপর তিনি আর কিছু জানেন না।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

প্রসিকিউশনপক্ষে পি-ডাবি উ-১৫ মোঃ আকাশ খানকে Tender করা হলে আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি   উ -১৬ সাদাত মেহেদী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীর মালিক। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.৩০ টার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীর কর্মচারী তাকে ফোন দিয়ে বলে যে, হোলি আর্টিসানে গোলাগুলি হচ্ছে। পরে বেকারীর ম্যানেজার ফোন করে হোলি আর্টিসানে গোলাগুলি হচ্ছে বলে তাকে জানায়। তিনি তখন তার অন্য একটি রেস্তোরা ইজুমিতে ছিলেন। তারা তাকে বলে যে, আল- াহু আকবর বলে গোলাগুলি হচ্ছে। তিনি গাড়ীতে করে ইজুমি থেকে হোলি আর্টিসানে এসেই বেকারীর গেটে পুলিশের গাড়ী দেখতে পান। পুলিশের গাড়ীতে করে ২ জন আহত পুলিশ সদস্যকে তিনি নিয়ে যেতে দেখেন। রাত অনুমান ১০ টার দিকে হোলি আর্টিসান বেকারীর গেট থেকে পুলিশের সিচুয়েশন র“মে তাকে নিয়ে যায়। পুলিশ তার সঙ্গে বসে কিভাবে হোলি আর্টিসানে প্রবেশ করা যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা করছিল। সকাল ৭ টার সময় শুনেন সেনাবাহিনী অভিযান চালাবে। পরে সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। ৯ জন ইটালিয়ান, ৭/৮ জন জাপানী, বাংলাদেশী ৩ জন, ভারতীয় ১ জন ও আমার কর্মচারী ২ জন মারা যায়। নিহতের মধ্যে ৩ জন ইটালিয়ান এবং ১ জন বাংলাদেশী ইশরাত তার ঘনিষ্ট ছিল। তার সামনে দিয়ে বনানী থানার O.C সালাউদ্দিনকে নিয়ে যায়।

এই সাক্ষী আসামী আসলাম হোসেন, রাকিবুল হাসান রিগ্যান, মিজানুর রহমান, শহিদুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন, হাদিসুর রহমান ও জাহাঙ্গীর আলমের এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, হোলি আর্টিসান তার শ্বশুড় বাড়ীর সম্পত্তি। তার স্ত্রী এই সম্পত্তির মালিক। হোলি আর্টিসান বেকারী, দেশী বিদেশী সবার জন্য খোলা ছিল। এই বেকারীতে বারের অনুমতি ছিল না। হোলি আর্টিসান এর নিরাপত্তার জন্য তিনি গানম্যানের আবেদন করেননি।

পি-ডাবি– উ -১৭ আরিফ হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে অ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি ছুটিতে ছিলেন। রাত ৯/৯.৩০ টার সময় তিনি টিভিতে দেখতে পান, হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। তিনি শুনতে পান, কিচেন হেলপার জাকির হোসেন শাওন আহত হয়েছে। ০৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জাকির হোসেন শাওন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ০৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে জাকির হোসেন শাওন এর লাশ এর সুরতহাল তার সামনে করা হয়। তিনি সুরতহাল রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। জাকির হোসেন শাওন এর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, সুতরহাল প্রতিবেদনে ০৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ লেখা হয়েছে।

পি-ডাবি উ -১৮ শারমিনা পারভীন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.২৫ টার সময় তিনি, তার স্বামী, তার ২ ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে হলি আর্টিসান বেকারীতে ডিনার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে হলর"মে শেষ টেবিলে বসে মেনু দেখে অর্ডার দেন এবং খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ৩/4 মিনিটের মধ্যে ৩/4 জন যুবক অস্ত্র হাতে এবং কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো অবস্থায় হলর"মে প্রবেশ করে গুলি করতে থাকে। সন্ত্রাসীরা তাদের টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, তারা মুসলমান কিনা এবং মুসলমান বললে সন্ত্রাসীরা বলে যে, তাদের ভয় নেই, তারা মুসলমানদের ক্ষতি করবেনা এবং তাদেরকে টেবিলে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলে। তাদের পিছনে গ াস দিয়ে পরিবেষ্টিত ৮/১০ জন বা তার বেশি বিদেশী ছিল। সন্ত্রাসীরা সেখানে ঢুকে বিদেশীদের গুলি করা শুর" করে এবং হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে যে, তিনি যেন তার ছেলে মেয়ের কান ও চোখ ঢেকে রাখেন যাতে তারা কিছু দেখতে এবং শুনতে না পায়। সন্ত্রাসীদের কথামতো তিনি তার ছেলে-মেয়ের কান ও চোখ ঢেকে রাখেন। কিছুক্ষন পর সন্ত্রাসীরা দুইটি মেয়ে, ১টি কম বয়সী ছেলে এবং ১ জন লোক মোট ৪ জনকে তাদের সামনে এনে বসিয়ে রাখে। সারারাত সন্ত্রাসীরা তাদের হলর"মে বসিয়ে রাখে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা হলর"মের সব লাইট নিভিয়ে দেয় এবং বারান্দায় ১টি লাইট জ্বালিয়ে রাখে। রাত অনুমান ১.৩০ টার সময় সন্ত্রাসীরা ১টি চিলার (ঠান্ডা) র"ম থেকে ১ জন বিদেশী এবং ১ জন বাংলাদেশী ওয়েটারকে বের করে আনে। বাঙ্গালী ওয়েটারকে তারা একপাশে সরিয়ে রাখে এবং বিদেশীকে তারা সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। রাতে তিনি মৃতদেহ গুলোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর শব্দ শুনতে পেয়েছেন। সেহরীর সময় সন্ত্রাসীরা সেখানকার ওয়েটার দিয়ে তাদের জন্য সেহরীর ব্যবস্থা করে। তারা প্রথমে খেতে না চাইলে এবং তাদেরকে ধমক দিলে, তারা ১ কামড় করে খান এবং পানি খান। রাতের বাকি সময় তারা এভাবে হলর"মে বসে থাকেন। ভোর ৬ টার সময় তার স্বামী ও ১টি ছেলেকে অস্ত্রের মুখে সন্ত্রাসীরা ছাদে নিয়ে যায় এবং ৫/৬ মিনিট পর আবার তাদেরকে ছাদ থেকে এনে তাদের কাছে টেবিলে বসিয়ে রাখে। তারপর তার স্বামীকে ১টি চাবি দিয়ে বাইরের গেটের তালা খুলে দিতে বলে। তার স্বামী গেটের তালা খুলে দিয়ে আসার পর এক এক করে তাদেরকে বের হয়ে যেতে বলে। বের হয়ে আসার সময় তাদের মোবাইল ফোন ফেরত দেয়। তারা বের হয়ে আসলে আইন শৃংখলা বাহিনীর লোকজন তাদের নিরাপদ হেফাজতে

নিয়ে যায়। তারপর পুলিশ তাদেরকে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। তারা হোলি আর্টিসান বেকারী থেকে সকাল ৭.৩০ টার সময় বের হয়ে আসেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। বের হয়ে যাওয়ার সময় তারা চারদিকে লাশ দেখতে পান।

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীরকে তিনি চিনেন এবং সে আজ আদালতের টেবিলে বসে আছে। I.O অনুমান সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ তার জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। তার স্বামী অত্র মামলার কানেকশনে অনেকদিন জেল হাজতে ছিল।

তার স্বামীকে অব্যাহতি দিবে এই আশ্বাসে তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-১৯ মোঃ শামসুজ্জামান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ১০ টার সময় তিনি জানতে পারেন, তার ভাই সহকারী পুলিশ কমিশনার মোঃ রবিউল করিম হোলি আর্টিসান বেকারীতে কর্মরত অবস্থায় সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছে। সাভার থেকে তিনি ১ ঘন্টায় ইউনাইটেড হাসপাতালে এসে তার ভাইকে মৃত অবস্থায় দেখেন। তার ভাইয়ের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। পরে জানতে পারেন, এ আঘাত গুলি স্প্রিন্টারের আঘাত। ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ১১/৩০-১২ টার মধ্যে এস.আই আসাদুজ্জামান তার ভাই এর লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে এবং সেখানে তিনি স্বাক্ষর করেন। তারপর তার ভাইয়ের লাশ নিয়ে বাসায় চলে যান। রবিউল করিমের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬ এবং এতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পুলিশের বিভিন্ন শাখার গোলাগুলিতে তার ভাই নিহত হয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-২০ মোল- া মোঃ আনোয়ার ল আমিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এসি মোঃ রবিউল করিম তার খালাত ভাই। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাতে গুলশান হোলি আর্টিসান সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা প্রথমে টিভির মাধ্যমে এবং পরে বিভিন্ন আত্নীয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন। তারা জানতে পারেন যে, সন্ত্রাসী হামলায় গুলশানে হোলি আর্টিসান বেকারীতে তার মামাত ভাই মোঃ রবিউল করিম মারা গেছে। রাতে তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে গিয়ে লাশ দেখতে পান এবং পরের দিন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে গিয়ে তার লাশ গ্রহণ করেন। মোঃ রবিউল করিমের সুরতহাল প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেন, যা প্রদর্শনী-৬/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রবিউল করিমের বুকে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-২১ রেসকিম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ১১.৫০ টার ইউনাইটেড হাসপাতাল থেকে তার স্বামী সালাউদ্দিনের লাশ তিনি গ্রহন করেন। সালাউদ্দিনের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬(ক) এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬(ক)/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-২২ নুরজাহান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ওমরা হজ্বে তিনি সৌদি আরব ছিলেন। তার কেয়ারটেকার দাউদ তার ৪র্থ তলার ১টি ফ্ল্যাট জুনের ১লা তারিখে ইসমাইল নামে একজনের নিকট ভাড়া দেয়। ভাড়াটিয়াকে ভোটার আইডি ও ছবি দেয়ার জন্য বারবার বলা হলেও সে ভোটার আইডি ও ছবি দেয়নি। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের জুলাই মাসের ১১/১২ তারিখে সে তার বাসা ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে ডিবির লোক এসে কেয়ারটেকারকে বলে যে, ইসমাইল নামে যে ব্যক্তি ভাড়া ছিল তার প্রকৃত নাম ইসমাইল নয়। কেয়ারটেকার দাউদ জানায় যে, ইসমাইল নামে যে ভাড়াটিয়া ছিল সে হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী কাজে জড়িত ছিল। তিনি দেশে আসলে রমনা থানা পুলিশ এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এই সাক্ষী আসামী আসলাম, রিগান, শরিফুল ইসলাম, খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তার বাড়ীতে মোট ১৩ টি ফ্ল্যাট। ভাড়াটিয়ার সংগে তার কথা হয়নি।

পি-ডাবি উ -২৩ মোঃ দাউদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ২ নং বাড়ীর কেয়ারটেকার। ২০১৬ সালের জুন মাসে ইসমাইল নামের ১ ব্যক্তি ঐ বাড়ীতে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় এবং ঐ বছরের জুলাই মাসের ১২/১৩ তারিখ বাসা ছেড়ে দেয়। পরে ডিবি পুলিশ এসে বলে যে, সে ইসমাইল নয় তার প্রকৃত নাম তানভীর কাদেরী।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -২৪ মোঃ ইফতেখার হাসান আবির তার জবানবন্দিতে বলেন যে, রাকিবুল হাসান রিগেন নামে এক ব্যক্তি গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীর হামলার আগে এক মাস ভাড়া ছিল। একমাস থাকার পর সে চলে যায়। পুলিশ পরবর্তীতে তাকে জানায় যে, সে গুলশান হোলি আর্টিসান হামলার মামলার আসামী। রকিবুল ইসলাম রিগ্যানকে তিনি দেখেননি, কারণ তিনি মিরপুরের বাসায় থাকেন না। তিনি থাকেন মোহাম্মদপুরের বাসায়। তার কেয়ারটেকার বাসা ভাড়া দিত ও ভাড়া আদায় করত।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -২৫ মোঃ শরিফুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি Studio Tex (প্রা:) লিঃ এর বায়িং হাউজের ড্রাইভার। ২০১৬ সনের ১ লা জুলাই তার ডিউটি ছিল। অফিস থেকে তার গাড়ী যোগে ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ৫ জন হোলি আর্টিজান বেকারীতে রাত ৮.৩০ টার সময় খেতে ঢুকে। মি. মাকো, মি. বিনসান ছো, মিস. মারিয়া, মিস. শ্রীমনা, মিস. আতেল তার গাড়ীতে ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হোলি আর্টিসান বেকারীতে আসে। মিস নাদিয়া তাদের কোম্পানীর অন্য একটি গাড়ীতে হোলি আর্টিসান বেকারীতে এই সময়ে আসে। তিনি তাদেরকে হোলি আর্টিসান বেকারীর গেটে নামিয়ে দিয়ে গাড়ীতে বসে তার ডিউটি খাতা লিখছিলেন। অনুমান রাত ৮.৪০/৮.৪৫ ঘটিকার সময় তিনি বিকট শব্দ শুনতে পান এবং লোকজনকে ছুটাছুটি করতে দেখেন। তিনি বিদেশী মেহমানদের ফোন দিতে থাকেন, কিন্তু কেউ তার ফোন ধরেনি। নিরাপত্তার জন্য তিনি গাড়ী স্টার্ট দিয়ে একটু দুরে সরে যান। দুরে সরে যাওয়ার সময় গাড়ী খোলা থাকায় একজন লোক তার গাড়ীতে উঠে পড়ে এবং ৫০ গজ দূরে গিয়ে গাড়ী বন্ধ করলে সে নেমে যায় এবং ঐ লোকটি বলে তার নাম ড্রাইভার মিঠু। গাড়ী নিয়ে ৮০ নম্বর রোডে বোটিং ক্লাব এর সামনে গিয়ে তাদের অফিসের এ্যাডমিন মি. কামালকে ফোন দেন। তিনি তাকে নিরাপদ স্থানে থাকতে বলেন। পরে কামাল এবং মনোহর তার কাছে আসে। তারা সারা রাত সেখানে বসে থাকেন। পরের দিন বেলা ২ টার সময় গাড়ী নিয়ে অফিসে ফিরে যান। বেলা ৫টার সময় গাড়ী জমা দিয়ে বাসায় চলে যান। টিভির মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তার গাড়ীযোগে যারা হেলি আর্টিজান বেকারীতে এসেছিল তারা সবাই মারা গেছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, তার গাড়ীর লগ বুক ছিল। তার কাছ থেকে আই.ও লগবুক নেয়নি। দারোগা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তার গাড়ীটি ৪ সিটের Toyota Fielder গাড়ী।

পি-ডাবি উ -২৬ O.C মোঃ সালাউদ্দিন মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গুলশান থানায় কর্মরত থাকাকালে বেতার মারফত ঐ তারিখ ২০.৪৫ টার সময় সংবাদ পান যে, গুলশানস্থ ৭৯ নং রোডে হলি আর্টিসান বেকারীতে গোলাগুলি হচ্ছে। উক্ত সংবাদ পেয়ে তিনি থানা হতে সংগীয় ফোর্স সহ হোলি আর্টিসান বেকারীতে যান। ইতোমধ্যে সেখানে এস.আই ফারুক হোসেনকে সঙ্গীয় ফোর্স সহ দেখতে পান। ও.সি সহ অন্যান্য অফিসার সেখানে উপস্থিত হয়। সন্ত্রাসীরা আল াহু আকবর ধ্বনি দিয়ে গুলি করতে থাকে এবং বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। গুলশান থানার অফিসার ও ফোর্স

এবং আশে পাশের অন্যান্য থানার অফিসার ও ফোর্স হোলি আর্টিসান বেকারীর চতুর্দিকে ঘেরাও করে রাখে। রাত অনুমান ২২.৩০ টার সময় ৭৯ নং রোডের ২০ নং বাড়ীর সামনে অবস্থান করার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীর ভিতর সন্ত্রাসীরা গুলি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে ঘটনাস্থলে গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ সহ ৩০/৩৫ জন অফিসার ও ফোর্স গুর"তর আহত হয়। তিনি সঙ্গীয় সহকর্মীদের সহায়তায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ইউনাইটেড হাসপাতালে প্রেরণ করেন। রাত্র অনুমান ২৩.২০ ঘটিকার সময় বনানী থানার অফিসার ইনচার্জ সালাউদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ পান। এর কিছুক্ষন পর ডিবির সিনিয়র এসি মো: রবিউল করিম এর মৃত্যু সংবাদ পান। র‍্যাব, পুলিশ সহ বিভিন্ন ইউনিটের ফোর্স সারারাত হোলি আর্টিসান বেকারীর চারিদিকে ঘেরাও করে রাখে। ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ফোর্স হোলি আর্টিসান বেকারীর ভিতর থাকা দেশি বিদেশীদের উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে হোলি আর্টিসান বেকারীতে অভিযান পরিচালনা করে। সন্ত্রাসীরা হোলি আর্টিসান বেকারীতে দেশী/বিদেশী ২০ জনকে হত্যা করে। প্যারা কমান্ডো বাহিনীর অভিযানে ৬ জঙ্গি নিহত হয়। তিনি ঘটনাস্থলের লাশগুলো অন্যান্য অফিসারের সহায়তায় সুরতহালের ব্যবস্থা করেন। CID Crime Scene Unit এর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অস্ত্র এবং দেশী/বিদেশীদের ব্যবহৃত মালামাল তাদের অফিসাররা জব্দ করে। ০৪/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গুলশান থানার এস.আই রিপন কুমার দাশ এজাহার দায়ের করলে তিনি মামলাটি রেকর্ড করেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মামলাটি কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট তদন্ড় করে। এজাহারে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-২/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এফ.আই.আর ফরম-৭ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, ০৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তিনি গুলশান থানা হতে বদলী হয়ে যান। ০৪/০৭/২০১৬ হতে ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ড় আই.ও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তার কোন ১৬১ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করেনি। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঘটনার বিষয় নিয়ে জিডি হয়েছে, তবে জি,ডির নম্বর তিনি বলতে পারবেন না। আই.ও ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর কে O.C এর দায়িত্বে ছিল তা তিনি বলতে পারবেন না। গুলশান থানার আই.ও আহত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পর হতে তিনি O.C এর দায়িত্ব পালন করেন। ঘটনার ১/১$\frac{১}{২}$ বছর পর আই.ও এর নিকট তিন Statement দেন। লিখিত বিবরনে বলেননি যে, তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে এস.আই ফার"ক হোসেনকে দেখতে পান।

৩০/৩৫ জন যারা আহত হয়েছে, তাদের নাম লিখিত বিবরনে তিনি উলে খ করেননি। ঘটনার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীর চারিদিকে কতজন ফোর্স ছিল, তা তিনি বলতে পারবেন না। তার লিখিত বিবরনে উলে খিত গুলি যথা- পিস্ড়ল-২৫ রাউন্ড, চায়নিজ রাইফেল ৪ রাউন্ড, এস এম জি ১২ রাউন্ড, শর্টগান ১১২ রাউন্ড, যা তিনি একা গুলি করেননি, সব অফিসাররা এই গুলি করেছে। কে কয়টা গুলি করেছে, তা লিখিত বিবরনে নেই। দেশী/বিদেশী ২০ জনের লাশ লিখিত বিবরনে বলেন। এস.আই রিপন (পি-ডাবি উ-১) তারই অধীনস্থ ছিল। মামলা করার জন্য এস.আই রিপনকে লিখিত আদেশ দেয়া হয়নি, তবে তাকে মৌখিক আদেশ দেয়া হয়েছে। কয় পাতায় এজাহার, তা এফ.আই.আর ফরমে উলে- খ নেই। কয়টি জব্দ তালিকা পেয়েছেন, তা এফ.আই.আর ফরমে উলে– খ নেই। ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে উদ্ধারকৃত আলামতের তালিকা সংশি– ষ্ট হাকিমের কাছে পাঠানো হয়নি। ৪টি জব্দ তালিকায় থানার মামলা নম্বর লেখা নেই। কে আল- াহু আকবর বলেছে, তা তিনি বলতে পারবেন না।

পুলিশ যখন গুলি শুর" করে তখন বেকারীর ভিতরে থাকা লোকজন বাঁচার জন্য আল– াহু আকবার ধ্বনি দেয় বা পুলিশ চারদিক থেকে গুলি করার কারনে হোলি আর্টিসান বেকারীতে মানুষ মারা যায় বা গুলশান থানার পুলিশ সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বা তারা বাঁচার জন্য এস.আই রিপনকে দিয়ে অত্র মিথ্যা মামলা করেছেন ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি– উ -২৭ অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহসান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তার স্ত্রী নাসিমা আক্তারের নামে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি ফ্ল্যাট আছে । হোলি আর্টিসান বেকারিতে হামলার পর মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, তার স্ত্রীর নামে ক্রয়কৃত উক্ত ফ্ল্যাটে হোলি আর্টিসানে হামলার সঙ্গে জড়িত কয়েক জন ভাড়া ছিল।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি– উ -২৮ মোঃ মতিউর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তানভীর কাদেরী তার প্রতিবেশী ছিল। তিনি শুনতে পেয়েছেন, সে মালেয়েশিয়া চলে গেছে। ২০১৬ সালের কোরবানী ঈদে তিনি বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ী হতে এসে তিনি জানতে পারেন, আজিমপুরে জঙ্গি হিসেবে গোলাগুলিতে তানভীর কাদেরী মারা গেছে। টিভি ও পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, হোলি আর্টিসানে হামলার সঙ্গে তানভীর কাদেরী জড়িত ছিল।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -২৯ আনোয়ার ুল আজিম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১৬ সালে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ এম.এ হাসান নামে এক ব্যক্তি তার বাসা ভাড়া নেয়। এম.এ হাসানের সাথে ঐ বাসাতে ইশতিয়াক আহম্মেদ, সুশীল রায় ও রোবেল হোসেন থাকত। তারা ছাত্র বলে পরিচয় দেয়। পাঁচ মাস তারা তার বাসায় ছিল। তাকে না বলে বাসায় তালা দিয়ে তারা চলে যায়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে হোলি আর্টিসান রেকারীতে যে ঘটনা ঘটে তা টিভি দেখে তিনি দেখতে পান যে, যারা তার বাসায় ভাড়া ছিল তারা হল রাকিবুল হাসান রিগ্যান, এম.এ হাসান নামে তার বাসা ভাড়া নেয়। রাকিবুল হাসান রিগ্যান আজ আদালতের ডকে আছে।

আসামী রকিবুল হাসান রিগ্যান এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তার বাসা ফ্যামিলি বাসা। ২০১৬ সালে তিনি মধ্য পাইকপাড়া ছিলেন। তিনি ফ্যামিলি বাসায় মেস ভাড়া দেন। তিনি ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফরম পূরণ করেননি।

রাকিবুল হাসান রিগ্যান তার বাসায় ভাড়া ছিলনা বা দারোগার কথায় তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ -৩০ মমতাজ পারভিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২ টার পর তার স্বামীর বাসায় পুলিশ অভিযান চালায়। তার স্বামীর বাড়ীর ৫ম তলায় কিছু ছাত্র ভাড়া থাকত। তিনি শুনেছেন, পুলিশি অভিযানের সময় উক্ত বাসায় ১১ জন ছাত্র মারা যায়। এক জনকে আহত অবস্থায় পুলিশ গ্রেফতার করে বলে তিনি শুনেছেন এবং উক্ত আহত ব্যক্তির নাম রিগ্যান।

এই সাক্ষী তার জেরার বলেন যে, তাদের সাথে কোন ভাড়াটিয়া চুক্তি হয়নি। অত্র মামলার দারোগার সাথে তার দেখা হয়নি। তার বাসায় পুলিশ ঢোকার সময় তার অনুমতি নেয়নি। পরের দিন পুলিশ তাকে নিয়ে যায়। ঐ ঘটনার মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং ৪ মাস তিনি জেল হাজতে ছিলেন।

অন্যান্য আসামী এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ -৩১ রিনা সুলতানা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৪/৫ জন ছেলে তার বাসায় ভাড়া উঠে। ৪/৫ দিন পরে তিনি তাদেরকে জাতীয় পরিচয় পত্র ও ছবি দিতে বলেন। একথা বলার ২/৩ দিন পর তারা বাসা ছেড়ে চলে যায়। পরে পুলিশ তাকে বলেছে যে, তারা গুলশান হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -৩২ মোঃ জালাল উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থলের পাশের এপার্টমেন্ট সুবাস্ডু সেতারা এর ম্যানেজার। ঘটনার তারিখ ০১/০৭/২০১৬ খ্রীঃ, রাত্র অনুমান ৯.০০ টায় ঘটনা। তিনি ঐ দিন ইফতার শেষে চা-খাওয়ার জন্য ঘটনাস্থলের পাশে কালাচাঁদপুরে যান। সেখানে চা খাওয়া শেষে গোলাগুলির শব্দ শুনে তার এপার্টমেন্টে চলে আসার কিছুক্ষন পরে বিভিন্ন সংস্থার পুলিশ আসে। তার এপার্টমেন্টেও পুলিশ ঢোকে। হোলি আর্টিসান বেকারী হতে সন্ত্রাসীরা গুলি করতেছে এবং তার এপার্টমেন্ট হতে পুলিশও গুলি করতেছে। সারা রাত গোলাগুলি চলছিল। ০২/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ সকাল অনুমান ৮.৩০/৯.০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর লোকজন এসে হোলি আর্টিসান বেকারীর ভিতরে ঢোকার পরে গোলাগুলি বন্ধ হয়। এরপর জানতে পারেন ২০/২২ জন দেশী-বিদেশী লোক সন্ত্রাসী হামলায় মারা গেছে। হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারী জংগীরাও মারা যায়। ২/৭/২০১৬ ইং খ্রিঃ তারিখে S.I জয়নাল আবেদীন নিহত দেশী-বিদেশীদের জব্দকৃত মালামাল যেমন, পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, কলম, ভোটার আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অন্যান্য আলামত তার সামনে জব্দ করে ও তার সাক্ষর নেয়। এই সাক্ষী উক্ত জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৮/৮(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত আলামত আদালতে আছে যা, প্রদর্শনী-Z সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তার সামনে আলামত জব্দ হয় নি বা পুলিশ তাকে ভয়-ভীতি প্রদান করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ -৩৩ মোঃ নূর"ল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তার বাড়ীতে নীচতলায় মিরপুর বাংলা কলেজে পড়তো ৪ জন এবং ১ জন চাকুরীজীবী মোট ৫ জন ভাড়া থাকত। এক জনের নাম মাজহার"ল ইসলাম মনে হয়। বাকীদের নাম এই মুহুর্তে তার মনে আসছে না। তাদের কাছে তিনি ভোটার আই,ডি কার্ড ও ছবি চেয়েছিলেন। ১ জন ছবি দিয়েছে। অন্যরা দিবে দিবে করে আর দেয়নি। ১৬/৬/২০১৬ খ্রীঃ তারিখ এর আগে তাকে না বলে তারা দরজার বাহিরে তালা লাগিয়ে চলে যায়। হোলি আর্টিসান এর ঘটনার পরে পুলিশ তার বাড়ীতে যেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে। থানার পুলিশ তার সামনে ঐ বাসার তালা খুলেছে।

ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ -৩৪ মোঃ লতিফুল বারী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.৪৫ টার সময় ৫ জন সন্ত্রাসী কালো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারীতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষন পর তারা গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। এভাবে সারা রাত গোলাগুলি চলতে থাকে। পরের দিন অর্থাৎ ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৭.৩০ টার সময় প্যারা কমান্ডো বাহিনী এসে হোলি আর্টিসান বেকারী ঘিরে অভিযান চালায়, এতে ৫ জন সন্ত্রাসী মারা যায়। দুপুর ১.১৫ টার সময় এস.আই রিপন কুমার দাস এসে তাকে সংগে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সেখানে আলামত হিসেবে একটি সাদা র"মাল, ৪ টি নাইন এম,এম পিস্ড়ল যার মধ্যে ১ টির গাঁয়ে বিহার , ২টির গাঁয়ে জাপান এবং ১ টির গাঁয়ে জাপান হলি লেখা আছে, একে মেশিনগান ৩টি যার মধ্যে ১ টির গায়ে চায়না লেখা, ১ টির গায়ে USA লেখা এবং ১ টির গায়ে USSR লেখা আছে, মেশিনগান এর তাজা গুলি ৩৪ রাউন্ড, ২২ বোর মেশিনগানের তাজা গুলি ৪৫ রাউন্ড, ৭ টি কার্তুজ, পিস্ড়লের ৬টি তাজা গুলি, ক্যালিবার কার্তুজ ১০৫ টি, ৭.৬৫ ক্যালিবার কার্তুজ ১৯৫টি, ৫ টি গুলির খোসা, ৯টি গ্রেনেড সেফটি পিন, ভিতরে ঢোকানো ২ টি কার্তুজ, ১ টি বড় ছোরা , ১ টি ৯ ইঞ্চি চাকু , ১টি ১৩ ইঞ্চি চাপাতি ও ১টি ছোরা তার সামনে উদ্ধার করে জব্দ তালিকা করা হয় এবং তিনি উক্ত জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেন। জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী -১/৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দ তালিকায় প্রদর্শনী-১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উলে খিত আলামত সমূহ আজ আদালতে আছে, যা বস্ড়ু প্রদর্শনী - I সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, তদন্ড়কারী কর্মকর্তা কবে তার সাক্ষ্য নিয়েছে, তা তিনি বলতে পারবেন না। পুলিশ হোলি আর্টিসান বেকারীর চারিদিক ঘিরে রাখে। ঘটনার রাতে পুলিশ তাদের হাউজে ছিল। তাকে ডিবি অফিসে নেয়নি। জব্দ তালিকায় প্রদর্শনী -১ এ গুলশান থানার মামলা নং তাং-০৪/০৭/২০১৬ খ্রিঃ লেখা আছে। জব্দ তালিকায় প্রদর্শনী -১ এ তার স্বাক্ষরের নীচে তারিখ দেন নি। প্রদর্শনী-১ এর ১ম ও ২য় পাতায় তার স্বাক্ষর নেয় নি। ঘটনাস্থলে অনেক রক্ত ছিল। জব্দ কৃত আলামতে রক্ত ছিল না। এস.আই রিপন আলামত সমূহ উদ্ধার করে। জব্দ তালিকায় লেখা আছে, সি.আই.ডি ক্রাইম সিন উদ্ধার করে এবং রিপন জব্দ তালিকা করে। সি.আই.ডি ক্রাইম সিন কোথা থেকে আলামত উদ্ধার করে তা তিনি দেখেননি।

পুলিশ সনাক্ত মতে অস্ত্র গুলোর নাম বলেছেন বা জব্দ কৃত অস্ত্রগুলো ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় নি বা পুলিশের মালখানা থেকে অস্ত্র এনে জব্দ তালিকা করা হয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৩৫ সাইফুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি বাসায় ছিলেন। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ আবুল হাসনাত রেজা করিম এর মেয়ের জন্মদিন পালন উপলক্ষে অনুমান রাত ৮.৩০ টার সময় তারা হোলি আর্টিসান বেকারীতে খাওয়ার জন্য যায়। রাত পৌনে ৯ টার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলা হয় এবং সে স্বপরিবারে জিম্মি হয়ে পড়ে। ১২/৮/১৬ ইং আবুল হাসনাত রেজা করিমকে নিয়ে পুলিশ তার বাসায় যায়।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ -৩৬ মোঃ সোহরাব আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি ৭৯ নং রোডের ১৮ নং বাড়ীতে সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন। ঐদিন রাত ৮.৪৫ টার সময় হোলি আর্টিসান সন্ত্রাসী হামলা হয়। হামলার পর তাদের বাসায় পুলিশ আসে। পুলিশ সেখান থেকে গুলি করে । পরের দিন দারোগা রিপন কুমার দাস (পি. ডাবি উ- ১) তাকে নিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারীতে যায় এবং সেখানে যাওয়ার পর কিছু অস্ত্র জব্দ করে। ২৫ টি আলামত জব্দ করে । জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন। জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত আলামত সমূহ তিনি আদালতে সনাক্ত করেন।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, অস্ত্রের গায়ে রক্ত নেই। দারোগা আলামতের গায়ে স্বাক্ষর করতে বলেনি। অস্ত্রগুলো কখন কোথা হতে উদ্ধার হয়েছে, তা তিনি বলতে পারবেন না।

পি-ডাবি উ-৩৭ বিল- াল হোসেন দুলাল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, মিরপুর পাইকপাড়ায় ৪৩২/এ তার ১টি বাড়ী আছে, তিনি সেখানে বসবাস করেন। কেয়ারটেকার মনির বাড়ীটি দেখাশুনা করে। ১/৫/১৬ খ্রিঃ তারিখ কেয়ারটেকার মনির ৬ তলার ফ্ল্যাটে ৪/৫ জন ব্যাচেলরকে ভাড়া দেয়। ব্যাচেলররা ১৫/২০ দিন তার ফ্ল্যাটে ছিল। হোলি

আর্টিসান ও কল্যাণপুর জাহাজ বিল্ডিং এর সন্ত্রাসী ঘটনার পর জানতে পারেন, তার বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের মধ্যে কিছু লোক মারা গেছে এবং কিছু লোক পুলিশ হেফাজতে আছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, অন্য মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে, পরে ছেড়ে দেয়।

পি-ডাবি উ-৩৮ পুলিশ পরিদর্শক, মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি বনানী থানায় ইন্সপেক্টর (তদন্ড়) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাত ৮.৪৫ টার সময় তার অফিসকক্ষে ওয়ারলেস সেট এর মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছিলেন গুলশান থানাধীন ৭৯ নং সড়কে পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি হচ্ছে। তাৎক্ষনিক এস.আই ইয়াসিন গাজীকে নিয়ে তিনি বনানী থানার সীমানায় আতাতুর্ক রোডের উপর অবস্থান গ্রহণ করেন। তখনি ওয়ারলেস সেটে শুনতে পান যে, উপ-পুলিশ কমিশনার (গুলশান) বলছেন আশে পাশের সকল থানার অফিসার গুলশানস্থ-৭৯ নং সড়কে হোলি আর্টিসান বেকারীর সন্নিকটে আশে পাশের সকল রাস্ড়ায় অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য। তিনি ৭৯ নং সড়কে হোলি আর্টিসান বেকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে সেখানে উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপ- পুলিশ কমিশনার, এসি, ওসি (গুলশান) ও ওসি (বনানী) কে দেখতে পান। কিছক্ষণ পর পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করেন। তিনি সহ উর্দ্ধতন ও অধ:স্থন অফিসাররা হোলি আর্টিসান বেকারীর মূল গেট অতিক্রম করে ভিতরে অবস্থান করেন। তখন হোলি আর্টিসান বেকারীতে অনবরত গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। তারাও ফাঁকা গুলি করছিলেন। হঠাৎ ১টি বিকট আওয়াজ শুনতে পান। ১টি গ্রেনেড এর স্প্রিন্টার তার পায়ে লেগে তিনি আহত হন। দেখতে পান যে, সকল অফিসাররা পিছু হটতে শুর" করেছে। বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন ও ডিবি'র এ.এস.পি রবিউল করিম ঘটনাস্থলে পড়ে যায়। একজন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। ওসি সালাউদ্দিনকে তিনি ধরেন। ওসি সালাউদ্দিনের ঘাড়ে ও গলায় স্প্রিন্টার বিদ্ধ হয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। তিনি এস.আই মাহবুব এর সহায়তায় ওসি সালাউদ্দিনকে আহত অবস্থায় গাড়ীতে তুলে দ্রুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি সামান্য চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ওসি সালাউদ্দিনকে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে। হোলি আর্টিসানে গ্রেনেড বিস্ফোরনে আহত অনেককে ইউনাইটেড হাসপাতালে আসতে দেখেন। তিনি ওসি সালাউদ্দিনের মৃত্যুর খবর তার আত্নীয় স্বজনকে দেন এবং লাশের পাশে থেকে যাবতীয় কাজ করেন। তিনি পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে যাননি। পরে জানতে পারেন যে, সন্ত্রাসীরা

হোলি আর্টিসান বেকারীতে দেশি-বিদেশী অনেক নাগরিককে হত্যা করেছে এবং গ্রেনেড হামলা করে তাদের দুজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা সহ অনেককে আহত করেছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, কবে আই.ও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তা তার মনে নেই। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয়া বক্তব্য তার হাতের লেখা। লিপিবদ্ধকারী হিসেবে লেখা আছে হুমায়ুন করীর। তার কোন স্বাক্ষর ও তারিখ তার জবানবন্দির নীচে নেই। তার পরিধেয় কাপড় আই.ও জব্দ করেনি। আই.ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ড় কাগজ তার কাছ থেকে নেয় নি। পুলিশ কমিশনার ব্রিফিং দেন মর্মে তার জবানবন্দিতে নেই। হোলি আর্টিসান মেইন গেট দিয়ে তার প্রবেশ করার কথা জবানবন্দিতে উলে খ নেই। তার বাম পায়ে স্প্রিন্টার লাগার কথা তিনি জবানবন্দিতে বলেননি। তিনি ওসি সালাউদ্দিনকে ধরেন এবং তার ঘাড় ও গলায় স্প্রিন্টার বিদ্ধ হওয়ার কথা জবানবন্দিতে বলেননি। এস.আই মাহবুব এর সহযোগিতায় ওসি সালাউদ্দিনকে গাড়ীতে উঠানোর কথা জবানবন্দিতে বলেননি।

চারদিক হতে পুলিশের গুলি বর্ষনের কারণে হোলি আর্টিসান বেকারীতে দেশী-বিদেশী লোক মারা যায় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৩৯ এস.আই, ফার ক হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ জিডি নং- ৩৯ মূলে রাত্র অনুমান ২০.২৫ টার সময় গুলশান ২ নং গোল চত্বরে ফোর্স সহ তিনি অবস্থান করছিলেন। ঐদিন ২০.৫০ টার সময় এসি (গুলশান) বেতার বার্তার মাধ্যমে জানান যে, গুলশান ৭৯ নং সড়কে হোলি আর্টিসান বেকারীতে কে বা কারা গোলাগুলি করছে বলে তাকে দ্র ত ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং খোঁজ নিয়ে তাকে জানাতে বলেন। ২০.৫৫ টার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীর গেটের ১০০ গজ আগে একজনকে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি যখন তাকে ধরে উঠান, তখন সে তাকে জাপানিদের গাড়ীর ড্রাইভার বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। সে তাকে জানায় যে, সে ঘটনার সময় হোলি আর্টিসান গেটে অবস্থান করতেছিল। ৪/৫ জন ছেলে ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে, সে বাধা দিলে তাকে তারা এলোপাথাড়ি কোপায় এবং তারপর তারা হোলি আর্টিসান বেকারীর ভিতরে প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করে। সে গেটের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার সময় বেকারীর ভিতরে মানুষের চিৎকার ও গুলির শব্দ শুনতে পায়। তখন সে গেট থেকে প্রান ভয়ে পালিয়ে

১০০ গজ দূরে এসে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে ১টি প্রাইভেট কারে উঠিয়ে চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে পাঠিয়ে দেন। তারপর ফোর্স নিয়ে তিনি হোলি আর্টিসানের গেটের কাছে গিয়ে মানুষের চিৎকার ও গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৩/৪ টি ছেলে গেট খুলে বাহিরে চলে আসে। তাদের মধ্যে একজন ব্যাগে থাকা গ্রেনেড হতে ১টি গ্রেনেডের চাবি খুলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করে। তিনি দ্রুত সরে যান। কিন্তু তার সংগীয় কং- আলমগীর ও প্রদীপ গ্রেনেড দ্বারা বুকে, পেটে ও পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তার পায়ে ২/৩ টি স্প্রিন্টার লাগে, কিন্তু তিনি জখম হননি। তিনিও ফোর্সের সহায়তায় পাল্টা গুলি করেন। উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে একজনের হাতে গুলি লাগে। তখন তারা গেট আটকে দিয়ে দৌড়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি দ্রুত বেতার মাধ্যমে সিনিয়র কর্মকর্তাদের জানান এবং ফোর্স ও গুলি চান। ১০ মিনিটের মধ্যে উপ পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তারা ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে চলে আসে। ডিসি গুলশান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তার কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা জেনে কমিশনার সহ পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের ঘটনা জানিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসার জন্য বলেন। রাত অনুমান ১০.৩০ টার সময় কমিশনার অন্যান্য অফিসার সহ ঘটনাস্থলে আসেন এবং ঘটনার বিষয় জেনে র‍্যাব, পিবি আই.ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সহ অন্যান্যদের ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। সকল অফিসাররা উপস্থিত হলে সার্চ লাইট দিয়ে তারা দেখতে পান যে, সন্ত্রাসীরা হোলি আর্টিসানের ভিতরে 'আল াহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে মানুষ জবাই করে উল- াস করছে। তারা ১টি গুলি করলে তারা পাল্টা গুলি ছুড়ে। রাত্র ১১.৩০ টার দিকে ফোর্সের সহায়তায় তারা গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করাকালে সন্ত্রাসীরা তাদের দিকে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। এতে তিনি সহ পুলিশের ৩০/৩৫ লোক আহত হয়। তার গায়ে, হাতে, মুখে, ঘাড়ে মোট ২৬টি স্প্রিন্টার লাগে। গ্রেনেড এর আঘাতে তার ডানপাশে ওসি সালউদ্দিন ও বাম পাশে এসি রবিউল করিম মারা যায়। আশে পাশে অনেক পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়। কিছুক্ষনের মধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে দেখেন তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ইউনাইটেড, সি.এম.এইচ ও থাইল্যান্ডে তিনি ৪ মাস চিকিৎসা গ্রহন করেন।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় দেয়া জবানবন্দি তার নিজ হাতের লেখা। জবানবন্দিতে তারিখ নেই। Diplomatic Zone এর জন্য আলাদা পুলিশ আছে। ১১টা পথ দিয়ে গুলশানে যাওয়া যায়, যার মধ্যে একটিতেও পুলিশ চেক পোষ্ট নেই। গুলশান এলাকার সব এলাকায় সিসিটিভি নেই। সব গাড়ী চেক করা

হয়নি। সন্দেহজনক গাড়ীতে চেক করা হয়। গুলশান থানায় সিসিটিভির ১টি পয়েন্ট আছে এবং সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা আছে। গুলশান-২, গোল চত্বর ও হোলি আর্টিসান এলাকার দুর"ত্ব ১ কিলোমিটার। ৪/৫ জন লোককে বাধা দেয়ার কথা তার জবানবন্দিতে নেই। মানুষের আর্তচিৎকার ও গুলির শব্দ তার জবানবন্দিতে নেই। প্রাইভেটকারে মেডিকেলে পাঠানোর কথা তার জবানবন্দিতে তিনি বলেননি। তিনি কিছু বুঝে উঠার আগে ৩/৪ জন লোক গেট খুলে বের হয়ে আসে এবং একজন গ্রেনেড এর পিন খুলে তাদের দিকে ছুড়ে মারার কথা তিনি জবানবন্দিতে উলে- খ করেননি। গ্রেনেড দেখে সরে যাওয়ার কথাও তিনি জবানবন্দিতে বলেননি। গেট আটকিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসীরা ভিতরে প্রবেশ করার কথা ও সার্চ লাইটের কথা তার জবানবন্দিতে বলেননি।

গ্রেনেড এর স্প্রিন্টারে তিনি আহত হননি বা পুলিশের গুলিতে আহত হন বা রাষ্ট্রীয় পদকের আশায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রসিকিউশনপক্ষ পি-ডাবি– উ-৪০ এ.এস.আই, মোঃ সোহাগ খন্দকার ও পি. ডাবি- উ ৪১ কং প্রদীপ চন্দ্র দাসকে Tender করা হলে ডিফেন্স পক্ষে তাদের জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ-৪২ পুলিশ পরিদর্শক, মোঃ রফিকুল আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অনুমান ২০.১৫ টার সময় বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, গুলশান-২ এর ৭৯ নং রোডে অবস্থিত হোলি আর্টিসান বেকারীতে গোলাগুলি হচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলি ছোড়া হচ্ছে। সংগীয় দেহরক্ষী সহ ২১.১৫ টার সময় তিনি ঘটনাস্থলে পৌছে পুলিশ কমিশনার সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সেখানে দেখতে পান এবং সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় যে, হোলি আর্টিসানের ভিতরে পুলিশ প্রবেশ করবে। ২২.৩৪ টার সময় তারা যখন মেইন গেট দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন, সে সময় মেইন গেটের সামনে প্রচন্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরনে তার ডান হাতের কনুইয়ের উপরে ২টি স্প্রিন্টারের আঘাত লাগে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য দ্র"ত ইউনাইটেড হাসপাতালে নেয়া হয়। তার জানা মতে আইন শৃংখলা বাহিনীর ২৪ জন আহত হয় এবং বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন খান এবং ডিবি'র সহকারী পুলিশ কমিশনার মো: রবিউল করিম নিহত হয়। ইউনাইটেড হাসপাতালে তারা ৩ জন ছিলেন।

আসামী রকিবুল, আসলাম, শরিফুল ইসলাম এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই মামলার আই.ও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

তার হাতে স্প্রিন্টারের আঘাত লাগেনি বা তিনি মোটর সাইকেল থেকে পড়ে হাতে আঘাত পান মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৪৩ এস.আই, মোঃ কবির হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৯টার সময় গুলশান-২ এ তার ডিউটি ছিল। ওয়ারলেস অপারেটর তাকে জানায় যে, ৭৯ নং রোডে গোলাগুলি হচ্ছে এবং তাকে সেখানে যেতে বলে। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলশান থানার এস.আই ফার"ক হোসেনকে পান। তারপর গুলশান এলাকার ডিসি সহ পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসে। পরিকল্পনা হয় যে, যেখান থেকে গুলি করা হচ্ছে সেখানে আক্রমন করা হবে। পুলিশকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। তখন হঠাৎ করে শব্দ হলে তাদের পুলিশের অনেকে সেখানে যায়। তার গলায়, হাতে, বুকে ও রানে স্প্রিন্টারের আঘাত লাগে এবং তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়।

এই সাক্ষী আসামী রাকিবুল এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তারা দুতাবাসের আশে পাশে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। পুলিশ চেকপোষ্ট আছে এবং পুলিশ ঐ এলাকায় ঢোকার সময় তল- াশী করে থাকে। তার সাথে ৩ জন পুলিশ ছিল।

পি-ডাবি– উ-৪৪ এস.আই, মোঃ মিজানুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি এস.আই হিসেবে ভাটারা থানায় কর্মরত থাকাকালে রাত ২৩.১০ টার সময় বেতার বার্তায় জানতে পারেন যে, শুলশান ৭৯ নং রোডস্থ হোলি আর্টিসান বেকারীতে কতিপয় সন্ত্রাসী জঙ্গি কিছু বিদেশী ও দেশী মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। ভাটারা থানার ওসির মৌখিক নির্দেশে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড্ডা জোনের এসি আবু তাহের মোহাম্মাদ আব্দুল- ার নিকট রিপোর্ট করেন। রাত্র অনুমান ২.৩০ টার সময় কতিপয় সন্ত্রাসীকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখলে তিনি পিস্ড়ল দিয়ে ১ রাউন্ড গুলি করেন। এসির নির্দেশে অন্য পুলিশ সদস্যরাও অস্ত্র দিয়ে গুলি করলে সন্ত্রাসীরা বাধাঁর মুখে ভিতরে ঢুকে যায়। এরপর ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের সময় তার পরবর্তী অফিসার আসলে তিনি ভাটারা থানায় চলে যান।

১

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, ঘটনাস্থল থেকে ভাটারা থানা ১/১½ কিলোমিটার দূরে।

পি-ডাবি উ-৪৫ দিদার হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত পৌনে ৯ টায় হোলি আর্টিজান বেকারীতে কুক হিসেবে তিনি রান্না করছিলেন, তখন হঠাৎ গোলাগুলি শুর" হয়। তারা কিচেনের ষ্টাফরা কিচেনের গেট দিয়ে বাইরে চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেতে পারেননি। কিচেনের বাইরে তারা ৯ জন ওয়াশর"মে ঢুকে পরেন। এরপর রাত্র ২.৩০ টার সময় দুজন সন্ত্রাসী এসে তাদের গেট খুলতে বললে তারা গেট খুলে দেন। তারা (সন্ত্রাসী) তাদের হাত উচুঁ করতে বললে, তারা হাত উচুঁ করেন। তারা (সন্ত্রাসী) তাদেরকে ওয়াশর"ম থেকে বাহিরে নিয়ে আসে। তারা তাদের কাছে জানতে চায়, তারা বাংলাদেশী ও মুসলমান কি না। তারা জবাবে বলে যে, তারা বাংলাদেশী ও মুসলমান। তারপর তারা (সন্ত্রাসী)তাদেরকে আবার ওয়াশর"মে ঢুকিয়ে বাহিরে সিটকানী দিয়ে আটকিয়ে রাখে, তাদের দম বন্দ হয়ে আসে। ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে লোহার ১টি রড দিয়ে তারা গেট ভেংগে বের হয়ে আসেন। সন্ত্রাসীদের একজন তাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলে তারা দেখেন অনেক লাশ ফ্লোরে পড়ে আছে এবং তারা ভয় পেয়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে হল র"মের ভিতর আধা ঘন্টা দাড় করিয়ে রাখে। সন্ত্রাসীরা যখন রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বাহিরে যায়, তখন সেনাবাহিনী অভিযান শুর" করে। সেনাবাহিনী গুলি করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করলে তারা সকলে দৌড়ে দোতলায় গিয়ে ১টি র"মে আশ্রয় নেন। তখন চারদিক হতে গুলি হচ্ছিল। সেনাবহিনী গুলি করতে করতে দোতলায় উঠলে তারা হোলি আর্টিসান বেকারীর কর্মচারী পরিচয়ে বাঁচার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য চান। তখন সেনাবাহিনী তাদের পরিচয়পত্র দেখে তাদেরকে হোলি আর্টিসান বেকারী হতে বের করে পাশের ১টি ভবনে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে সবাইকে পিছনে হাত বেঁধে ১ ঘন্টা শুইয়ে রাখে। পরে সবাইকে চোখ বেঁধে ডিবি অফিসে নিয়ে গেলে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর ঐদিন সন্ধ্যায় হোলি আর্টিসানের মালিক এসে তাদের নিয়ে যায়।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তার নাম দেলোয়ার হোসেন দিদার। জাতীয় পরিচয়পত্রে তার নাম দিদার। I.O তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কিন্তু তার তারিখ মনে নেই। হোলি আর্টিসান ও পাশের ক্লিনিকের আলাদা মালিক কিনা জানেননা।

প্রসিকিউশনপক্ষ পি-ডাবি উ-৪৬ দীন ইসলাম রাকিবকে Tender ঘোষনা করলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৪৭ পুলিশ পরিদর্শক, মোঃ ইয়াছিন গাজী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বনানী পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঐ দিন রাত ২০.৪৫ টার সময় বেতার যন্ত্রে সংবাদ পান যে, গুলশান থানাধীন ৭৯নং রোডে

অবস্থিত হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে এবং সন্ত্রাসীদের নিক্ষেপিত গুলি ও গ্রেনেডে পুলিশের কিছু সদস্য আহত হয়েছে। সে সময় বেতার যন্ত্রে আরো শুনতে পান যে, ঘটনাস্থলে ডিসি, গুলশান উপস্থিত রয়েছেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানোর জন্য পুলিশ কন্ট্রোল র‍ুমে অনুরোধ করেছেন। তিনি ও বনানী থানার পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ড়) ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে জানতে পারেন যে, দুষ্কৃতকারীরা দেশি ও বিদেশী কিছু নাগরিককে জিম্মি করে রেখেছে। কিছুক্ষনের মধ্যে অতিরিক্ত ফোর্স ও ডি.এম.পি'র সোয়াত টিম ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ডিএমপি কমিশনার ও পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ঐ দিন রাত ২২.৩০ টার সময় ডিএমপি কমিশনার মহোদয়ের নেতৃত্বে তারা হোলি আর্টিসান বেকারীতে জিম্মিরত দেশি ও বিদেশী নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য হলি আর্টিসান বেকারীর মেইন গেটে গেলে পিছন থেকে পরপর দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরনের শব্দ পান। তার বাম পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একই সাথে তিনি দেখতে পান, বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন খান ও এসি রবিউল করিম আহত হয়ে পাশে পড়ে আছে। এরপর তারা আহতরা পাশের ভবনের গ্যারেজে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১০/১৫ মিনিট পর অতিরিক্ত ফোর্স এসে তাদেরকে উদ্ধার করে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে শুনতে পান যে, ওসি সালাউদ্দিন খান ও এসি রবিউল করিম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। ঘটনার পরদিন অর্থ্যাৎ ০২/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ জানতে পারেন যে, নব্য জেএমবির ৫/৬ জন সদস্য আগের রাত ২০.৩০ টার সময় দেশী ও বিদেশী ২০ জন নাগরিককে 'আল- াহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারীতে হত্যা করেছে। সেখানে ৩০ জন পুলিশ সদস্যও আহত হয়। হাসপাতালে তিন দিন চিকিৎসা গ্রহণ করে তিনি বাসায় ফিরে যান। তিনি আরো জানতে পারেন যে, পরের দিন সেনা কমান্ডো অভিযানে ৬ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি এস.আই পদে কর্মরত ছিলেন, পরে তিনি পদোন্নতি পেয়েছেন।

পি-ডাবি– উ-৪৮ এ.এস.আই, মোঃ লুৎফর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি আমেরিকান দুতাবাসের পাশে ডিউটিতে থাকাকালে রাত পৌনে ৯টার সময় গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে রাস্ড়ায় যান চলাচল বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষন পর একজন ইন্সপেক্টর এসে তাকে বলে যে, হোলি আর্টিসান বেকারীতে কিছু সন্ত্রাসী আক্রমন করেছে। ওসি সাহেব এর নির্দেশে তারা হোলি আর্টিসানের লেকপাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসীরা হোলি আর্টিসানের ভেতর থেকে তাদের দিকে গুলি করে, তারাও

আত্মরক্ষার জন্য গুলি করেন। তারা সারা রাত সেখানে অবস্থান করেন। পরের দিন সেনা কমান্ডোরা অভিযান চালালে হোলি আর্টিসানে সন্ত্রাসীরা মারা যায়। পরে শুনেছেন, হোলি আর্টিজানে ২০/২২ জন দেশি ও বিদেশী লোক মারা গিয়াছে।

হোলি আর্টিসানে আক্রমন হওয়ার কথা দারোগার কাছে বলেননি বা ভবনের বারান্দা থেকে গুলির কথা বলেননি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রসিকিউশনপক্ষ পি-ডাবি উ-৪৯ কং- মোঃ পলাশ মিয়াকে Tender ঘোষনা করলে ডিফেন্সপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৫০ কং- মোঃ খোরশেদ আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি গুলশান বিভাগের ভাটারা থানায় কর্মরত থাকাকালে ঐ দিন রাত ২০.৫০ টার সময় শুনতে পান, গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসীরা দেশি ও বিদেশী নাগরিককে জিম্মি করেছে। এরপর এসি আব্দুল- াহ এর নেতৃত্বে তারা ঘটনাস্থলের লেকপাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাত ২.৩০ টার সময় সন্ত্রাসীরা গুলি করলে এসি আব্দুল- াহ এর নেতৃত্বে তারাও গুলি করেন। পরের দিন সেনা কমান্ডো অভিযানে সন্ত্রাসীরা মারা যায়।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, তিনি হাতে লিখে দারোগার কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন।

প্রসিকিউশনপক্ষ পি-ডাবি– উ-৫১ কং- মোঃ মাহফুজুর রহমান কে Tender ঘোষনা করলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ-৫২ এ.ডি.সি, মোঃ সাহেদ মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.৪৫ টার সময় তিনি তার অফিসে থাকাকালে গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসীরা ঢুকছে এবং সন্ত্রাসীরা তাদের দিকে গুলি ছুড়ছে মর্মে এস.আই ফার"ক ওয়ারলেসে আরও ফোর্স পাঠানোর জন্য বলে- তারা হোলি আর্টিসান বেকারীর সামনে যান। তার সংগে ডিসি ছিল। তারপর ডি এম পি কমিশনার এসে তাদের ব্রিফিং করা অবস্থায় অনুমান ১০.৩০ টার দিকে সন্ত্রাসীরা তাদের দিকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন ও এসি রবিউল করিম আহত হয়ে হাসপাতালের পথে মারা যায়। তারপর ডিসি স্যার এর নির্দেশে তিনি হোলি আর্টিসানের উত্তর দিকে অবস্থান করেন। পরের দিন সকাল বেলা সেনা কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হলে সন্ত্রাসীরা মারা যায়। এ ঘটনায় দেশী, বিদেশী ও পুলিশ সহ মোট ২২ জন লোক মারা যায়।

উক্ত সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, কত প- াটুন পুলিশ ছিল, তা তিনি বলতে পারবেন না।

পি-ডাবি– উ-৫৩ এডিশনাল এস.পি আবু তাহের মোহাম্মদ আব্দুল- াহ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ভাটারা থানায় জোনাল এসি হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঐ দিন রাত পৌনে ৯টায় ওয়ারলেস সেটে জানতে পারেন যে, সন্ত্রাসীরা গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে আক্রমন করেছে। ওয়ারলেসে ডিসি'র নির্দেশে তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীর উত্তর পাশে লেকভিউ ক্লিনিকের কর্নারে ফোর্স সহ অবস্থান গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসীরা গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে এতে ওসি সালাউদ্দিন ও এসি রবিউল করিম নিহত হয়। পরের দিন সকালে কমান্ডো অভিযানে সন্ত্রাসীরা মারা যায়। এ ঘটনায় দেশি-বিদেশী ও পুলিশ সহ মোট ২২ জন মারা যায়।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, কত প- াটুন পুলিশ ছিল, তা তিনি বলতে পারবেন না।

পি-ডাবি– উ-৫৪ কং- অঞ্জন সরকার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ দুপুর দেড়টার দিকে তিনি নরডিক ক্লাবে ডিউটিতে যান। ঐদিন রাত ৯ টার দিকে একটি বিকট শব্দ শুনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। অফিসার ও ফোর্স আসলে তারা ঘটনাস্থলে যান। পরে সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করলে তারাও গুলি করেন, এতে দুজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়। সারারাত তারা সেখানে ছিলেন। সকাল ৬টার দিকে জিডি করে তারা মিরপুরে চলে যান।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি– উ- ৫৫ কং- মো: বাদশা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ঘটনার সময় তিনি উত্তরায় ছিলেন। ঐ দিন রাতে ফোর্স সহ রাত ১২ টায় হোলি আর্টিসান বেকারীর কাছে আসেন। এস.পি আব্দুল- াহ বলেন যে, সন্ত্রাসীরা হোলি আর্টিসান বেকারীতে দেশি-বিদেশী লোকদের জিম্মি করেছে এবং সন্ত্রাসীরা বের হলে তাদেরকে গুলি করতে বলেন। পরের দিন সকালে সেনা কমান্ডোর অভিযান চালানো হয়।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি– উ -৫৬ পুলিশ সুপার, আঃ আহাদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রোজ শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে অফিসে বসে শুনতে পান যে, গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসীরা ঢুকে গুলি করছে। এরপর ৫/৭ মিনিটের মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, হোলি আর্টিসান বেকারীর

মেইন গেইটে পুলিশের মোবাইল পার্টি অবস্থান করছে এবং সন্ত্রাসীরা ভিতরে গুলি করছে। সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ও গ্রেনেড ছোড়ে। ডিসি (গুলশান) মুশতাক এবং তিনি ঘটনাস্থলে একই গাড়িতে যান। তিনি ওয়ারলেস এর মাধ্যমে আশে পাশে পুলিশের মোবাইল পার্টি ও পেট্রোল পার্টিকে ডেকে নেন এবং তাদেরকে কর্ডনের দায়িত্ব দেন, যাতে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে না পারে। এ সময়ের মধ্যে ডিসি (গুলশান) মোবাইলের মাধ্যমে সকল সিনিয়র অফিসারদেরকে ঘটনা অবগত করেন। হোলি আর্টিসান বেকারীর মূল গেটের ১০/১৫ গজ দূরে পুলিশ কমিশনার যখন পুলিশ সদস্যদের ব্রিফিং করছিল, তখন সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিন ও ডিবি'র এসি রবিউল করিম মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তিনি সহ ৩০/৩২ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। তিনি মারাত্মকভাবে জখম প্রাপ্ত হন এবং তার দুইপায়ে ১০/১২ টি স্প্রিন্টার লাগে, যা এখনো তাকে কষ্ট দেয়। তার দুই পায়ে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। তার এক সহকর্মি অচেতন অবস্থায় তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং আহত অন্যান্য পুলিশ সদস্যদেরকেও ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর তিনি জানতে পারেন, ওসি সালাউদ্দন খান ও এ.সি রবিউল করিম মারা গেছে। তিনি ইউনাইটেড হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ২১ দিন চিকিৎসা শেষে পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে ও থাইল্যান্ডে সরকারীভাবে পাঠানো হয়। বর্তমানে ১০/১২ টি স্প্রিন্টার তার শরীরে আছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, I.O কে তিনি চেনেন এবং সে আজ আদালতে আছে। I.O এর কাছে লিখিতভাবে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি টাইপ করে নিজের স্বাক্ষরে I.O এর কাছে বক্তব্য দেন। I.O তার চিকিৎসার কাগজপত্র নেয়নি। ঘটনার পরে হোলি আর্টিজানের চারদিকে পুলিশ ছিল।

পি-ডাবি উ-৫৭ পুলিশ সুপার, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ৮.৩০ ঘটিকার সময় ফ্রান্সের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ফোনে তাকে জানায় What is Happening। এরপর শাহবাগের বাসা থেকে রওনা হয়ে তিনি রাত অনুমান ৯.৩০ টার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীর কাছে যান। তখন তিনি Diplomatic Zone এর ডিসি ছিলেন। ঘটনাস্থলে গুলশান জোনের ডিসি, এডিসি সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তিনি দেখতে পান। এরপরে ডিএমপি কমিশনার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসে এবং ডিএমপি কমিশনার পুলিশদেরকে ব্রিফিং দেয়। ব্রিফিংকালে হোলি আর্টিসানের ভিতর থেকে ১টি গ্রেনেড তাদের কাছে পড়ে, তাতে ওসি সালাউদ্দিন ও

এসি রবিউল মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে যায়। তার গায়েও রক্ত লাগে। তবে তার শরীরের রক্ত নয়। তিনি আহত হননি। পুলিশ কমিশনার সহ তারা ১টি ভবনের নীচে আশ্রয় নেন। ওসি সালাউদ্দিন ও এসি রবিউলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, I.O এর কাছে কোন্ তারিখে সাক্ষ্য দেন, তা তিনি বলতে পারবেন না।

পি-ডাবি উ-৫৮ পুলিশ পরিদর্শক, মাহবুব আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি মহাখালী পুলিশ বক্সে কর্মরত ছিলেন। ঐদিন রাত পৌনে ৯টার দিকে ওয়ারলেসে জানতে পারেন যে, হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। নির্দেশ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে চলে যান এবং হোলি আর্টিসান বেকারীর মূল গেটের বাহিরে অন্যান্য অফিসারের সংগে ছিলেন। রাত ১০.৩০ দিকে বিকট আওয়াজে ১টি বিস্ফোরন হলে তাতে বেশ কয়েকজন অফিসার আহত হয় এবং অন্যান্যরা ছুটাছুটি করতে থাকে। তিনি ও বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ড়) ওয়াহেদ মিলে আহত ওসি সালাউদ্দিনকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করে। অন্যান্য আহতদের দেখাশুনা করার জন্য তিনি হাসপাতালে থেকে যান।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৫৯ এ.ডি.সি, মোঃ ওবায়দুল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ Diplomatic Zone , গুলশান এ ADC হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন রাত ৯.৩০ টার সময় কন্ট্রোল র‍ুমের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, গুলশানস্থ ৭৯ নং রোডের হোলি আর্টিসান বেকারীতে কতিপয় সন্ত্রাসী ঢুকে গোলাগুলি করছে এবং বিদেশীদেরকে জিম্মি করে রেখেছে। গুলশান থানার একটি মোবাইল পার্টি ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে পুলিশের ২ জন সদস্য আহত হয়। এ খবর পেয়ে অনুমান ২০ মিনিট পর তিনি ঘটনাস্থলে পৌছে লেকভিউ ক্লিনিক ও ২০নং বাড়ীর সামনে অনেক পুলিশ সদস্যকে একত্রিত দেখতে পান। তখন পুলিশ কমিশনার পুলিশ সদস্যদের কর্ম পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। রাত ১০.৩০ সময় হোলি আর্টিসানের দিক হতে ১টি বিস্ফোরনের পর তার গায়ে এবং ডান পায়ে জ্বলছিল। তখন কয়েকজন পুলিশ সদস্য লুটিয়ে পড়ে এবং অনেক পুলিশ আহত হয়। তিনি দৌড়ে একটু দূরে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহতদের দ্র‍ুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নেয়া হয়। তিনি নিজে ইউনাইটেড হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ওসি সালাউদ্দিন খান ও এসি রবিউল করিম

মারাত্মক আহত ছিলেন। ওসি সালাউদ্দিনকে কিছুক্ষণ পর মৃত ঘোষনা করা হয় এবং তার কিছু পর এ.সি রবিউলকে মৃত ঘোষনা করা হয়। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হননি।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, গুলশান, বারিধারা ও বনানী এলাকায় কূটনীতিবিদদের তারা নিরাপত্তা দেন। গুলশান এলাকায় চেকপোষ্ট আছে। তিনি আই.ও এর কাছে বক্তব্য দিয়েছেন।

পি-ডাবি উ-৬০ এস.আই, মোঃ বিল- াল ভূঁইয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি বনানী থানায় A.S.I হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঐ দিন রাত ২০.৫০ টার সময় বেতার যন্ত্রে জানতে পারেন যে, হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে। ঘটনা শুনে রাত ২১.১৫ টার সময় তিনি ঘটনাস্থলে যান। ডিসি গুলশান, ডিএমপি কমিশনার সহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যদের সংগে থাকাবস্থায় ১টি গ্রেনেড বিস্ফোরন হলে এতে তিনি আহত হন। এরপর তার সহকর্মীরা তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাসায় চলে যান।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ-৬১ ডাঃ সৎ প্রকাশ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বারিধারা আবাসিক এলাকায় বসবাস করছেন। তিনি বর্তমানে প্রত্যয় নামে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মালিক ও পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। ১লা জুলাই, ২০১৬ রাত্র ৮.৩০ মিনিটে তিনি রাতের খাবারের জন্য হলি আর্টিসান বেকারীতে গেলে রাত্র পৌনে ৯টার দিকে বিকট শব্দ শুনতে পান এবং তিনি যেখানে বসেছিলেন তার পাশেই ১ জন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। তিনি আত্মরক্ষার জন্য পাশে গিয়ে বসে থাকেন। ১৫/২০ মিনিট পরে কয়েকজন সন্ত্রাসী এসে তাকে বের হতে বললে তিনি দু হাত উপর তুলে সামনে আসেন। সন্ত্রাসীরা অস্ত্রধারী ছিল। তাকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞাসা করে তিনি বাংলাদেশী কিনা? জবাবে তিনি বলেন বাংলাদেশী। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে এই জায়গা সেইভ না, ভিতরে গিয়ে বসেন। তার কোন সমস্যা হবে না। তিনি সারারাত হোলি আর্টিসানের ভিতরে গোলাগুলির শব্দ শুনেন। সকাল বেলা যখন পুলিশ তাদেরকে বের করে আনে, তখন হোলি আর্টিসানে অনেক লোকের লাশ দেখেন। তিনি বিগত ২৬/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি সেই জবানবন্দি ও তাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৩/ ৩৩(১)/ ৩৩(২)/ ৩৩/(৩)/ ৩৩(৪)/৩৩(৫)/ ৩৩(৬)/৩৩/(৭)/ ৩৩(৮) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি ২০০২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে আসেন। তার পরিবার বাংলাদেশে থাকেনা, তিনি একা থাকেন। তিনি ইংরেজীতে লিখতে পারেন। তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা নিয়ে এসেছিল। তিনি তদন্ড়কারী কর্মকর্তার কাছে Statement দিয়েছিলেন। I.O তাকে তার বক্তব্য লিখিত আকারে দিতে বলেছিল। তিনি লিখিত বক্তব্য দিয়েছিলেন। তাকে ম্যাজিস্ট্রেট ৩ ঘন্টার বেশি বসিয়ে রেখেছিল। তিনি বাংলা ও ইংরেজী MIX করে কথা বলছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজীতে লিখেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে এমন কোন প্রশ্ন করেননি যে তিনি লিখিত দিতে পারবেন না। ১৬৪ ধারার ফর্মের মধ্যে তার স্বাক্ষর আছে।

পি-ডাবি উ-৬২ মোঃ আসলাম হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি রিক্সা ড্রাইভার। বিগত ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি সি.এম.এইচ, এ যাত্রী নিয়ে যান। সেখানে এস আই নুর"্ল ইসলাম গুলশান হোলি আর্টিসানে নিহত MARCO TONDAL -এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে প্রস্তুত করলে ঐ রিপোর্টে তিনি স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী উক্ত সুরতহাল রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনীঃ ৯/৯(১)হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত ABINTA KABIR এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১০/১০(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত TARISHA JAIN এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১১/১১(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত HASHIMOTO SIDEKI এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে তৈরী করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১২/ (১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত ফারাজ হোসেন এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৩/১৩(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত OGASA WARA KOYO এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৪/১৪(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত VINCEUZO DALLES TRO এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৫/১৫(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত SIMINA RONTY এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে প্রস্ডুত করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৬/১৬(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত MARIA RIBOLI এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৭/১৭(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত OKAMURA MAKOTO এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে তৈরী করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৮/১৮(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত TANAKA HIROSHI এর সুরতহাল রিপোর্ট তার উপস্থিতিতে করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১৯/১৯(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, নিহত SAKAI YUKU এর সুরতহাল রিপোর্ট তার সামনে তৈরী করা হয় এবং এতে তার স্বাক্ষর আছে। এই সাক্ষী উক্ত রিপোর্ট ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-২০/২০(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পুনরায় বলেন যে, উপরোক্ত নিহত ব্যক্তি সহ আরো ১২ জন নিহতের সুরতহাল রিপোর্টের মধ্যে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত ১২টি সুরতহাল রিপোর্ট ও উহাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী- ২১/২১(১), ২২/২২(১),২৩/২৩(১), ২৪/২৪(১), ২৫/২৫(১), ২৬/২৬(১), ২৭/২৭(১), ২৮/২৮(১), ২৯/২৯(১), ৩০/৩০(১), ৩১/৩১(১), ৩২/৩২(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, তিনি যে ১২ জন নিহতের নাম বলেছেন, সেই ১২ জন নিহতের নাম আবার বলতে পারবেন না। ১২ জনের নাম পি.পি স্যার বলেছে। সবগুলো সুরতহালে তার স্বাক্ষর করতে ৫(পাঁচ) মিনিট সময় লাগে। তিনি লাশের কাছে ছিলেন না। তিনি সি.এম.এইচ এর ভিতরে সি.আই.ডি তে খাবারের জায়গায় বসে সুরতহালে স্বাক্ষর করেন। সুরতহালের কাগজে কোন লেখা ছিল না। যে দারোগা তার সুরতহাল রিপোর্টে সই নেয়, সেই দারোগা আজ আদালতে নেই।

উপরোক্ত প্রদর্শনীকৃত ২৪ টা সুরতহালের রিপোর্টে তার স্বাক্ষর নেই মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৬৩ মোঃ আল আমিন চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হোলি আর্টিসানের ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন দুপুর ১২ টার সময় তিনি কর্মস্থলে প্রবেশ করেন। রাত ৮.৪০/৮.৪৫ টার সময় ১ জন পিয়ন এসে তাকে বলে যে, হোলি আর্টিসান রেস্তোরার মাঠে গোলাগুলি হচ্ছে। তিনি নিজেও গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছেন। তিনি পিছনের ডিশওয়াশের কাছে গিয়ে দেখেন অনেক লোক দোতলায় উঠছে। তিনি দোতলায় উঠে ৫/৭ মিনিট দাড়ান এবং সেখানে নিরাপদ মনে না করে ছাদে উঠেন। এরপর জেকব নামে ১ জন শেফ সহ তিনি লাফ দিয়ে বের হয়ে পাশের বাসায় চলে যান। এরপর শেফকে পাশের বাড়ীর সিকিউরিটির লোকের কাছে রেখে তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীর সামনে গিয়ে হোটেল এর মালিককে দেখেন। পুলিশ তাকে ও মালিককে পাশের বাড়ীতে সারা রাত রাখে। সকাল ১০ টার দিকে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিলে তিনি বাসায় চলে যান। তিনি ঘটনার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট বক্তব্য দেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি ও এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৩৪ ও প্রদর্শনী-৩৪(১), ৩৪(২) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি লেখাপড়া জানেন। সেদিন মিরাজ হোসেন, মোঃ রাসেল ও তিনি ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আসেন।

পুলিশের শেখানো মতে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বক্তব্য দেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৬৪ মোঃ সুহিন খান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ রাত পৌনে ৯ টার সময় তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীর রান্নার কাজে থাকাকালে গোলাগুলির শব্দ শুনে দেখতে পান যে, হলের ভিতর দুজন লোক এলোপাথাড়ি ভাবে গোলাগুলি করছে। তখন তারা সবাই কিচেন থেকে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। তারা ৯ জন স্টাফ ছিলেন। রাত ২/২.৩০ টার সময় দুজন সন্ত্রাসী এসে তাদের বলল যে, তারা বের না হলে তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। এরপর তারা বের হয়ে আসলে, সন্ত্রাসীরা তাদেরকে হাত উচু করে দাড়িয়ে থাকতে বলে, তারপর তাদেরকে বাথরুমে ঢুকিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সকাল ৭.১০ ঘটিকার দিকে তাদের একজন স্টাফ এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল যে, সন্ত্রাসীরা তাদের ভিতরে যেতে বলছে। এরপর তিনি, দেলোয়ার, আকাশ, সমীর, রকিব ভিতরে গিয়ে সেখানে ৩ জনের কাছে ভারী অস্ত্র এবং অন্যদের কাছে ছুরি ও চাপাতি দেখতে পান। এছাড়া, রক্তাক্ত অবস্থায় অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। আইন শৃংখলা বাহিনী সকাল ৮.৩০ টার সময় তাদের উদ্ধার করে এবং জংগীরা মারা যায়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি দেন ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৩৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী জেরার বলেন যে, তারা ৩ জন ১২ টার দিকে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আসেন এবং ডিবি পুলিশ তাদেরকে নিয়ে আসে।

পি-ডাবি উ-৬৫ মোঃ রাশেদ সরকার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঘটনা। তিনি গাড়ীর ড্রাইভার এবং তার গাড়ীর নং- ঢাকা মেট্রো-ছ-৫৬-১০৬৪। ঐ দিন উক্ত গাড়ীতে করে ৪ জন জাপানী নাগরিককে তিনি বনানী থেকে গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীর গেটে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি পার্কিং করে বসেছিলেন। রাত পৌনে ৯ টার দিকে গোলাগুলি শুরু হলে গুলির শব্দ শুনে তারা Lake View Clinic এ অবস্থান নেন এবং রাতভর সেখানে ছিলেন। পর দিন বেলা ১২টার দিকে সেখান থেকে বের হয়ে যান। ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এই বিষয়ে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দি দেন এবং উহাতে ২টি স্বাক্ষর দেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৬ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, বাংলাদেশে তার স্থায়ী ঠিকানা আছে।

পি-ডাবি উ-৬৬ মোঃ ইমাম হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে Waiter হিসেবে কাজ করছিলেন। রাত ৮.৩০-৮.৪৫ এর সময় বেকারীতে তিনি কফি নিতে গেলে দুজন লোককে গুলি করতে করতে ভিতরে ঢুকতে দেখেন। তিনি, শাহরিয়ার, লিটন এবং জাপানী গেষ্ট সহ তারা বেকারীতে লুকিয়ে পড়েন। একজন সন্ত্রাসী পিছনের দরজায় লাথি মেরে ঢুকে তাদের জিজ্ঞেস করে তারা মুসলমান কিনা, জবাবে তারা বলেন মুসলমান। এরপর তাদেরকে নিয়ে হলর"মে বসায় এবং জাপানী নাগরিকদের গুলি করে মেরে ফেলে। তাদের পাশের টেবিলে ৬/৭ জন গেস্ট ছিল। রাত অনুমান ১১.৩০ টার সময় তাকে ১ জন সন্ত্রাসী বলল যে, হালাল খাবার কি আছে। তারপর তাকে নিয়ে বেকারী হতে পানি ও কেক নিয়ে আসে। একজন সন্ত্রাসী পালানোর জায়গা দেখানোর জন্য বললে, সে দোতলায় পিছনের জানালা এবং স্টাফের খাওয়ার জায়গা দেখান। একজন সন্ত্রাসী শিশির নামে একজন কর্মচারীকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাবার বানাতে বলে। সকাল ৬ টার দিকে সন্ত্রাসীরা হাসনাত করিমকে চাবি দিয়ে গেট খুলে দিতে বলে। তারপর হাসনাত করিম সহ অন্যদের বের হয়ে যেতে বললে, তারা গেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের কথায় তিনি বাথর"মে আটকানো লোকজনকে হলর"মে নিয়ে আসেন। তারা (সন্ত্রাসী) তাদের বলে যে, তারা কিছুক্ষনের মধ্যে লাশ হয়ে যাবে। এরপর তারা হলর"ম থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষন পর গোলাগুলি শুর" হলে তারা ভয়ে দোতালায় চলে যান। কমান্ডো অভিযানে সন্ত্রাসীরা মারা যায়। আইন শৃংখলা বাহিনী তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তিনি অনেক রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি এ বিষয়ে ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দি দেন, উহা প্রদর্শনী-৩৭ এবং উহাতে তার ৭টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩৭(১)-প্রদর্শনী ৩৭(৭) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, তিনি অনার্স ও মাষ্টার্স শেষ করেছেন।

পি-ডাবি উ-৬৭ মোঃ শাহরিয়ার আহমেদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে কফিম্যান এর দায়িত্বে ছিলেন। রাত ৮.৪০ ঘটিকায় তিনি গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখার জন্য বের হলে ভিতরে গোলাগুলি শুর" হয়ে যায়। তিনি ভয়ে গেট লাগিয়ে দেন। কফি র"মে তিনি, লিটন ও সবুজ আটকা পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর ১ জন জাপানি নাগরিক তাদের র"মে ঢুকে আশ্রয় নেয়। ১০/১৫ মিনিট পর এক জন সন্ত্রাসী গেট ভেংগে র"মে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে তারা মুসলমান কিনা। জবাবে তিনি বলেন তারা মুসলমান এবং এখানকার ষ্টাফ। উক্ত সন্ত্রাসী তাদেরকে মাঠে যাওয়ার জন্য বলে। তারা মাঠে যেতে চাইলে আরেক জন সন্ত্রাসী তাদেরকে

হল র‍ুমে বসতে বললে তারা হলর‍ুমে যান। জাপানি নাগরিককে তারা নিয়ে যায়। তারপর ১টি গুলির শুব্দ শুনেন। তার কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা ফোন নিয়ে যায় এবং হোলি আর্টিসানের Wifi এর Password নেয়। চিলর‍ুম থেকে শিশির নামে এক কর্মচারী ও একজন জাপানি নাগরিককে সন্ত্রাসীরা এনে জাপানী নাগরিককে মেরে ফেলে এবং শিশিরকে তাদের পাশে বসায়। এরপর শিশিরকে দিয়ে তারা রান্না করিয়ে রাতের খাবার খায় এবং তাদের পাশে বসা গেস্টদেরকে খাওয়ায়। বেকারীতে খাবার এনে তাদেরকে খেতে দেয়। সারা রাত তারা মাথা নত করে বসে থাকে। সকাল অনুমান ৬ টার দিকে হাসনাত করিম নামে ১ জনকে চাবি দিয়ে গেট খুলে দিতে বললে সে গেট খুলে দেয়। তারপর সন্ত্রাসীদের নির্দেশে হাসনাত করিম তার পরিবার নিয়ে বের হয়ে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে নামাজ কালাম পড়তে বলে হলর‍ুম থেকে বের হয়ে যায়। এরপর গোলাগুলি গুর‍ু হয়ে যায়। তিনি আর সমীর বাথর‍ুমে লুকিয়ে থাকেন। সেনাবাহিনী এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ঘটনার বিষয়ে ০৪/০৮/২০১৬ তারিখে জবানবন্দি দেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৩৮ এবং উহাতে তার ৮টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী ৩৮(১)-৩৮(৮) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।"

এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, দুপুর ১২ টার সময় তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট নিয়ে যায়। সেখানে ৩/৪ ঘন্টা ছিলেন। তিনি ইংরেজীতে স্বাক্ষর দেন।

পি-ডাবি উ-৬৮ কং-গোবিন্দ চন্দ্র মোহন্ড় তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ জিডি নং- ২৫৫ মূলে এসি ডিবির নেতৃত্বে শিবগঞ্জ থানার উদ্দেশ্যে রাত ৯.৪৫ টার সময় তিনি রওয়ানা হয়ে কিছুক্ষন বাজারে অবস্থান করেন। এরপর রাত ১২.১০ টার সময় তারা ১টি চেক পোষ্ট বসান এবং ২ জন ব্যক্তিকে হেটে আসতে দেখে সন্দেহ হলে তাদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। একজনের নাম হাদিসুর রহমান সাগর ও অন্যজন আকরাম খান নিলয়। হাদিসুর রহমান সাগর এর নিকট হতে ১টি মোবাইল সেট উদ্ধার করে এস.আই ফিরোজ তা জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করে। হাদিসুর রহমান সাগর আজ আদালতে আছে। জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী উক্ত জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী-৩৯ ও ৩৯(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মোবাইলটি আজ কোর্টে আছে, যা বস্তু প্রদর্শনী-II হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, জব্দ তালিকায় মামলা নম্বর নেই। আসামীকে পরের দিন আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা-তা জানেন না।

২১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ আসামী হাদিসুর রহমানকে তারা গ্রেফতার করেনি বা আসামীকে তার আগে গ্রেফতার করা হয়েছে বা জব্দকৃত মোবাইলটি আসামীর নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-৬৯ মোঃ তাহরীম কাদেরী তার জবানবন্দিতে বলে যে, সে ক্লাস এইট পর্যন্ড় মাইলস্টোন স্কুলে পড়ালেখা করেছে। তার বাবা-মা ও তারা দুই ভাই সহ তাদের পরিবারে তারা ৪ জন। ২০১৪ সালে তার আব্বু-আম্মু হজ্ব করে, তখন থেকেই তারা ধার্মিক। তখন থেকে তারা লাইফ স্কুলের নীচে ফজরের নামাজ পড়ত। সেখানে মুসা আংকেল ও জাহিদ আংকেল তাদের সংগে নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর আব্বু তাকে ও তার ভাইকে নিয়ে উত্তরায় তাদের বাসায় দিয়ে মুসা আংকেল ও জাহিদ আংকেল এর সংগে জগিং এ বের হতেন। এরূপভাবে কয়েক দিন থাকার পর আব্বু আম্মুকে জিজ্ঞাস করে হিজরত করবে কিনা? প্রথমে আম্মু হিজরত করবেনা বলে সরাসরি আব্বুকে বলে দেয়। কয়েক দিন পর আম্মু হিজরত করবে বলে রাজী হয়। এক দিন আব্বু তাকে ও তার ভাইকে জিজ্ঞেস করে, এমন জায়গায় যাবে যেখানে কিনা থাকা-খাওয়ার কষ্ট হতে পারে, স্কুল নাও থাকতে পারে এবং খেলার মাঠ নাও থাকতে পারে, তোমরা যদি যাও তাহলে আল- াহ খুশী হবে। একদিন জাহিদ আংকেল, র‍্যাশ আংকেলকে নিয়ে বাসায় আসে। আব্বু, জাহিদ আংকেল ও র‍্যাশ আংকেল একসংগে আলোচনা করে। সে ও তার ভাই অন্য র ুমে ছিল। কিছুক্ষন পর জাহিদ আংকেল ও র‍্যাশ আংকেল চলে যায়। একদিন আব্বু তাদের সবাইকে বলে বায়াত করতে হবে। বায়াত মানে খলিফার কাছে শপথ করা। একদিন আব্বু, আম্মু ও তাদের ২ ভাইকে হিজরতে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে বললে তারা ব্যাগ গোছায়। হিজরতে যাওয়ার আগের দিন দাদা-দাদু ও সকল আত্মীয় স্বজনকে বলে তারা মালয়েশিয়া যাচ্ছে। তারা পরিবারের সবাই মিলে মিরপুরের পল- বীতে আরিফাবাদে ১টি ভাড়া বাসায় উঠে। তাদের হিজরত করার আগে জাহিদ আংকেল ও মুসা আংকেল হিজরত করে, তবে কোথায় করে তা সে জানত না। পল– বীর বাসায় একদিন র‍্যাশ আংকেল, চকলেট আংকেলকে নিয়ে আসে। তারা তাদের বাসায় এসে দাবিক নামে ম্যাগাজিনের সফট কপি তাদের দিয়ে যেত। মুসা আংকেল তাদের বাসায় এসে ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞান পড়াতো। একদিন র‍্যাশ আংকেল ও চকলেট আংকেল আব্বুকে বসুন্ধরায় বাসা নেয়ার জন্য বলে। র‍্যাশ আংকেল ও চকলেট আংকেল বসুন্ধরায় বাসা দেখে এসে বলে যে, অমুক তারিখ বাসায় উঠতে হবে। তারপর একদিন তারা সবাই মালপত্র নিযে বসুন্ধরার বাসায় উঠে। কয়েকদিন যাওয়ার পর একদিন চকলেট আংকেল প্রথমে তিনজন ও পরে ২

জনকে তাদের বাসায় নিয়ে আসে। তাদের সাংগঠনিক নাম ছিল সাদ, মামুন, শুভ, ওমর ও আরিফ। ৩/৪ দিন পর চকলেট আংকেল আরো ৩ জনকে নিয়ে আসে। তাদের নাম ছিল তামিম, মারজান ও রাজীব গান্ধী। তামিম আংকেলকে তারা ব্যাটম্যান আর রাজীব গান্ধীকে জাহাংগীর নামে চিনত। জাহাংগীর আংকেল তার স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে আসে। তামিম, মারজান, সাদ,মামুন, শুভ, আরিফ, ওমর থাকত তাদের বাসার সবচেয়ে বড় র‍ুমে। জাহাঙ্গীর আংকেল থাকত এক র‍ুমে। জাহাঙ্গীর আংকেল এর স্ত্রী ও আম্মু থাকত এক র‍ুমে। সে ও তার বাবা ও ভাই থাকতো ড্রয়িংর‍ুমে। তামিম সহ ৭ জন যে র‍ুমে থাকত, সে র‍ুমে অন্যদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। সে, তার ভাই ও বাবা শুধুমাত্র তামিমদের র‍ুমে খাবার দিয়ে আসত। মাঝে মাঝে তামিম আব্বুকে ডেকে নিয়ে কথা বলত।

একদিন চকলেট আংকেল ৫টি ব্যাগ বাসায় নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে তামিমদের র‍ুমে ব্যাগ গুলো নিয়ে যায়। একদিন ৫ জনের মধ্যে ২ জন রেকি করতে যায়। তারপর সবাই গিয়ে রেকি করে আসে। একদিন চকলেট আংকেল, সরোয়ার নামে একজনকে বাসায় নিয়ে আসে। তারপর সবাই আলোচনা করে। সরোয়ার আংকেল চলে যায়। তারপর একদিন তামিম আংকেল, চকলেট আংকেলকে সাদ-মামুনদের জন্য ৫ সেট ড্রেস নিয়ে আসতে বলে। ২/৩ দিন পর পরিবার নিয়ে জাহাঙ্গীর আংকেল চলে যায়। একদিন ইফতারের সময় ইফতার দিতে গিয়ে সে দেখে ওমর বা আরিফ সিরিজ কাগজ দিয়ে চাপাতি ধার দিচ্ছে। আব্বু জিজ্ঞেস করায় তারা বলল যে, অপারেশন করার জন্য ধার দিচ্ছে। কয়েকদিন পর প্রথমে তিন জন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। একই দিনে কিছুক্ষন পর বাকী ২ জন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলে যে, জান্নাতে গিয়ে দেখা হবে ইনশাল- াহ। তারপর তামিম ও চকলেট আংকেল বের হয়ে যায়। বের হওয়ার সময় তারা আব্বুকে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি বাসাটি ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে। তারপর আব্বু তাদেরকে বলে ব্যাগ গুছিয়ে রেডি হও, সে ট্যাক্সি নিয়ে আসে। আব্বু ক্যাব নিয়ে আসলে তারা বাসা ছেড়ে দেয়। তারা পুনরায় পল- বীতে ফরিদাবাদের বাসায় চলে যায়। যাওয়ার সময় তামিম আংকেল আব্বুকে বলে যে, বড় একটি অপারেশন হবে। দোয়া করবেন। আব্বু BD News 24 এ খবর দেখে। তখন আব্বু খবরের হেড লাইনে দেখে যে, গুলশান হোলি আর্টিসানে ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। পরের দিন সকাল বেলা আব্বু আবার খবরে দেখে যে, যারা অপারেশন করেছে তারা মৃত। কয়েকদিন পর র‍্যাশ আংকেল তাদের বাসায় এসে র‍ুপনগরের আরেকটি বাসায় যেতে বলে। তারপর তারা র‍ুপনগরের ঐ বাসায় শিফ্‌ট হয়। ওখানে কয়েকদিন থাকার পর র‍্যাশ আংকেল আব্বুকে আজিমপুরে

বাসা ভাড়া নিতে বলে। র‍ূপনগরে থাকাকালীন তার ভাইকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। কোথায় পাঠায়, আব্বু সহ তারা কেউ জানত না। একদিন আজিমপুরে ২ জন মহিলা বাচ্চা সহ আসে। ঐ বাসায় সম্ভবত মারজান ও জাহাংগীরের স্ত্রী আসে। জাহিদ আংকেল তার স্ত্রীকে তাদের বাসায় দিয়ে র‍ূপনগরের বাসায় যায়, সেখানে পুলিশ অভিযানে সে নিহত হয়। কয়েকদিন পর পুলিশ আজিমপুরের বাসায় অভিযান চালায়। সেখানে সে (পি. ডাবি উ-৬৯) ধরা পরে এবং অন্যারা আহত হয়, তার আব্বু মারা যায়। সে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে থাকাবস্থায় জানতে পারে যে, আরেক অভিযানে তার ভাই মারা গেছে। র‍্যাশ আংকেল আজ আদালতে আছে, যার আসল নাম আসলাম হোসেন। রাজীব গান্ধী যার আসল নাম জাহাংগীর আজ আদালতে আছে। ২৭/৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট সে জবানবন্দি দিয়েছে। উক্ত জবানবন্দি প্রদর্শনী-৪০ এবং জবানবন্দিতে তার ৪টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৪০(১) হতে প্রদর্শনী-৪০(৪) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী আসামী মোঃ আসলাম হোসেন, রাকিবুল হাসান রিগ্যান ও শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলে যে, লালবাগ থানার মামলা নং-৮ তারিখ ১১/০৯/২০১৬ খ্রিঃ সে ও তার মা আসামী। সেই মামলায় তার মা আবেদাতুল ফাতেমা জেল হাজতে আছে। সেই মামলায় তার বির‍ুদ্ধে পুলিশ চার্জশীট দিয়েছে। সেই মামলায় তাকে রিমান্ডে নেয় এবং ০২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। সম্ভবত আশকোনায় তার ভাই মারা যায়। এই মামলায় জবানবন্দি দেওয়ার সময় সে জামিনে ছিল। তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নেয়ার আগে ডিবি অফিসে নিয়ে আসে। তাকে ডিবি অফিসে তিন দিন রাখা হয়।

আসামী সবুর খান ও মামুনুর রশিদ এর পক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

এই সাক্ষী আসামী জাহাংগীর ও হাদিসুর রহমান এর পক্ষে জেরায় বলে যে, বসুন্ধরার বাসায় সে জাহাংগীরকে দেখেছে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ। তার কোন রোগ নেই। ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তাকে ডিবি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিয়ে আসে। তার সংগে ৩/৪ জন ডিবি পুলিশ ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে জবানবন্দি দেয়ার জন্য ডিবি পুলিশ তাকে মানসিক নির্যাতন করেনি। দুপুর ১২টার সময় তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট নিয়ে আসে। বিকাল ৩টা/৩.৩০ পর্যন্ত সে ম্যাজিস্ট্রেট এর র‍ুমে ছিল। তাকে কোর্টে কোন খাবার দেয়া হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এর প্রশ্নের জবাবে সে তার বয়স ১৪ বছর বলেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জাহাংগীর এর নাম বলেনি বা পি পি ও I.O এর কথা মতো মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেছে।

আসামী মিজানুর রহমান এর পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

আসলাম হোসেন কখনো তাদের বাসায় যায়নি বা আসলাম হোসেনকে কখনো তার বাবার সাথে আলাপ করেতে সে দেখেনি বা আসলাম হোসেন কখনো তার বাবাকে বাসা পরিবর্তনের পরামর্শ দেয় নি বা I.O এর প্রভাবে টিভি ফুটেজ দেখে সে আসামী আসলাম হোসেনকে সনাক্ত করেছে বা পুলিশের ভয়ে সে আসামী আসলাম হোসেনের বির"দ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেছে।

পি-ডাবি উ-৭০ ফাইর"জ মালিহা তার জবানবান্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮ টার সময় তিনি, তারানা এবং তাহমিদ আইসক্রীম খাওয়ার জন্য হোলি আর্টিসান বেকারীতে গিয়ে তারা রেস্টুরেন্ট এর বাহিরে ১টি শেড এর নীচে বসে আইসক্রীম খেতে থাকেন। রাত ৮.৩০ টার সময় তারা কিছু ছেলেদের রেস্টুরেন্ট এর ভিতর ঢুকতে দেখেন। তাদের সবার হাতে বন্দুক ও কাঁধে ব্যাগ ছিল। তাদের সামনে যারা বসা ছিল, ছেলেরা তাদের গুলি করে। তারপর তাদের কাছে আসে। লম্বা ১ জন জংগী তাদের গুলি করতে চাইলে তারা বাংলায় চিৎকার করে উঠেন। তারপর সন্ত্রাসীরা তাদের জিজ্ঞাসা করে, তারা বাংগালী ও মুসলিম কিনা। তারা বাংগালী ও মুসলিম বলায় একজন সন্ত্রাসী বলে যে, ভয়ের কিছু নেই, তারা বাংগালীদের ও মুসলিমদেরকে মারবে না। পরে পত্রিকায় দেখে জানতে পারেন, সে নিবরাস ছিল। গুলি না করায় বাহিরের বাগানে তারা ৩ জন ১৫/২০ মিনিট লুকিয়ে থাকেন। ভিতরে কিছু জংগী ছিল এবং বাহিরেও জংগী ছিল। জংগী নিবরাস ১৫/২০ মিনিট পর বলল তাদের ভিতরে যেতে হবে, ভিতরে অনেক লোক আছে, তাদের ভয় নেই। তারা রেস্টুরেন্ট এর ভিতরে গিয়ে প্রানভয়ে চেয়ারে না বসে টেবিলের নীচে বসেন। তাদের সামনে দুজন বিদেশীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জংগী নিবরাস তাদেরকে টেবিলের নীচ থেকে এসে চেয়ারে বসতে বলে। তাদের পাশে দুইটি বাচ্চা, ১ জন হিজাব পরা মহিলা এবং তাদের সামনে ২ জন ভদ্রলোক বসা ছিল। মোট তারা ৮ জন ১টি টেবিলে বসা ছিলেন। তাদের পাশে ১টি টেবিলে ৩/৪ জন ছিল। তারা দুই টেবিলে বসা সবাই জিম্মি ছিলেন। কিছুক্ষন পর জংগী নিবরাস আর রোহান তাদেরকে বলল, তারা ঠিক আছে এবং কোথায় আছে তা যেন তারা তাদের পরিবারকে টেলিফোনে করে জানায়। সবার পরিবারকে ফোন করা শেষে নিবরাস তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা এবং আইএস এর উপর তথ্য দেয়। তারা রেস্টুরেন্টে ওয়াইন ও কিছু বোতল ভাঙ্গচুর করে। তারা লাশ চেক করে কেউ প্রানে বেঁচে আছে কি না। তাদের এসব কাজ করতে ৯.৩০ টা কিংবা ১০ টা বেজে যায়। তাদের ফোন ব্যবহার করে অন্যদের সংগে যোগাযোগ এবং খবর চেক করে। রাত ১২.৩০ টা কিংবা

১ টার সময় সন্ত্রাসীরা রেস্টুরেন্ট এর লাইট বন্ধ করে দেয়। বাহির থেকে পুলিশের গুলির আওয়াজ তারা শুনতে পান। ২ জন জংগী নীচে তাদের গার্ড দিচ্ছিল। সন্ত্রাসীরা উপরে নীচে আসা যাওয়া করছিল ও বাহিরের সংগে ম্যাসেজ লেনদেন করছিল। তারা খাবার ও পানি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করছিল এবং তাদেরকে ওয়াশর"ম ব্যবহার করতে দিয়েছিল। রাত ৩টার দিকে ১টি র"ম থেকে রোহান একজন বাংগালী শেফকে বাইরে আসতে বলে এবং সে বের হলে রোহান ঐ র"মে একজন জাপানীকে গুলি করে মারে। রাত ৪ টার দিকে তাদের পেছনে থাকা লাশের মধ্যে একজন আওয়াজ করলে রোহান তাকে কুপিয়ে মারে। সন্ত্রাসীরা শেফ দিয়ে রান্না করে তাদের সেহরী খেতে দেয়। সূর্য উঠছিল এমন সময় রোহান (সন্ত্রাসী) উপর থেকে নীচে নেমে আসে। সে হাসনাত করিম ও তাহমিদকে তার সংগে যেতে বলে। রোহান, তাহমিদকে তার বন্দুক ধরতে বলে, তাহমিদ প্রথমে নিতে চায়নি। তারপর তাহমিদ বন্দুক নেয়। রোহান, হাসনাত ও তাহমিদ উপরে চলে যায় এবং ১৫/২০ মিনিট পর তারা নীচে নেমে আসে। তারপর আবারও তারা মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তারপর সব জংগীরা নীচে নেমে আসে। দুজন জংগী ব্যাগ খুলে টেবিলের উপর বন্দুক ও বোমা রাখে। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে জংগীরা সব গুছিয়ে নেয়। রোহান, হাসনাত করিমকে ১টি চাবি দিয়ে বাগানের ১টি গেট খুলে আসতে বলে। হাসনাত করিম গেট খুলে ভিতরে আসার পর জংগীরা তাদের ফোন ফেরত দেয়। তারা প্রথমে মহিলাদের এবং পরে পুর"ষদের পৌনে ৭টার দিকে বের হয়ে যেতে বলে। বের হওয়ার সময় জংগী নিবরাস ও রোহান বলে, জান্নাতে দেখা হবে। তাদের পিছনে তানভীর ও সৎ প্রকাশ বের হয়ে আসার পর রাস্ড়ায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী দেখতে পান। এই বিষয়ে তিনি বর্ণনা করে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ১৪/৮/১৬ খ্রিঃ জবানবন্দি দিয়েছেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং উহাতে তার ৫টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৪১ ও ৪১(১) হতে প্রদর্শনী-৪১(৫) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষীকে আসামীপক্ষে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৭১ আলম চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তার মামীর ১টি ফ্ল্যাট বসুন্ধরায় ছিল, তুহিন নামে ১ ম্যানেজার থাকত। তুহিনকে বললেন ফ্ল্যাট খালি আছে, কোন ভাড়াটিয়া আসলে তাকে ফোন দিতে। ভাড়াটিয়া আসলে এবং তুহিন তাকে ফোন দিলে তিনি বসুন্ধরায় যান। বসুন্ধরায় গিয়ে করিম নামে একজনকে ফ্ল্যাটটি দেখান। তুহিন ম্যানেজারের র"মে করিম এবং করিমের সংগে থাকা ১ জন লোক সহ বসেছিল। ৪০ হাজার টাকা অগ্রীম এবং ২২ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ার সিদ্ধান্ড় হয়। ৪০ হাজার টাকা দেয় এবং ৪ হাজার টাকা পরে দিবে বলে জানায়। তুহিনের কাছে বাসার চাবি দিয়ে সে ওঠার সময় ৪

হাজার টাকা এবং কাগজপত্র দিবে বলে জানায়। তিনি আসার ৩ দিন পর তারা বাসায় উঠে বলে তুহিন ফোনে তাকে জানায়। বিলের কথা জানতে চাইলে পরে দিবে বলে তুহিন তাকে জানায়। ১৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট তিনি জবানবন্দি দেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি এবং উহাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-৪২, ৪২(১) এবং ৪২(২) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭২ পুলিশ পরিদর্শক, প্রশান্ড় কুমার দেবনাথ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি সি.আই.ডি'র ক্রাইম সিন ইউনিটে কর্মরত থাকাকালীন গত ইং ২/৭/১৬ তারিখে জিডি নং ২৫ মোতাবেক গুলশানের হোলি আর্টিসান রেস্ড়োরায় জংগী কর্তৃক হামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংগীয় এ.এস.পি আঃ সালাম, পুলিশ পরিদর্শক আঃ রহিম, এস.আই জনাব ইয়ার আলী, এ.এস.আই আমিনুল ইসলাম, কনস্টেবল গোবিন্দ সহ বেলা ১০.২৫ টার সময় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সহ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা ১১.১০ টার সময় হোলি আর্টিসানের সামনে উপস্থিত হলে সেখানে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, বিজিবি, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল কর্ডন করে রেখেছে দেখতে পান। উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তারা হোলি আর্টিসানের ভিতরে প্রবেশ করে রেস্ড়োরার লনে ৫ জন জঙ্গির মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহের পাশে ৩টি এ.কে ২২ রাইফেল, ৫টি পিস্ড়ল এবং অসংখ্য গুলি এবং গুলির খোসা দেখতে পান। সাইফুল ইসলাম চোকদারের মৃতদেহ একটু দুরে পড়েছিল। তারপর মূল রেস্ড়োরায় প্রবেশ করে ১টি র‍ুমে ২০ জনের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তাদের প্রত্যেকের গায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও গুলির চিহ্ন দেখতে পান। লাশগুলো মাঠে এনে লাইন দিয়ে শোয়ান। তিনি সহ তার সহকর্মীরা প্রত্যেকটি মৃতদেহের ১০ আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ করেন। সকল লাশের নাম্বারিং করে সম্বিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রেরন করেন। পরবর্তীতে গুলশান থানা পুলিশকে হোলি আর্টিসান রেস্ড়োরা হতে যাবতীয় আলামত সরিয়ে ফেলতে সহায়তা করেন। এরপর ডিসি গুলশান এর নিকট ঘটনাস্থল বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭৩ এ.এস.আই, মোঃ নিজাম উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে কাউন্টার টেরোরজিম ইউনিটে কর্মরত থাকাবস্থায় তদন্ড়কারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক হুমায়ুন কবীর তাকে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টার হতে কনস্টেবল

মাজাহারকে নিয়ে ১টি সিডি আনতে বলেন এবং কথামত তিনি কনস্টেবল মাহাজরকে নিয়ে সিডি এনে পুলিশ পরিদর্শক হুমায়ুন করীর সাহেবকে দেন, যা জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৪৩ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর ৪৩(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী আসামী মিজানুর রহমান, হাদিসুর রহমান, জাহাংগীর, মামুনুর রশিদ, আঃ সবুর এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, কোন্ মামলার সিডি তা তিনি বলতে পারবেন না। তাকে সিডি নেয়ার জন্য লিখিত অনুমতি দেয়নি।

আসামী আসলাম, রকিবুল হাসান, রিগেন ও শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৭৪ কং- মোঃ মোজহার আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৩(২) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৭৫ সহকারী কমিশনার, মোঃ সিরাজুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাত্র অনুমান পৌনে ৯টার সময় অজ্ঞাতনামা টেলিফোনে সংবাদ পান যে, হোলি আর্টিসান বেকারীতে গোলাগুলি হচ্ছে। এরপর তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি বেতার যোগে গুলশান এলাকার পুলিশ অফিসারকে হোলি আর্টিসান বেকারীতে ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেন এবং গুলশান এলাকার সকল অফিসারকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। তার বডিগার্ড অনিক সহ তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হোলি আর্টিসানের সামনে সংযোগ সড়কে তিনি এস.আই ফারুককে আহত অবস্থায় দেখতে পান। গুলশান ফাড়ির এস.আই রাকিব সহ তারা সামনের দিকে অগ্রসর হন। সংগে দুজন ব্যাটালিয়ন কনস্টেবল ছিল। তখন হোলি আর্টিসান বেকারী হতে গ্রেনেড ও গুলির শব্দ শোনা যায়। এস.আই খালিদ, রাকিব ও কনস্টেবল মানিক সহ অন্য কনস্টেবলরা আত্মরক্ষার্থে গুলি করে। ঘটনার বিষয়ে অবলোকন করার জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী ভবনের ছাদে যান। জংগীরা আল াহু আকবর বলে ধ্বনি দিচ্ছিল এবং গ্রেনেড ও গুলি করছিল। তখন ডিসি (গুলশান) পুলিশ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রে অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানোর জন্য বেতার বার্তা দেন। ডিসি গুলশান, এ সি গুলশান ও অন্য ডিসিরা এবং পুলিশ কমিশনার সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হোলি আর্টিসান এর গেট সংলগ্ন বাইরে যখন পুলিশ কমিশনার তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং করছিল, তখন জঙ্গিরা ভিতর হতে পুলিশ এর উপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায় এবং গুলি করে। সেই গ্রেনেড বিস্ফোরনের স্প্রিন্টারে তিনি দুই পা ও বাম হাতে আঘাত পান। এখনো

তার দুই পায়ে গ্রেনেড এর স্প্রিন্টার আছে। ওই সময় এস.আই খালিদ, রাকিব, কনস্টেবল মানিক গুর"তর জখম প্রাপ্ত হয়। তার সামনে তিনি বনানী থানার ওসি সালাউদ্দিনকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সহকারী কমিশনার রবিউল করিমকে তিনি তার বাম পাশে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এস.আই মাহবুব তার গেঞ্জি ছিড়ে রক্তপাত বন্ধের জন্য তার দুই পায়ে বেঁধে দেয়। তারপর তিনি জ্ঞান হারান। প্রথমে তিনি ইউনাইটেড হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরে তিনি পুলিশ হাসপাতাল ও সি.এম.এইচে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরে তিনি জেনেছেন ওসি সালাউদ্দিন খান ও এসি রবিউল করিম মারা গেছে।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭৬ এস. আই, সুজন কুন্ড তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ সন্ধ্যার পরে ডিসি জাহাংগীর হাসানের নেতৃত্বে অন্যান্য টিম এবং তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। হোলি আর্টিসান বেকারীর গেটে আসলে জংগীরা তাদের উদ্দেশ্যে গ্রেনেড ছোড়ে এবং গুলি করে। তারাও আত্মরক্ষার্থে গুলি ছোড়েন। জংগীদের গ্রেনেডের আঘাতে তিনি আহত হয়ে পড়ে যান। তার সংগীয় ফোর্স তাকে উদ্ধার করে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করে। তিনি সিএমএইচ ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি হাত, পা, পেট ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন।

এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষ জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭৭ এ.এস.আই, মোঃ নুর"জ্জামান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি সোয়াত টিমে কর্মরত ছিলেন। সহকারি পুলিশ কমিশনার জাহাংগীর হাসানের নেতৃত্বে তিনি গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে যান। হোলি আর্টিসান বেকারীর গেট এর কাছে গেলে ২/৩ মিনিটের মধ্যে তাদের উপর জংগীরা গ্রেনেড ছোড়ে এবং তিনি আহত হয়ে পড়ে যান, তার শরীরে ৯টি স্প্রিন্টার ঢুকে। তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ১১ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি সি.এম.এইচে ৩ মাস চিকিৎসা নেন এবং রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে তিনি ১ মাস ছিলেন।

এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষ জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭৮, পুলিশ পরিদর্শক, খাঁন নূর"ল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি এস.আই হিসেবে গুলশান থানায় কর্মরত ছিলেন। ঐদিন রাত ২০.৪৫ টার সময় হোলি আর্টিসান বেকারীতে জংগীরা ২ জন পুলিশ

অফিসার এবং দেশী/বিদেশী ২০ জনকে হত্যা করে। সেনা কমান্ডো অভিযানে ৫ জংগী নিহত হয়। ইটালিয়ান নাগরিক মার্কো টন্ডান এর সুরতহাল প্রতিবেদন তিনি তৈরী করেন। মার্কো টন্ডান এর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪৪ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯(২) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ওগাসা ওরাকো, নদিয়া বিন সুইটি, ক্রিস্টিন রসি এবং অজ্ঞাত ৩ জনের সুরতহাল প্রতিবেদন তিনি তৈরী করেন যা, যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৫, প্রদর্শনী-৪৬, প্রদর্শনী-৪৭, প্রদর্শনী-৪৮, প্রদর্শনী-৪৯, প্রদর্শনী-৫০ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৪৫(১), প্রদর্শনী-৪৬(১), প্রদর্শনী-৪৭(১), প্রদর্শনী-৪৮(১),প্রদর্শনী-৪৯(১), প্রদর্শনী-৫০(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষ জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-৭৯, এস.আই, আশরাফুল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটে কর্মরত থাকাবস্থায় ০৬/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ এডিসি মান্নান এর নেতৃত্বে তিনি ও অন্যান্য ফোর্স হোলি আর্টিসান বেকারী মামলার আসামী গ্রেফতারের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জে রাত অনুমান ৮ টার সময়ে পৌঁছেন। সোর্সের তথ্য অনুযায়ী ৭/৭/১৭ খ্রিঃ দিবাগত রাত ১২ টার সময় মিকান্ধ থানাধীন ফজলুর আম বাগানের পাশে পুকুর পাড়ে তারা অবস্থান গ্রহন করে। রাত ২ টায় সোর্স জানায় যে, আসামী সবুর খান আম বাগানের ভিতরে অবস্থান করছে। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন লোক পালানোর চেষ্টা করলে তারা তাকে রাত ২.৪০ টার সময় ধৃত করেন। জিজ্ঞাসাবাদে সে তার নাম সবুর খান বলে জানায়। তারপর তাকে গ্রেফতার করে তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

এই সাক্ষী তার জেরার বলেন যে, আঃ সবুর খানকে সিসি মূলে গ্রেফতারে যান। ৫৭নং জিডি মূলে তারা আসামীকে গ্রেফতারে যান। ড্রাইভার ছাড়া তারা ৫ জন ছিলেন। সকাল ১০ টায় কাউন্টার টেরোরিজম অফিস হতে তারা রওয়ানা হন। আশে পাশে তেমন লোক ছিল না। সবুর খান এর স্থায়ী নিবাস কুষ্টিয়া। এই আসামী কোথায় থাকে তা তিনি বলতে পারবেন না। চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসামী কি কাজ করত, তা তিনি জানেন না। অত্র মামলার এজাহার সম্পর্কে তার কোন ধারনা নেই।

০৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকাধীন শ্বশুর বাড়ী হতে ভায়রার বাড়ীতে যাওয়ার পথে তারা আ: সবুর খানকে গ্রেফতার করে বা ০৬/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারা কথিত মতে বর্ণিত এলাকা হতে আসামী সবুর খানকে গ্রেফতার করেনি বা আসামীকে দুই মাস অবৈধভাবে আটক রেখে ০৬/০৭/২০১৭ খ্রিঃ গ্রেফতার দেখিয়েছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রসিকিউশনপক্ষে পি-ডাবি উ-৮০,পুলিশ পরিদর্শক, মোঃ শহিদুল- াহ, পি-ডাবি– উ -৮১, পুলিশ পরিদর্শক আঃ রহিম, পি-ডাবি– উ -৮২, এস.আই নাসির উদ্দিন, পি-ডাবি– উ -৮৩, এ.এস.আই গোবিন্দ দাস ও পি-ডাবি– উ -৮৪, এ.এস.আই মোঃ আমিনুল ইসলামকে রাষ্টপক্ষ হতে Tender করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৮৫, পুলিশ পরিদর্শক, হুমায়ুন কবির তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ ১৩.১৫ ঘটিকা থেকে ২০.২০ ঘটিকা পর্যন্ড় তিনি হোলি অ আর্টিসানের ভিতরে সিআইডির ক্রাইম সিন কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৩টি আইফোন, ১টি ল্যাপটপ, ১টি Oppo ফোনসেট, পাসপোর্ট, টাকা, ফোনসেট ইত্যাদি মোট ২৫টি আইটেম জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৫১ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫১/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত ২৫টি আলামত আজ কোর্টে আছে, যা বস্তু-III সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী আসামী হাদিসুর রহমান, মোঃ আঃ সবুর খান, মিজানুর রহমান, মোঃ জাহাংগীর হোসেন, মামুনুর রশিদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, ঘটনাস্থলে তিনি জব্দ তালিকা তৈরী করেন এবং আলামত উদ্ধারের সময় তিনি ছিলেন।

এই সাক্ষী আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, যেদিন মালামাল জব্দ করা হয়, সেদিন Finger print নেয়া হয়েছে কিনা তা তিনি জানেননা। এই বিষয়ে I.O তাকে কিছু বলেনি।

এই সাক্ষীকে আসামী রাকিবুল হাসান ও আসলাম হোসেন এর পক্ষে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৮৬, এস.আই, মোঃ জয়নুল আবেদীন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ ১৩.১৫ ঘটিকা হতে ২০.৫০ ঘটিকা পর্যন্ড় সময়ে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিস যথা- পার্সপোর্ট, ঘড়ি, ক্যামেরা, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, মোবাইল, গাড়ীর চাবি, মানিব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি সহ মোট ২২টি আইটেম জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত ২২টি আইটেম আজ কোর্টে আছে, যা বস্তু প্রদর্শনী-IV সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষীকে আসামী হাদিসুর রহমান, আঃ সবুর খান, মিজানুর রহমান, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মামুনুর রশিদ এর পক্ষে জেরা করা হয়নি।

এই সাক্ষী আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তিনি সরাসরি জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় লেখা আছে তিনি কোন্ আলামত কোন্ জায়গা হতে জব্দ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পকেট হতে তিনি পাসপোর্ট জব্দ করেছেন।

তিনি অন্য জায়গা হতে আলামত নিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারী হতে আলামত জব্দ করেছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষীকে আসামী রকিবুল হাসান ও আসলাম হোসেন এর পক্ষে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ -৮৭, কং- মোঃ আশরাফুল আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এস.আই আসাদুজ্জামান ২/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ ১৭.৩০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা করে, উক্ত জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন, যা প্রদর্শনী-৫২ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫২/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত সাদা কাপড়, যা বস্তু প্রদর্শনী-V হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এস.আই আসুদুজ্জামান ১টি জিন্স প্যান্ট জব্দ করেন, যা প্রদর্শনী-৫৩ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৩/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত জিন্সপ্যান্ট আজ আদালতে আছে, যা বস্তু প্রদর্শনী-VI সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষীকে আসামী হাদিসুর, সবুর খান, মিজানুর রহমান, জাহাঙ্গীর মামুনুর রশিদ এর পক্ষ হতে জেরা করা হয়নি।

এই সাক্ষী আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হোলি আর্টিসান বেকারীতে ঘটনা ঘটে এবং ২/৭/১৬ খ্রিঃ আলামত জব্দ করা হয়।

এই সাক্ষীকে আসামী আসলাম হোসেন ও রাকিবুল হাসান এর পক্ষ হতে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ -৮৮ ডাঃ মাসুম বিল- াহ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ৩০/৩৫ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে ইউনাইটেড হসপিটালের ইমার্জেন্সী বিভাগে এলে তিনি সহ কয়েকজন চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। ডাঃ আমিনুল হাসান, ডাঃ এরশাদ উল- া, ডাঃ এ.কে.এম আব্দুল- াহ আল মাসুদ সহ অন্য ডাক্তাররা আহতদের চিকিৎসা দেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহতদের তারা বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়ে দেন।

সকল আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৮৯ ডাঃ আমিনুল হাসান, পি-ডাবি উ -৯০ ডাঃ মোঃ এরশাদ উল াহ ও পি-ডাবি উ -৯১ ডাঃ কে.এম. আব্দল- াহ আল মাসুদ কে রাষ্টপক্ষে Tender করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৯২, পুলিশ পরিদর্শক মোঃ জামাল উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১৬ সালে তিনি ব্যালেস্টিক এক্সপার্ট হিসেবে সি.আই.ডি, ঢাকা অফিসে কর্মরত ছিলেন। অস্ত্র, ম্যাগজিন ও কার্তুজ সহ মোট ১৯টি আইটেম এর প্রতিবেদন তারা দিয়েছেন। ১১১ টি খোসার মধ্যে ৬টি গুলির খোসা। এই আলামতের অস্ত্র দিয়ে Fire করা হয়েছে। ১০৫টি গুলির খোসা এই আলামতের অস্ত্র দিয়ে Fire করা হয়। আলামতের অস্ত্রের সাথে ম্যাগাজিনের মিল আছে। উক্ত ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪৬ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৬(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আলামত সমূহ আজ আদালতে আছে।

আসামীপক্ষে উক্ত সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৯৩, পুলিশ পরিদর্শক শেখ নজর ল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, টিমের সদস্য হিসেবে ফরেনসিক প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেছেন, যা প্রদর্শনী-৪৬(২) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৯৪ এডিশনাল এস.পি, মোঃ সাফদার আলী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, টিমের সদস্য হিসেবে ফরেনসিক প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেন, যা প্রদর্শনী-৪৬(৩) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৯৫ এ.এস.পি, আবু তাহের ফার কী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, টিমের সদস্য হিসেবে ফরেনসিক প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেন, যা প্রদর্শনী-৪৬(৪) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি– উ -৯৬ সহকারী ডিএনএ এনালিস্ট, নুসরাত ইয়াসমিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, অজ্ঞাত ৬টি মৃতদেহের নমুনা তার কাছে পাঠানো হয়। ৬টি মৃত দেহের দাবীদার গনের reference নমুনা তিনি বিভিন্ন সময় সংগ্রহ করেন। ৬টি মৃতদেহের সাথে তাদের দাবীদার গণের DNA Profile মিলিয়ে দেখেন যে, ৬টি মৃত দেহের সাথে

তাদের দাবীদারগনের মিল আছে। ৫ পাতার প্রতিবেদন তিনি দিয়েছেন। উক্ত DNA analysis প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪৭ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৭(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ -৯৭, পুলিশ পরিদর্শক মাসুদ সিদ্দিকী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৮টি মোবাইল সেট, ৯টি ল্যাপটপ, ৩টি আইপ্যাড, ২টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি আইপড এবং ১টি এক্সটার্নাল হার্ডডিক্স পরীক্ষা করে তিনি ১৬/১০/১৬ খ্রিঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪৮ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৮(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি Sony Xperia মোবাইল সেট পরীক্ষা করে ১৬/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা প্রদর্শনী-৪৯ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৯(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। WWW. Protutedlext. Com ফাইলটি ব্রাউজ করা হয়েছে মর্মে তিনি প্রতিবেদন দেন, যা প্রদর্শনী-৫০ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫০/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-৯৮ ডাঃ সাদিয়া ইসলাম স্বর্ণা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ রাত ৮ টা থেকে পরদিন তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে সিনিয়র হাউজ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাদের জেনারেল এন্ড স্পেশাল কেয়ার ইউনিটে আহত রোগী রাত ১০.৩০ টার পর আসা শুর" করে। ২০/২২ জন আহত রোগী ইমার্জেন্সী হয়ে তাদের ওয়ার্ডে আসে। আহতরা তাদের ওয়ার্ডে চিকিৎসা গ্রহণ করে।

আসামী আঃ সবুর খান এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আহতরা হোলি আর্টিসান বেকারীতে আহত হয়েছে, আহতদের নাম তিনি পারবেন না।

প্রসিকিউশনপক্ষে পি-ডাবি উ -৯৯ ডাঃ নাদিম আহম্মদকে Tender করা হলে ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ -১০০,পুলিশ পরিদর্শক, শফিউদ্দিন শেখ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ রাত ৮.৫০ টার সময় তিনি সংবাদ পান, হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে। এই খবর শুনে তিনি বোম ডিসপোজাল ইউনিটের লোকজন সহ ৯.৩০ টার সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তখন হোলি আর্টিসান বেকারী হতে সন্ত্রাসীরা গুলি বর্ষন করছিল। পুলিশ কমিশনার এর নের্তৃত্বে রাত ১০.৩০ টায় তারা হোলি

আর্টিসান বেকারীতে অভিযান পরিচালনা করেন। সন্ত্রাসীদের গুলি ও বোমার আঘাতে অনেক পুলিশ সদস্য আহত হয়। পরের দিন সকালে সেনাবহিনীর কমান্ডো হোলি আর্টিসান বেকারীতে অভিযান পরিচালনা করে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিদের্শে ০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে হোলি আর্টিসান বেকারীতে বোমার উপাদান আছে কিনা-তদ্‌মর্মে তিনি তল- াশী করেন। তল- াশীকালে তিনি কোন তাজা বোমার অস্তিত্ব হোলি আর্টিজান বেকারীতে পাননি। তিনি ১৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ টাংগাইল এর এলেংগা চৌরাস্ড়া মোড় হতে আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধীকে গ্রেফতার করেন।

এই সাক্ষী আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি ডিবি'তে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাস্থল হতে তার অফিস ৩ কিঃ মিঃ দূরে। তিনি ৬.৩০ টার সময় জাহাংগীরকে ধৃত করেন।

১৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ তিনি জাহাংগীর হোসেনকে গ্রেফতার করেননি বা অন্য জায়গা হতে তাকে গ্রেফতার করে অত্র মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে বা তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশনসমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি– উ -১০১, ডা. সোহেল মাহমুদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন এর বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় কং- ১১২৪৭ মীর নুর"ল আলম এর সনাক্ত মতে অবীন্ড়া কবীর বয়স-২০ বছর, মহিলা এর ময়না তদন্ড় সম্পন্ন করেন। অবীন্ড়া কবীর এর মত্যুর কারণ হিসেবে "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned wounds which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে মতামত দিয়েছেন। অবিন্ড়া কবীর এর ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫১ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫১(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার সংগে ডা. কবীর হোসেন ও ডা. প্রদীপ বিশ্বাস ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং-১১২৪৭ মীর নুর"ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Marco Towdat, বয়স-৪৮, পুর"ষ এর ময়না তদন্ড় সম্পন্ন করেন। তার ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনে উলে- খ করেন যে, "In Our Opinion death was due to hemorrhage and shock resulting from above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." উক্ত তদন্ড় প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেন। Marco Towdat এর ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-

৫২ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫২/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ডাঃ কবির সোহেল ও ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস উক্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন।

কং- মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Hashi moto hideki,পুর"্ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৩ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৩/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিবেদনে তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

কং- মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Tarisha Jain বয়স-১৯, মহিলা এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর বিষয়ে মতামত হল ।"In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." উক্ত ময়না প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৪ এরং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৫৪(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিবেদনে তার পূর্বের দুই সহকর্মী ডাক্তার স্বাক্ষর করেন।

০৩/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কং- মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি ফারাজ হোসেন, বয়স-২০, পুর"্ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৫ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৫(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর রয়েছে।

কং- মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি ০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ Ogasa Wara Koyo বয়স-৪৫, পুর"্ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage and shock as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৬ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৬(১)হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং-১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Vince Vzo Dalles বয়স-৪২, পুর ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৭ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৭(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Simona Ronti বয়স-৩৮ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion the death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৮ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৮(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Maria Reboli বয়স-৩৫ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৫৯ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫৯(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Okmura Markopo বয়স-৩২, পুর ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬০, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬০(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Thanka Hiroshi বয়স-৮০, পুর ষ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬১, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬১(১)হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Sakni Yoko মহিলা বয়স-৫৪, এর ময়না তদন্ড় করেন।তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock on a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬২, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬২(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উক্ত প্রতিবেদনে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Kuro Saki Novuhivo পুর ষ বয়স-৫৬ এর ময়না তদন্ড় করেন।তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৩, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৩(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Nadia Van Soethi, মহিলা বয়স-৩৬ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned chop wounds which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৪, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৪(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে মৃত তিনি Adela Pvglisl, মহিলা বয়স-৩৩, এর ময়না তদন্ড় করেন।তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion the cause of death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৫, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৫(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Shimodira Rui, বয়স-৫৬, মহিলা এর ময়না তদন্ড় করেন।তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to Shock (Neurogenic) as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৬, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৬(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি Claudir Cappelli পুর ষ, বয়স-৪৫ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৭, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৭(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত Cristin Rossi পুর ষ, বয়স-৫০, এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৮, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৮(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত Ishrat Jahan মহিলা, বয়স-৩৫, এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In

our Opinion death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৬৯, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৬৯(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তিনি কং- ১১২৪৭ মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত Claudif Maria Dantore মহিলা, বয়স-৩৭, এর ময়না তদন্ড় করেন। তার মৃত্যুর কারণ "In our Opinion death was due to coma as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." মর্মে উলে- খ করা হয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৭০, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭০(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও এতে তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি কং- ১১২৪৭ মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুর"্ষ, বয়স-২২, এর ময়না তদন্ড় করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য তার মৃত্যুর কারণ Pending রেখেছেন। "Opinion regarding causeof death is kept pending till the recept of chemical analysis report. উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৭১, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭১(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও পূর্বোক্ত সহকর্মীর স্বাক্ষর রয়েছে। Chemical analysis report No. 4732 তারিখ ২২/৯/১৬ এ মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that the cause of death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." Chemical analysis report No. 4733 তারিখ ২২/৯/১৬ খ্রিঃ প্রদর্শনী-৭২, উহাতে তার স্বাক্ষর ৭২/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুর"্ষ, বয়স-৩৬, PM No-1294/c(16)/16 এর ময়না তদন্ড় করেন। প্রাথমিক মতামত, "Opinion regarding cause of death kept pending till

receipt of chemical analysis report. ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন-৭৩, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৩(১) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর রয়েছে।Chemical analysis report No. 4730 তারিখ ২২/০৯/২০১৬ এ মতামতে উলে- খ করা হয়েছে যে, Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that the cause of death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." Report No.4730 তারিখ ২২/৯/১৬ প্রদর্শনী-৭৪, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুর"ষ, বয়স-২৬, এর ময়না তদন্ড় করেন। ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন নং ১২৯৪/ c(২৪)/১৬ এ তার মতামত দেয় "Opinion regarding cause of death is kept pending till recept of chemical analysis report. উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৭৫, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৫/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। Chemical analysis report No. 4731 তারিখ ২২/৯/১৬ এ মতামত- Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that the cause of death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature." উক্ত ৪৭৩১ নং রিপোর্ট প্রদর্শনী-৭৬, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুর"্ল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুর"ষ, বয়স-২৫, এর ময়না তদন্ড় করেন। তার ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন নং- ১২৯৪/সি(২২)/১৬ এ প্রাথমিক মতামত, "Opinion regarding cause of death is kept pending till receipt of chemical analysis report. উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৭৭, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৭/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উহাতে তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে। Chemical analysis report No. 4732 তারিখ ২২/০৯/২০১৬ এ চূড়ান্ড় মতামত, Considering Post mortem

examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.” উক্ত প্রতিবেদন ২২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ প্রদর্শনী-৭৮, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৮/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুরুল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুরুষ, বয়স-২৪ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন নং-১২৯৪/সি(২৩)/১৬ প্রদর্শনী-৭৯, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭৯/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উহাতে তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে। প্রাথমিক মতামত দিয়েছেন এবং Chemical analysis report No. 4734 তারিখ ২২/৯/১৬ খ্রিঃ এ তারা চূড়ান্ড় মতামত দিয়েছেন, Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that cause of death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.” Report No-4734 তারিখ ২২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ প্রদর্শনী-৮০, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮০/১হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১১২৪৭ মীর নুরুল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত অজ্ঞাত পুরুষ, বয়স-২৬ এর ময়না তদন্ড় করেন। তার ময়না তদন্ড় নং-১২৯৪/সি(২৫)/১৬ প্রদর্শনী-৮১, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮১/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও উহাতে তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে। Chemical analysis report No. 4735 তারিখ ২২/৯/১৬ এ চূড়ান্ড় মতামত দিয়েছেন, “Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report we are of the opinion that the cause of death was due to shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.” ৪৭৩৫ নং chemical report প্রদর্শনী-৮২, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮২/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ও তার দুই সহকর্মীর স্বাক্ষর আছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১৮৫৯২ মোঃ আরিফুল আলম এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত মোঃ রবিউল করিম,বয়স-৩৮, পুরুষ এর ময়না তদন্ড় করে। তার মৃত্যুর কারণ “I am of the opinion, the cause of death was due to shock

resulting from above mentioned penetrating injuries which were ante-mortem and homicidal in nature.” উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৮৩, উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮৩/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

০৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এ.এস.আই নং-৪৭৭৬ মতিউর রহমান কর্তৃক সনাক্ত মতে তিনি মৃত শাওন বয়স-২২ এর ময়না তদন্ড় করেন। ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৮৪ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। Chemical analysis report No. 4732 তারিখ ২২/৯/১৬ মৃত্যুর চূড়ান্ড় মতামত প্রদান করেছেন। চূড়ান্ড় মতামত, “Considering Post mortem examination finding and chemical analysis report I am of the opinion that the cause of death was due to haemorrage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.” ৪৭৩২নং প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৮৫ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮৫/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

০৩/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ কং- ১৮৫৯২ আশরাফুল এর সনাক্ত মতে তিনি মৃত মোঃ সালাউদ্দিন খান এর ময়না তদন্ড় করেন। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৮৬ ও উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মতামতে উলে- খ করা হয়েছে যে, “In my Opinion the cause of death was due to sudden cardiac arrest due to air embolism resulting from above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.”

সকল আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি– উ-১০২ ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ডাঃ সোহেল মাহমুদ (পি. ডাবি- উ-১০১) এর টিমের সদস্য। ২৬টি ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর রয়েছে। উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনসমূহে তার স্বাক্ষর যথাক্রমে, ৫১(২), ৫২(২), ৫৩(২), ৫৪(২), ৫৫(২)৫৬(২), ৫৭(২), ৫৮(২), ৫৯(২), ৬০(২),৬১(২), ৬২(২), ৬৩(২), ৬৪(২), ৬৫(২)৬৬(২), ৬৭(২), ৬৮(২), ৬৯(২), ৭০(২),৭১(২), ৭২(২), ৭৩(২), ৭৪(২), ৭৫(২)৭৬(২), ৭৭(২), ৭৮(২), ৭৯(২), ৮০(২), ৮১(২), ৮২(২) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সকল আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ-১০৩ ডাঃ কবীর সোহেল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ডাঃ সোহেল মাহমুদ এর সংগে ২৬টি ময়না তদন্ড় করেন এবং ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনে তিনি স্বাক্ষর করেন। ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনসমূহ এই তার স্বাক্ষর যা যথাক্রমে প্রদর্শনী- ৫১(৩), ৫২(৩), ৫৩(৩), ৫৪(৩), ৫৫(৩)৫৬(৩), ৫৭(৩), ৫৮(৩), ৫৯(৩), ৬০(৩),৬১(৩), ৬২(৩), ৬৩(৩), ৬৪(৩), ৬৫(৩)৬৬(৩), ৬৭(৩), ৬৮(৩), ৬৯(৩), ৭০(৩),৭১(৩), ৭২(৩), ৭৩(৩), ৭৪(৩), ৭৫(৩)৭৬(৩), ৭৭(৩), ৭৮(৩), ৭৯(৩),৮০(৩),৮১(৩),৮২(৩) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সকল আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করতে অস্বীকার করে।

পি-ডাবি উ-১০৪ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সত্যব্রত শিকদার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বিগত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মোঃ বাসেত সরকার, পিতা- মৃত আলী আকবর সরকার এর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত রেকর্ডকৃত জবানবন্দি এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩৬/৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাসেদ সরকার রেকর্ডকৃত জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করে। বিগত ১৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী তাহানা তাসমিয়ার জবানবন্দি তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় ৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত রেকর্ডকৃত জবানবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৭ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮৭/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ডিফেন্স পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি-ডাবি উ-১০৫ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,সাদবির ইয়াসিন আহসান চৌধুরী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট হিসেবে ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে আসামী মোঃ আসলাম হোসেনকে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তার সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি তাকে চিন্ড়া ভাবনা করার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করেন। সে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করতে সম্মত হলে, তিনি তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত রেকর্ডকৃত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৮ এবং উহাতে তার ২২টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আসামী আসলাম হোসেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সে স্বাক্ষর করেছে।

বিগত ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে (পি. ডাবি- উ-১০৫) একই পদে কর্মরত থাকাকালে সাক্ষী শাহরিয়ার আহমেদকে জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি তাকে চিন্ড়াভাবনা করার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করেন। এরপর স্বেচ্ছায় সে বিবৃতি প্রদানে সম্মত হলে, তিনি তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দি ও উহাতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৩৮(৯) হতে প্রদর্শনী-৩৮(১৭) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিগত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষী মোঃ মিরাজ হোসেনকে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার জন্য তার সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি তাকে চিন্ড়াভাবনা করার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করেন। সে স্বেচ্ছায় বিবৃতি প্রদানে সম্মত হলে তিনি তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী সেই রেকর্ডকৃত জবানবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৯ এবং উহাতে তার ৭টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৯ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী (পি. ডাবি– উ-১০৫) আসামী মোঃ আসলাম হোসেন এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তিনি ১নং কলাম প্রথমে পূরণ করেন। মোঃ হুমায়ুন কবীর অত্র মামলার তদন্ড় কারী কর্মকর্তা। পুলিশ ফরওয়াডিং এ মেমো বা স্বারক নং উলে- খ না থাকায় ১নং কলামে মেমো বা রেফারেন্স নম্বর তিনি দিতে পারেননি। আসামী মোঃ আসলাম হোসেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফরমে ৭ নং কলাম পূরনের আগে ১নং কলামে টিক চিহ্ন দেন।রেকর্ড অনুযায়ী তিনি ২৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ উক্ত আসামীকে গ্রেফতারের তারিখ উলে- খ করেন। রিমান্ড শেষে এই আসামীকে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়। তিনঘন্টা সময় প্রদানের সুনিদিষ্ট সময় ৩ নং কলামে উলে- খ করার সুযোগ নেই বিধায় তা তিনি উলে- খ করেননি। ২নং কলামের c তে সময় উলে- খ করার বিধান না থাকায় তিনি সময় উলে- খ করেননি। জবানবন্দি লিপিবদ্ধ শুর" করা হয় ১.৩৫ টায় এবং শেষ হয় রাত ৯ টায়। ফরমের মধ্যে অতিরিক্ত ফরমের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার সুযোগ নেই। অতিরিক্ত পাতায় অত্র মামলার সূত্র বা রেফারেন্স উলে- খ নেই।

আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানতে পেরেছেন যে, আসামী আসলাম হোসেনকে ২৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ এর পূর্বে গ্রেফতার করেছে বা আসামীকে তাকে জানিয়েছে যে, দীর্ঘদিন রিমান্ড শেষে তাকে তার সামনে উপস্থাপন করা হয় বা ৫নং কলামের বিষয় আসামীকে বাংলায় বোঝানো হয়নি বা পুলিশ তাকে নির্যাতন করেছে কিনা বা সে সুস্থ আছে কিনা বা আসামীর জখম, আঘাত ও নির্যাতন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য ৮ নং কলমে লিপিবদ্ধ

করা হয়নি বা আইন অনুযায়ী দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়নি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-১০৬ প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, দিলীপ কুমার সাহা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, কেমিক্যাল এনালাইসিস রিপোর্ট নং-৪৭২৩ এ তার স্বাক্ষর আছে। উক্ত রিপোর্ট প্রদর্শনী-৯০ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৯০/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৪৭৩৫ নং প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৮২/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৪৭৩৪ নং প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৮০/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিপোর্ট নং-৪৭৩২ এ তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৭৮/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিপোর্ট নং -৪৭৩১ এ তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৭৬/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিপোর্ট নং- ৪৭৩০ এ তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৭৪/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিপোর্ট নং-৪৭৩৩ এর তার স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৭২/৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-১০৭ যুগ্ম জেলা জজ, এস.এম মাসুদুজ্জামান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ১৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত ফাইর্জ মালিহা তার কাছে বর্ণনা করলে তিনি ৮ পৃষ্ঠায় তার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে ফাইর্জ মালিহার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং তিনিও স্বাক্ষর প্রদান করেন। উক্ত সাক্ষীর লিখিত বিবৃতিতে এই সাক্ষী তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৪১/৬ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আল আমিন চৌধুরী ঘটনার বিষয়ে তার কাছে বর্ণনা করলে তিনি তার বিবৃতি রেকর্ড করে তার স্বাক্ষর নেন ও তিনি নিজে স্বাক্ষর প্রদান করেন। আল আমিন চৌধুরীর বিবৃতিতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩৪/৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-১০৮ সিনিয়র সহকারী জজ, মাজহার্ল ইসলাম, তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তিনি ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানা সাক্ষী সৎ প্রকাশকে তার সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি তার প্রদত্ত বক্তব্য ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেন। সে ইংরেজীতে বক্তব্য প্রদান করে। তার রেকর্ডকৃত বক্তব্য পাঠ করে শুনালে সে ৮ পৃষ্ঠা বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করে। উক্ত রেকর্ডকৃত বিবৃতিতে তার দুটি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৩৩/৯ এবং ৩৩/১০ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-১০৯ সিনিয়র সহকারী জজ, মোঃ গোলাম নবী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৫/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তিনি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ হুমায়ুন কবীর অভিযুক্ত মোঃ হাদিসুর রহমান ওরফে সাগর ওরফে জুলফিকার ওরফে সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ওরফে আবু আল বাংগালী ওরফে আব্দুল- াহ স্যার ওরফে আমজাদ ওরফে তৌফিককে তার নিকট উপস্থাপন করে তার স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আবেদন করে। তিনি সকল বিধি বিধান অনুসরনপূর্বক উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, যা ১২ পৃষ্ঠায় ৬ পাতা এবং যা প্রদর্শনী-৯১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সামনে ১০টি স্বাক্ষর করে। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-৯১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার ১৪টি স্বাক্ষর রয়েছে, যা প্রদর্শনী-৯১ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে।

১৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অত্র মামলার সাক্ষী মোঃ মাহবুবুর রহমান তুহিনকে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা তার নিকট হাজির করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করলে, তিনি তার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন এবং সাক্ষী তার সামনে স্বাক্ষর করে। উক্ত জবানবন্দি প্রদর্শনী-৯২ এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার ৩টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এর পূর্বে ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মামলার সাক্ষী র ্মা আক্তারকে তদন্ড়কারী কর্মকর্তা তার সামনে উপস্থাপন করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করলে, তিনি তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। সাক্ষী র ্মা ২টি স্বাক্ষর করেছে, যা প্রদর্শনী-৯২ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাক্ষী আসামী মোঃ হাদিসুর রহমান এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, মামলার নথি সহ আসামীকে উপস্থাপন করা হয়। অভিযুক্ত মোঃ হাদিসুর রহমান এর ওরফে নামগুলি তিনি জবানবন্দির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখেননি। লেটার এবং মেমোর রেফারেন্স নং উলে- খ নেই। প্রথমে পদবী লেখা থাকায় তিনি d তে পদবী লেখেননি। আসামী কত দিন রিমান্ডে ছিল, তা উলে- খ ছিল না। তবে এই সময়টা আসামী পুলিশ হেফাজতে ছিল। ফরম্যাটে পৃষ্ঠার পাশে আসামীর স্বাক্ষর নেয়ার বিধান নেই। আসামী কতক্ষন reflection-এ ছিল, তা ৩ নং কলামে উলে- খ নেই, তবে অন্য কলামে উলে- খ আছে। ৬ নং কলামে দৃষ্টি সীমার মধ্যে পুলিশ ছিল কিনা-সে প্রশ্ন এবং হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় ছিল কিনা-সে প্রশ্ন

আসামীকে করা হয় নি। অতিরিক্ত কতগুলো পাতা তিনি ব্যবহার করেছেন সে মর্মে ৭ নং কলামে উলে- খ নেই। অতিরিক্ত পাতায় মামলার রেফারেন্স নম্বর উলে- খ নেই।

এই আসামী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করেনি বা আসামী পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের কথা তাকে বলা সত্ত্বেও সে ৮ নং কলামে তা উলে- খ করেনি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি– উ-১০৯ মোঃ গোলাম নবীকে রি-কল করা হলে তিনি তার পুন:জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৭/১২/১৭ খ্রিঃ তদন্ড়কারী কর্মকর্তা সাক্ষী আসলাম চৌধুরীকে তার সামনে উপস্থাপন করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করলে, তিনি তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি সনাক্ত করেন যাতে তার ৩টি স্বাক্ষর আছে এবং যা প্রদর্শনী-৪২(৩), ৪২(৪) এবং ৪২(৫) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গত ২৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ তদন্ড়কারী কর্মকর্তা সাক্ষী মোঃ তাহরীম কাদেরী ওরফে আবীরকে তার সামনে উপস্থাপন করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করলে, তিনি তার স্বেচ্ছা প্রদত্ত জবানবন্দি নিজে কম্পিউটারে টাইপ করে লিপিবদ্ধ করেন, যা দুই পাতা এবং উহাতে তার ৫টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৪০(৫) হতে প্রদর্শনী-৪০(৯) চিহ্নিত হয়েছে। সাক্ষী তাহরীম কাদেরী তার সামনে রয়েছে।

এই সাক্ষী আসামী আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ ওরফে র‌্যাশ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, প্রাথমিকভাবে তাহরীম কাদেরীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সাক্ষীদ্বয়কে সনাক্তকারীর নাম নেই। কোথায় এবং কখন সাক্ষীকে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সাক্ষীর জবানবন্দিতে তিনি উলে- খ করেননি। তাহরীম কাদেরীর জবানবন্দির তিন পাতায় পাদদেশে তার স্বাক্ষর নেই।

সাক্ষীর জবানবন্দি স্বেচ্ছা প্রদত্ত নয় বা সে বিবৃতি প্রদানকালে বিপর্যস্থ ছিল মর্মে ডিফেন্স পক্ষের প্রদত্ত সাজেমন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি– উ-১১০ জেলা লিগাল এইড অফিসার, মোঃ আহসান হাবীব তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় আসামী রাকিবুল হাসান রিগেনকে গুলশান থানার মামলা নং ১(৭)১৬ এ তদন্ড়কারী কর্মকর্তা দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি সমন্ড় বিধি বিধান অনুসরন করে উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, যা ৭ পাতায় ১৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শনী-৯৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে তার ৬টি

স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯৪ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামীর ১০টি স্বাক্ষর আছে।

২৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ এই মামলার আসামী মোঃ আঃ সবুর খানকে তার সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি আইনানুগ সমস্ড় বিধি-বিধান অনুসরন পূর্বক উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন, যা প্রদর্শনী-৯৫এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার ৬টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং আসামী মোঃ আঃ সবুর খান এর ১৬টি স্বাক্ষর আছে।

২৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তা আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে তার সামনে উপস্থাপন করলে তিনি আইনানুগ সকল বিধি অনুসরণ করে উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সেই দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, যা ১৫ পাতায় ২৯ পৃষ্ঠা প্রদর্শনী-৯৬ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার ৬টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামী জাহাঙ্গীর আলম এর ৩টি স্বাক্ষর আছে।

বিগত ২৬/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষী মোঃ শাহিনকে জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করা হলে, তিনি আইনের বিধান মতে সাক্ষী মোঃ শাহীন এর জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৯৭ এবং উহাতে তার ১টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯৭/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে সাক্ষীর ৮টি স্বাক্ষর আছে।

বিগত ০৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এই মামলায় তদন্ড়কারী কর্মকর্তা সাক্ষী মোঃ ইমাম হোসেন সবুজকে তার জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি তার জবানবন্দি বিধি বিধান অনুসরন করে রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি এবং উহাতে তার ২টি স্বাক্ষর সনাক্ত করে, যা প্রদর্শনী-৩৭/৮ এবং ৩৭/৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই জবানবন্দিতে সাক্ষীর ৭টি স্বাক্ষর করেছে।

এই মামলায় ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তদন্ড়কারী সাক্ষী মোঃ মুহিনকে তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি বিধি বিধান প্রতিপালন করে সাক্ষী মুহিন এর জবানবন্দি রেকর্ড করেন। উক্ত জবানবন্দিতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৩৫/৫ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে সাক্ষীর ৪টি স্বাক্ষর আছে।

এই সাক্ষী আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, ১ নং কলামে আসামীকে কোথায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উলে- খ নেই। এখানে রেফারেন্স নম্বর তিনি উলে- খ করেননি। নথি পর্যালোচনাক্রমে তিনি ১ নং কলমের শেষে I.O এর কথা লিখেছেন। ২ নং কলামে প্রেরণের সময় উলে- খ নেই। কতদিন রিমান্ডে ছিল, তা উলে- খ নেই। ৩ নং কলামে reflection এর সময় উলে- খ নেই।

২৬/৭/১৬ খ্রিঃ এর পূর্বে বগুড়া হতে আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বা তিনি আসামী রাকিবুল হাসান রিগেনকে পা ভাংঙ্গা অবস্থায় পান বা তিনি জেনেছেন পুলিশের নির্যাতনে এই আসামীর পা ভেংগেছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

তাকে নির্যাতন করা হয়েছে কিনা এই মর্মে প্রশ্ন নেই। দোষ স্বীকার করেন বা না করেন আপনাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হবে না মর্মে প্রশ্ন করা হয়নি। ৭নং কলামে অতিরিক্ত পাতা ব্যবহারের নোট নেই। অতিরিক্ত পাতায় তার স্বাক্ষর নেই এবং মামলার রেফারেন্স নম্বর উলে- খ নেই। ১০ নং কলামে আসামীকে প্রেরণের সময় ও তারিখ তিনি উলে- খ করেননি।

তার সামনে আসামী স্বাক্ষর করে নি বা ৭ নং কলামের বক্তব্য আসামীর নিজস্ব নয় বা বিধি বিধান অনুসরণ করে দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন নি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী আসামী আঃ সবুর খান এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, সকাল ১০ টায় আসামী আঃ সবুর খানকে কোর্টে নিয়ে আসা হয়। সে দিন কখন কোর্ট করেছেন, তা তার স্মরণ নেই। তিনি এজলাসে থাকাবস্থায় আসামীকে তার চেম্বারে পিয়নের হেফাজতে রাখেন।

আসামীকে তার সামনে আনা মাত্রই তিনি জবানবন্দি রেকর্ড শুর“ করেন বা পুলিশের উপস্থিতিতে জবানবন্দি রেকর্ড করেন বা তার সামনে আসামী কোন বক্তব্য দেয় নি বা তার উপস্থিতিতে আসামীর স্বাক্ষর নেয়া হয়নি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী আসামী জাহাঙ্গীর আলম এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, সকাল ১০ টায় এই আসামীকে তার সামনে নিয়ে আসা হয়। কোর্ট চলাকালীন সময়ে আসামী তার চেম্বারে পিয়নের হেফাজতে ছিল।

তার সামনে এই আসামীর স্বাক্ষর নেয়া হয় নি বা দোষ স্বীকার করলে তার বিপক্ষে যাবে মর্মে কোন ব্যাখা তিনি দেন নি বা আসামীকে পর্যাপ্ত সময় তিনি দেননি মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-১১১ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, মোঃ মার"ফ হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় তিনি বিজ্ঞ সি.এম.এম এর নির্দেশে সাক্ষী মোঃ রাসেল মাসুদ এর জবানবন্দি ০৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি এবং উহাতে তার ২টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৯৮ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সাক্ষীর ৩টি স্বাক্ষর আছে।

তিনি গত ৪/৮/১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী শিশির সরকার এর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী সেই জবানবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৯৯ এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার ২টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৯৯ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সাক্ষীর ৫টি স্বাক্ষর আছে।

আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীকে জেরা করেনি।

পি-ডাবি উ-১১২ বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, মোঃ নুর নবী তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ইং ২৬/৩/১৭ খ্রিঃ তারিখ তিনি ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তা আসামী মোঃ মিজানুর রহমানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি বিধি অনুযায়ী তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। জবানবন্দি লিপিবদ্ধ শেষে তাকে পড়ে শোনানো ও ব্যাখা করা হয় এবং তারপর তার স্বাক্ষর নেয়া হয়। আসামী মোঃ মিজানুর রহমানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-১০০ এবং উহাতে তার ৯টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-১০০ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আসামী তার সামনে ২টি স্বাক্ষর দিয়েছে।

আসামী সুস্থ কিংবা অসুস্থ মর্মে সে জিজ্ঞাসা করেনি বা তদন্ড়কারী কর্মকর্তার শেখানো কথা সে তার কাছে বলেছে বা সে অসুস্থ ছিল বা তার বক্তব্য স্বেচ্ছা প্রদত্ত নয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পি-ডাবি উ-১১৩ পুলিশ পরিদর্শক, মোঃ হুমায়ুন কবীর তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে ২০১৫ সাল হতে কর্মরত আছেন। গত ০১/০৭/২০১৬

খ্রিঃ তারিখ মামলার এজাহারকারি এস.আই রিপন কুমার দাস (পি. ডাবি উ-১) সকাল ৯টা হতে গুলশান থানাধীন ৭১ নং রোড হতে ৯২ নং রোড এবং আশে পাশের এলাকায় সরকারী গাড়ী যোগে ডিউটিতে ছিল। কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগের স্মারক নং- ৪৯৪(১) তারিখ ৫/৭/১৬ খ্রিঃ মূলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি অত্র মামলার তদন্ড়ভার গ্রহণ করেন। ঐ দিন তিনি সংগীয় ফোর্স সহ মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র একাধিক কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হোলি আর্টিসান বেকারী ভালভাবে পর্যবেক্ষন করেন। ঘটনাস্থল গুলশান ২ এর ৭৯ নং রোডের ৫ নং বাড়ী। খসড়া মানচিত্র ৩ পাতা ও উহাতে তার স্বাক্ষর, যা প্রদর্শনী-১০১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সূচীপত্র ১ পাতা প্রদর্শনী-১০২ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর, যা প্রদর্শনী-১০২/১, হোলি আর্টিসান ভবনের নীচ তলায় ম্যাপ প্রদর্শনী-১০৩ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০৩/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মামলার ঘটনাস্থল তিনি একাধিকবার পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাস্থল ও লাশের ময়না তদন্ড় শেষে প্রাপ্ত আলামত গুলশান থানার জব্দকারী অফিসারের নিকট হতে তিনি নিজ হেফাজতে নেন। জব্দকৃত তালিকা গুলো তিনি ১ থেকে ১৩ পর্যন্ড় নম্বর দেন। ০৫ নং জব্দ তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। উক্ত জব্দ তালিকা মূলে মোবাইল ফোন ও ipod সহ মোট ৭টি আইটেম জব্দ করা হয়। উক্ত জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর, যা প্রদর্শনী-৪/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত আলামতগুলোর ৩টি ফোন আজ আদালতে আছে এবং অবশিষ্টগুলো আদালতের অনুমতিক্রমে জিম্মায় দেয়া হয়েছে। ৬ নং জব্দ তালিকা মূলে তিনি ১টি মোবাইল ফোন জব্দ করেন, জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১০৪ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০৪/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৬নং জব্দ তালিকার আলামত আদালতের আদেশে জিম্মায় দেয়া হয়েছে।

৭নং জব্দ তালিকা মূলে ৩টি আলামত জব্দ করা হয়েছে এবং উক্ত জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১০৫ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১০৫/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৭ নং জব্দ তালিকার আলামত গুলো জিম্মায় প্রদান করা হয়েছে। ১১ নং জব্দ তালিকামূলে হোলি আর্টিসানে হামলা সংক্রান্ড় বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ তিনি জব্দ করেন। ১১ নং জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৪৩/৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জব্দকৃত ভিডিও ফুটেজ এর সিডি, যা বস্তু প্রদর্শনী-vii হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উপরোক্ত আলামতগুলো Counter Terrorism এর PR ৭/১৬ এবং ৭৫/২০১৮ মূলে মালখানায় তিনি জমা রাখেন। আলামতের মধ্যে অনেক আলামত আদালতের অনুমতিক্রমে মালিকের জিম্মায় প্রদান করা হয়েছে। আলামতের মধ্যে ১টি সাইকেল এবং ১টি স্কুটি মটর সাইকেল তাদের সিডি

মালখানায় PR ৭৫/১৮ নং মূলে জমা আছে এবং অবশিষ্ট আলামত সমূহ চার্জশীট প্রদানের সংগে সংগে আদালতে দাখিল করেন। জব্দ তালিকা নং ১ মূলে উদ্ধারকৃত আলামত সমূহ আদালতের আদেশক্রমে ব্যালিস্টিক রিপোর্টের জন্য তিনি সিআইডি, ঢাকায় প্রেরণ করে রিপোর্ট প্রাপ্ত হন, উক্ত রিপোর্ট নথিতে আছে। ৩ ও ৪ নং জব্দ তালিকার আলামতগুলো CID এর ITF শাখায় পরীক্ষার জন্য তিনি প্রেরণ করে রিপোর্ট প্রাপ্ত হন। উক্ত রিপোর্ট নথিতে আছে। ১১ নং জব্দ তালিকার আলামত ১টি মোবাইল সেট আদালতের অনুমতিক্রমে পরীক্ষার জন্য তিনি PBI তে পাঠান এবং পরীক্ষার রিপোর্ট পান, উক্ত রিপোর্ট প্রদর্শনী-১০৬ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৫ জন জংগী ও ২০ জন ভিকটিম এর মৃতদেহ তিনি সিএমএইচে প্রেরণ করেন, দুজন পুলিশ অফিসারের সুরতহাল প্রতিবেদন ১জন ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং ময়না তদন্ড় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল করা হয়। হোলি আর্টিসানের কর্মচারী জাকির হোসেন শাওন জংগীদের স্প্রিন্টারে আহত হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হলে ০৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৫.৩০ টার সময় মৃত্যুবরণ করে। তার সুরতহাল প্রতিবেদন তিনি তৈরী করে লাশ ময়না তদন্ড়ের জন্য ঢাকা মেডিকেলে প্রেরণ করেন। উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৫/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারী এবং ভিকটিম সহ মোট ২৯ জন নিহত হয়। সুরতহাল প্রতিবেদনগুলি তিনি ১-২৯ পর্যন্ড় নম্বর দেন। হামলাকারী ও নিহতদের পরিচয় তিনি উৎঘাটন করেন। বিজ্ঞ আদালতের অনুমতিক্রমে হামলাকারীদের পিতা মাতার DNA এর সাথে হামলাকারীদের DNA Profile matching করে হামলাকারীদের পরিচয় তিনি নিশ্চিত করেন।

হামলাকারী মীর শামেহ মোবাশ্বের, রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, নিবরাস ইসলাম, খায়রুল ইসলাম পায়েল, শফিকুল ইসলাম উজ্জল এবং হলি আর্টিজান বেকারীর কর্মচারী সাইফুল চৌকিদার এর লাশ CMH মর্চুয়ারীতে সংরক্ষণ করা হয়। বিদেশীদের লাশ সংশিষ্ট দেশের দুতাবাসের সাথে সমন্বয় করে নিজ নিজ দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশী নিহতদের লাশ তাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছে হস্ড়ান্ড়র করা হয়। দেশী-বিদেশী নিহত ২০ জন ভিকটিমের লাশের DNA Profiling করা হয়। জব্দ তালিকা ৪ এর ২৫ নং ক্রমিকের আলামতের DNA Profiling করার জন্য প্রেরণ করা হয়। নিহত হামলাকারী ৫ জন ও নিহত সাইফুল ইসলাম চৌকিদারের চুল ও রক্ত উচ্চতর তদন্ড়ের জন্য FBI তে

প্রেরণ করেন। FBI প্রতিবেদন প্রেরণ না করায় সিআইডি'র রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে তিনি উহা পর্যালোচনা করেন। উলে- খ্য যে, হামলাকারীরা হোলি আর্টিসানে প্রবেশ করে প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে জিম্মি করে। ২/৭/১৬ খ্রিঃ তারিখ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে গঠিত অপারেশন থান্ডার বোল্ট পরিচালনা করা হয়। অপারেশন পরিচালনাকালে হামলাকারী ৫ জন ও সাইফুল চৌকিদার নিহত হয়। থান্ডার বোল্ড ১৩ জন ভিকটিমকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কমান্ডো বাহিনী কর্তৃক অপারেশনের পর হোলি আর্টিসান বেকারী সিআইডি'র Crime Scene এর কাছে হস্ড়ান্ড়র করা হয়।

CID এর Crime Scene লাশ উদ্ধার সহ ১-৪ নং জব্দ তালিকার আলামত সমূহ উদ্ধার করে। সেনাবাহিনীর থান্ডার বোল্টকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তিনি পত্র দিলে তারা শুধু Press briefing এর কপি পাঠায়, যা প্রদর্শনী-১০৭ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হামলাকারী ৫ জন এবং সাইফুল চৌকিদার এর লাশ তাদের আত্মীয় স্বজন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি লাশগুলো জুরাইন গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করেন। হামলায় পুলিশ সহ আহত ২৯ জন ইউনাইটেড হাসপাতাল হতে চিকিৎসা গ্রহণ করে। ঘটনার পর ও ঘটনার সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য ও হোলি আর্টিসান বেকারীর প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারী হোলি আর্টিজান বেকারীর Premises এ অবস্থিত লেকভিউ ক্লিনিকের প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারী, উদ্ধারকৃত জিম্মি, ঘটনাস্থলের আশে পাশের বিভিন্ন বাসায় অবস্থানকালীণ ব্যক্তিদের, জব্দ তালিকার সাক্ষী, সুরতহাল ও ময়না তদন্ড় প্রতিবেদনের সাক্ষী ও আসামী গ্রেফতারে সহায়তা করা পুলিশ সদস্যদের ও ক্রাইম সিনের সাক্ষীদের জবানবন্দি তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। এদের মধ্যে কারো কারো সাক্ষ্য সন্ত্রাস বিরোধী আইন এর ২১ ধারার ১ ও ২ উপ-ধারায় তারা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে। ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ২৩ ধারায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করান। দেশী-বিদেশী নাগরিক, পুলিশ কর্মকর্তাও নিহত হামলাকারীদের সুরতহাল প্রতিবেদন, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও মৃতদেহের সংগে থাকা কাগজপত্র deformed pilet ACD এর মাধ্যমে তিনি নিজ হেফাজতে নেন। নিহত ২৯ জনের ময়নাতদন্ড় প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তিনি পর্যালোচনা করেন।

তিনি মামলার ঘটনায় জড়িত জীবিত ও নিহতদের PCPR সংগ্রহ করেন। জব্দকৃত আলামতের মধ্য থেকে নিহত ভিকটিমদের ব্যবহৃত আলামত বিজ্ঞ আদালতের অনুমতিক্রমে তিনি দাবীদারগণকে প্রদান করেন। অত্র মামলার তদন্ড় তদারকিতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করেন এবং তাদের দেয়া নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Financial intelligence unit হতে আসামীদের accounts সংক্রান্ড় সমস্ড় খবর তিনি সংগ্রহ করেন। হোলি আর্টিজানে প্রত্যক্ষ হামলাকারী নিবরাস ইসলাম ও মীর শামেহ মোবাশ্বের সহ অন্যান্যরা প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলায় হামদহ বাসস্ট্যান্ড সোনালী পাড়াস্থ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জনাব কাওছার মীরের মেসে অবস্থান করেছিল, এই বিষয়ে তিনি সমস্ড় তথ্য সংগ্রহ করেন। আসামী গ্রেফতার করেন। তদন্ড়কালে জানা যায় যে, হোলি আর্টিসান হামলায় জামায়াতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ এর অতি উগ্র গ্রুপ জড়িত, যারা নব্য জেএমবি নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গ্রুপে ইসতেহাদীশ সদস্য হামলায় জড়িত নিহত ৫ জন জংগী এবং হামলার প্রধান সমন্বয়ক তামিম আহমেদ চৌধুরী সহ সমন্বয়ক নুরুল ইসলাম মারজান, সমন্বয়ক এবং পরিকল্পনাকারী সরোয়ার জাহান মানিক, অর্থদাতা ও বাসায় আশ্রয়দাতা তানভীর কাদেরী, রিক্রুটার, ট্রেনিং ও পরিকল্পনাকারী জাহাংগীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, ট্রেনিং, অস্ত্র ও লজিস্টিক প্রদানকারী বাশারুজ্জামান চকলেট ও অন্যান্য সহযোগিরা আলোচ্য হামলার অনুমান একমাস পূর্বে তাদের ভাড়াকৃত টেনামেন্ট-৩, প ট- ৩০১/এ, ব ক-ই, রোড নং-৬, ফ্লাট নং- এ/৬, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থানা-ভাটারা, ঢাকায় ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় অবস্থান করে হামলার পূর্ববর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তিনি উক্ত বাসা সনাক্ত করেন এবং ঘটনার সংগে জড়িত আসামীদের চিহ্নিত করেন। আসামীদের গ্রেফতারে তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন। কল্যাণপুরে ২৭/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অপারেশন স্ট্রং-২৬ পরিচালিত হয় এবং উক্ত অপারেশনে ৯ জন জংগী নিহত হয়। ১ জন পাইপ বেয়ে নামার সময় আহত হয় এবং পুলিশ তাকে ধৃত করে, তার নাম রাকিবুল হাসান রিগেন। তাকে এই মামলায় ১৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গ্রেফতার দেখানো হয়। আসামী জাহাংগীর হোসেনকে টাঙ্গাইল জেলার এলেংগা চৌরাস্ড়ার নিকট থেকে ১৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ভোর ৭.৩০ ঘটিকায় তিনি গ্রেফতার করেন। আসামী মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে ১৪/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অত্র মামলায় গ্রেফতার দেখান। আসামী আঃ সবুর খানকে তিনি ০৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার থানা হতে গ্রেফতার করেন। আসামী আসলাম হোসেন সরদারকে তিনি নাটোর জেলার বাসস্ট্যান্ড থেকে ২৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গ্রেফতার করেন। আসামী হাদিসুর রহমান সাগরকে তিনি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্ড়বর্তী কিচক বাসা থেকে ২১/৩/১৮ খ্রিঃ তারিখ রাত ১.৩০ টার সময় গ্রেফতার করেন। প্রত্যেক আসামীকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তারা প্রত্যেকে ফৌজদারী কার্যবিধির

১৬৪ ধারা মোতাবেক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। নিহত বিদেশী নাগরিকদের সঠিক নাম-ঠিকানা তিনি সংগ্রহ করেন। প্রত্যেকের ময়নাতদন্ড় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন। মোবাইলের ফরেনসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিহত জংগীরা Wickr me secure messanger, com. My wicks wickerz পারচেজ করে। শ্রীলংকার নাগরিক Mr. Harikesha Wiczesekere এর ব্যবহৃত মোবাইল যার মডেল A1s49 মোবাইল সেট হতে WWW. Protected text. Com website ব্রাউজ করে। জংগীরা ভেতর থেকে হাইকমান্ড এর সাথে যোগাযোগ করে দিক নির্দেশনা নিয়েছিল। বাহির থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল "আখি আপনারা ফোনে পিকচার বা ভিডিও আপলোড করতে পারবেন নেটে? তারপর তাদের লিংক দিলে হবে, আবু তালহা"।

তামিম চৌধুরী ও সারোয়ার জাহান মানিকের নেতৃত্বে ২০১৫ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ এর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র, মসজিদের ইমাম, সুবিধা বঞ্চিত এবং অসচ্ছল পরিবারের যুবক, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলে, সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নব্য জেএমবিতে সংগৃহীত হয়। তামিম চৌধুরী উন্নত প্রযুক্তির সহযোগিতায় কথিত জিহাদের অপব্যাখ্যা সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয় গ্রাহী ডকুমেন্ট প্রদর্শন করে তর"নদের নব্য জেএমবি'তে যোগাদান করতে আগ্রহী করে তোলে। তারা বাংলাদেশে বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করে। ২০১৬ সালের ফ্রের"য়ারী মাসের শেষের দিকে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানাধীন বোনারপাড়া বাজারস্থ কলেজ মোড়ে সদস্য সাখাওয়াত হোসেন শফিক ও বাইক হাসানের ভাড়াটিয়া বাসায় হোলি আর্টিসানে হামলার প্রথম পরিকল্পনা করে। পরে উক্ত দুই ব্যক্তি মারা যায়। জংগীরা আইটি, মিডিয়া ও অর্থ বিভাগ চালু করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করে। হোলি আর্টিসানে হামলার ৩টি উদ্দেশ্য ছিল, যথাঃ- (১) কূটনৈতিক এলাকায় হামলা করে শক্তি সামর্থ্যের বিষয়ে জানান দেয়া, (২) বিদেশী নাগরিকদের হত্যা করে নৃশংসতা প্রদর্শন করা ও (৩) দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা। তানভীর কাদেরী তার প্রাইভেট কার বিক্রি করে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সন্ত্রাসী কার্যক্রমে প্রদান করে। আসলাম হোসেন র‍্যাশ হামলার জন্য ৪০ হাজার টাকা অর্থায়ন করে। এছাড়া হুন্ডির মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা টাকা সংগ্রহ করে। আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও হাদিসুর রহমান সাগরকে অস্ত্র সংগ্রহ এর দায়িত্ব দেয়া হয়। মামলার প্রকাশ্য ও গোপন তদন্ড়ে এবং প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমানে, গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, ফরেনসিক রিপোর্ট,

ব্যালেস্টিক রিপোর্ট এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবি'র নেতৃত্বের অতি উগ্র অংশ সারা দেশে খেলাফত ও শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেদের নব্য জেএমবি'র পরিচয় দিয়ে হোলি আর্টিসান বেকারীতে জংগী হামলা করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়। উক্ত হামলায় জড়িত ২১ জনকে সনাক্ত করা হয়। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ হামলাকারী ৫ জন সহ ১৩ জন বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়। অবশিষ্ট আট জন যথা-মোঃ জাহাংগীর আলম রাজীব গান্ধী, মোঃ আসলাম হোসেন র‍্যাশ, মোঃ আঃ সবুর খান @ হাসান, মোঃ রাকিবুল হাসান রিগেন @ রাফিউল ইসলাম রাফি, মিজানুর রহমান @ বড় মিজান, হাদিসুর রহমান সাগর, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ, মামুনুর রশিদ রিপন এর বির"দ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাদের বির"দ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের পূর্বে তিনি সরকারের অনুমোদনের জন্য দাখিল করেন এবং সরকারের অনুমোদন লাভ করে বর্ণিত আসামীদের বির"দ্ধে গুলশান থানার অভিযোগপত্র নং ১৫০ তারিখ ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ ধারা ৬(২)/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ দাখিল করেন। এই সাক্ষী উক্ত অভিযোগপত্র এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা, প্রদর্শনী-১০৬ ও ১০৬/১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ধৃত ৬ জন আসামীকে তিনি ডকে সনাক্ত করেন।

এই সাক্ষী আসামী মোঃ আসলাম হোসেন র‍্যাশ, রাকিবুল হাসান রিগেন, হাদিসুর রহমান সাগর, শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, সর্ব প্রথম ০৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল Diplomatic Zone এবং উক্ত এলাকায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ১টি বিশেষায়িত শাখা আছে। ৭৯ নং রোডে রাশিয়া ও ইতালীর এ্যামবাসী ও আশে পাশে অন্যান্য বিদেশী ক্লাব ও এ্যামবাসী আছে। ৭৯ নং সড়ক পূর্ব-পশ্চিম। ৭৯ নং সড়কের পশ্চিম প্রান্তে গুলশান এভিনিউ এবং পূর্ব প্রান্তে ৫ নং বাসা। এর পূর্ব পার্শ্বে লেক ও তার পূর্ব পাশে কূটনীতিক পাড়া। ৭৯ নং রোডে এবং কূটনীতিক এলাকায় সার্বক্ষনিক আইন শৃংখলা বাহিনীর পাহারা থাকে। বিচারে সোপর্দ আসামীদের মধ্যে রাকিবুল হাসান রিগেনকে তিনি প্রথমে শোন এরেস্ট দেখান। ১৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এর পূর্বে তিনি অত্র মামলার অনেকের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় রেকর্ড করেছেন। ১৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখের পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় যে সমস্ড় সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন, তারা কেউই রাকিবুল হাসান রিগেন সম্পর্কে কোন বক্তব্য দেয়নি। রাকিবুল হাসান রিগেনকে তিনি ২৫/৯/১৬ খ্রিঃ তারিখ মিরপুর মডেল থানার মামলা নং ৪৮(৭)১৬ হতে অত্র মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। ১২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ আদালতের কাছে রাকিবুল হাসানকে

গ্রেফতারের আবেদন করেন এবং আদালত তা ২৫/৯/১৬ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুর করে । ৪৮(৭)১৬ নং মামলার I.O এর সাথে ফোনে তিনি কথা বলেন। রিমান্ড শেষে ৩/৯/১৬ খ্রিঃ তারিখ রাকিবুল হাসানকে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে উপস্থাপন করেন। সে ছয় দিন তার কাছে রিমান্ডে ছিল। রাকিবুল হাসান রিগেনের I.S এর সদস্য হিসেবে কোন দালিলিক বক্তব্য নেই। আব্দুল- াহ নামে Facebook ID পাওয়ার কথা তার স্মরণ নেই। যে ৬টি বাসায় রকিবুল হাসান রিগেন থাকত, সে সমস্ড় বাসাসহ ভাড়াটিয়াদের বক্তব্য তিনি রেকর্ড করেননি। রাকিবুল হাসান রিগেন ও বাসা মালিকদের মধ্যকার কোন ভাড়াটিয়া চুক্তি তিনি তদন্ড়কালে জব্দ করেননি। ১৫৯ পাইকপাড়া, বউ বাজার এর বাড়িতে রাকিবুল হাসান ভাড়া ছিল মর্মে কোন বাসা মালিক থানায় তথ্য দেয়নি। রিয়াদুল সালেহীন নামে কোন বই তিনি জব্দ করেননি। রিয়াদুল সালেহীন নামে কোন বই আছে কিনা, তা তিনি খোঁজ নেন, কিন্তু বই পাননি। তবে তারা জানিয়েছে, এই ধরনের বই বাজারে আছে। তিনি Unofficially খোঁজ নেন। Tenament -3 তে Register ব্যবহার করতো না ও সেখানে CCTV ব্যবহার করতো না। উক্ত বাসার দারোয়ান ও ম্যানেজারকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। টেনামেন্ট- ৩ এ রাকিবুল হাসান রিগেন গিয়েছে মর্মে উক্ত বাসার দারোয়ানকে দিয়ে TI Parade করেননি। ঘটনার পর ঘটনা সম্পর্কে রাকিবুল হাসান কোন বক্তব্য কোন apps এর মাধ্যমে করেছে মর্মে কোন Forensic পরীক্ষা করেননি। রাকিবুল হাসান রিগেন পূর্ব হতে আহত ছিল। সে যে ধরনের আহত ছিল, সেজন্য ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপনের আগে রাকিবুল হাসান রিগেনকে তারা Crossfire এর ভয় দেখায় বা Crossfire থেকে বাঁচার জন্য উক্ত আসামী ১৬৪ ধারার কাগজে স্বাক্ষর করে বা তিনি তদন্ড়ে পেয়েছেন যে আসামী রাকিবুল হাসান এ ঘটনায় নির্দোষ বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি উক্ত আসামীর বির"দ্ধে চার্জশীট দিয়েছেন মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী হাদিসুর রহমান এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ২১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তারা হাসিদুর রহমান সাগরকে গ্রেফতার করেন বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্ড়র্গত কিছক বাজারের নীলা সিনেমা হলের সামনে থেকে। জিডি নং-২৫৫ তারিখ ২০/৩/১৮ মূলে বগুড়ার ডিবি পুলিশ হাদিসুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ২০/৩/১৮ ইং তারিখ দিবাগত রাত ১.৩০ টার সময় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। বগুড়ার ডিবি পুলিশ

গ্রেফতার করে বগুড়া কোন হাকিমের সামনে এই আসামীকে উপস্থাপন করেনি। বগুড়া ডিবি পুলিশ উক্ত আসামীকে থানায় না নিয়ে সরাসরি তাদের কাছে হস্ড়ান্ড়র করে। গ্রেফতারের পর বগুড়া পুলিশ উক্ত আসামীকে গ্রেফতারের বিষয়ে আসামীর আত্মীয়-স্বজনকে জানিয়েছে কিনা তা তার জানা নেই। যে জিডি মূলে আসামী হাদিসুর রহমান গ্রেফতার হয়, সেই জিডি তিনি জব্দ করেননি। জব্দ তালিকায় কিছক বাজারের কোন সাক্ষী নেই। নীলা সিনেমা হলের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী জব্দ তালিকার সাক্ষী নেই। উক্ত আসামীর নিকট হতে জব্দকৃত মোবাইলের Call list তিনি দেখেন। উক্ত মোবাইলের Call list ও message সম্পর্কে তার কোন তদন্ড় নেই।

তার জানা নেই যে, ০৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ গ্রেফতারের পর হতে ৫ মাস ১৩ দিন এই আসামীকে বগুড়া পুলিশ লাইনের ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে অবৈধভাবে আটক রাখা হয়। ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য ৫/৪/১৮ খ্রিঃ হাদিসুর রহমানকে ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে উপস্থাপন করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উপস্থাপনের আগে আসামী তাদের কাছে রিমান্ডে ছিল।

আসামী হাদিসুর রহমান তাদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং Crossfire থেকে বাঁচার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার এর কাগজে স্বাক্ষর করে বা স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার সময় সে ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে উপস্থিত ছিল বা শুধুমাত্র মারজানের ভগ্নিপতি হওয়ার কারণে সে উক্ত আসামীকে অত্র মামলায় জড়িয়েছে বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সে এই আসামীকে অত্র মামলার বিচারের জন্য সোপর্দ করেছে মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

নাচোল থানার পুলিশ আসামী সবুর খানকে পৌরসভার সদর রোড হতে ০৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ গ্রেফতার করে ২ মাস আটক রেখে উক্ত আসামীকে তাদের কাছে হস্ড়ান্ড়র করে বা ১৩ দিন রিমান্ডে রেখে Crossfire এর ভয় দেখিয়ে এবং অমানষিক নির্যাতন করে তাদের সৃজিত ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তির উপর তিনি জোর করে আসামী সবুর খান এর স্বাক্ষর নিয়েছেন মর্মে আসামী সবুর খান এর পক্ষে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী আসামী জাহাঙ্গীর আলম এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তিনি টাংগাইল জেলার এলেংগা চৌরাস্ড়ার কাছ থেকে ভোর ৭.৩০ টার সময় আসামী জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করেন। ১৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ থেকে এই আসামীকে ৮ দিনের জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়।

তারা রিমান্ডে এই আসামীর উপর অমানবিক নির্যাতন করে বা Crossfire এর ভয় দেখিয়ে আসামী জাহাঙ্গীর আলম এর কাছ থেকে ১৬৪ ধারায় বক্তব্যের উপর জোর করে স্বাক্ষর নেয় মর্মে ডিফেন্স পক্ষের সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

এই সাক্ষী আসামী মিজানুর রহমান এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, ১৪/০৩/২০১৭ ইং তারিখ এই আসামীকে দার ুস সালাম থানার মামলা হতে Shown arrest দেখানো হয়।

এই সাক্ষী আসামী মামুনুর রশিদ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, মামুনুর রশিদ তার অপর একটি মামলায় রিমান্ডে ছিল। Inquiry slip থেকে তিনি আসামী মামুনুর রশিদ সম্পর্কে জেনেছেন। Inquiry slip-এ আসামী মামুনুর রশিদ এর উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং ওজন ৬৫ কেজি লেখা আছে। ২৪/০৯/২০১৭ ইং তারিখ এস.আই খোকন চন্দ্র Inquiry slip দেয়। Inquiry slip-এ মামুনুর রশিদ এর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর এবং Passport নম্বর উলে- খ নেই। খোকন চন্দ্র ভৌমিককে তিনি সাক্ষী মেনেছেন। তিনি নিজে তার বাড়ীতে যাননি। প্রয়োজন নেই বলে আসামী মামুনুর রশিদ এর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ও পাসপোর্ট নম্বর নির্বাচন কমিশনের সার্ভার থেকে তিনি সংগ্রহে নেননি। খোকন চন্দ্র ভৌমিক লিখেছে, আসামীর মোবাইল নম্বর ও পাসপোর্ট নেই। মামুনুর রশিদ এর জন্ম তারিখ তিনি ২১/৭/১৯৮৮ খ্রিঃ উলে- খ করেছেন। নাগরিক সনদপত্রে মামুনুর রশিদ এর সংগে রিপন নেই। এই আসামীর পাসপোর্ট নম্বর আছে মর্মে তার জানা নেই। এই আসামীর ID NO. 101672142275 কিনা তা তিনি জানেন না। তিনি জানেন না যে, আসামীর মা এর নাম হাসিনা বিবি নয়, আসামীর মা এর নাম হাসনা হেনা বেগম। রাকিবুল হাসানের সাংগঠনিক নাম রিপন ছিল। তার জানা নেই যে, পার্সপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী আসামী মামুনুর রশিদ এর জন্ম তারিখ ৫/১০/১৯৮৭ খ্রিঃ।

এই সাক্ষী আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, আসলাম হোসেনকে তারা সরাসরি গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারে তারা বগুড়া ডিবি পুলিশের সহায়তা নেন। ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই আসামীকে নাটোর জেলা থেকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। নাটোর জেলা পুলিশ কোন্ জিডি মূলে গ্রেফতারে সহযোগিতা করছে, তা চার্জশীর্টে উলে- খ নেই। এই আসামীকে নাটোরের হাকিম আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি। গ্রেফতারের পর বগুড়া ডিবি পুলিশ জিডি করেছে কিনা- তা তিনি জানেন না। ২৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশকে গ্রেফতারের পর তার নিকট আত্মীয় কাউকে না পাওয়ায় তারা গ্রেফতারের বিষয়টি জানাননি। আসামীর কোন জিনিসপত্র তিনি জব্দ করেননি। তাকে ১০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ফৌজদারী

কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই আসামীর মিরপুরের ২টি বাসার পূর্নাঙ্গ ঠিকানা না থাকায় তিনি তাদের বাসার Trace করতে পারেননি। এই আসামী ৪০ হাজার টাকা বাড়ী হতে এনেছে বলে সে তাকে জানিয়েছে। এই আসামী তাকে বলেছে যে, সে বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্যদের Pick করেছে। এই আসামীর ১৬৪ ধারার জবানবন্দি ছাড়া অন্য কোথাও এই আসামী কর্তৃক অন্যদের Pick up করার বিষয়টি অন্য কোন সাক্ষ্য হতে পাননি। মিরপুরের দোকান হতে এই আসামী কর্তৃক বালিশ কেনার যে বিষয়টি C/S এ উলে- খ করেছেন, তা তদন্ড়ে সনাক্ত করতে পারেননি। সদরঘাটের কথিত ফার্মেসী তিনি Trace করতে পারেননি। এই আসামী ১১দিন রিমান্ডে ছিল। তদন্ড়ের কোন্ পর্যায়ে Dhaka University এর ID কোথা থেকে বানানো হয়েছে, তা তিনি জানেন না। ৭৯ নং সড়কটি DMP এর CCTV দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হোলি আর্টিসানে CCTV ছিল। হানিফ পরিবহনের টিকেট Manually ইস্যু করা হয় এবং তিন মাস পর্যন্ড় সংরক্ষণ করা হয়। CCTV পর্যালোচনায় এই আসামীকে ৭৯ নং রোডে পাওয়া যায়নি। এই আসামী কর্তৃক ঢাকা-চাপাইনবাবগঞ্জ যাতায়াতের সমর্থনে টিকেট এবং Passenger list তিনি সংগ্রহ করেননি। তার জানা নেই যে, এই আসামীকে বগুড়া ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে ৯ মাস আটক রাখা হয়।

ঢাকা ডিবি অফিসে এই আসামীকে আড়াই মাস আটক রাখা হয় বা সেখান থেকে তারা এই আসামীকে গ্রহণ করেন বা তদন্ড়ে পেয়েছেন এস.এস.সি পাশ করার পর সে IELTS কোচিং করছিল বা তার উপস্থিতিতে আসলাম হোসেন এর ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি সৃজিত হয় বা রিমান্ডে তাকে অমানবিক ও অমানষিক নির্যাতন করা হয় বা তাকে ক্রসফায়ার এর ভয় দেখানো হয় বা আসলাম হোসেন এর ওরফে নামগুলি তাদের দেয়া নাম মর্মে প্রদত্ত সাজেশন সমূহ এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর পক্ষ জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই আসামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পাশ করেছে, তবে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না। এই আসামী ২০১০ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেছে, তবে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে কি না তা তিনি জানেন না। এই আসামী ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হয়। সে ভারতে যায়, তবে বৈধভাবে ২৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ভারতে এই আসামী যায় কিনা জানেন না। তার জানা নেই যে, বাংলাদেশ পুলিশের অনুরোধে দিল- ী

পুলিশের এডিশনাল ডিসিপি ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এই আসামীকে আটক করে বা ১৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ২ টার সময় ভারতীয় পুলিশ কুমিল- া চেকপোস্ট দিয়ে একটি বিশেষ নিরাপত্তা সংস্থার কাছে এই আসামীকে হস্ড়ান্ড়র করে বা ২৫ মাস র‍্যাব হেফাজতে এই আসামী আটক থাকে। তদন্ড়কালে এই আসামীকে তিনি গ্রেফতার করতে পারেননি। আসলাম হোসেন র‍্যাশ তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে যে, আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ বাইয়াত নিয়েছে, এছাড়া অন্য কেউ বলেনি। সহ আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ভিত্তিতে আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর বির"দ্ধে তিনি চার্জশীটে অভিযোগ এনেছেন। সাঘাটা থানায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল এবং সেখানে প্রশিক্ষণ হত মর্মে সাঘাটা থানায় কোন জিডি নেই, তবে মামলা আছে। সাঘাটা থানায় এই আসামীর বির"দ্ধে কোন মামলা নেই। আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর বাসায় শরিফুল ইসলাম খালেদ, তামিম চৌধুরীর উপস্থিতিতে আসলাম হোসেন হতে ৪০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে।

এই সাক্ষী আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর পক্ষে জেরায় বলেন যে, তাহরীম কাদেরী একজন শিশু, তাহরীম কাদেরীর মা-বাবা উচ্চ শিক্ষিত। তাহরীম কাদেরীর ছোট ভাই পুলিশ অভিযানে নিহত হয়েছে।

সে তাহরীম কাদেরীকে আটক রেখে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই মামলা সংক্রান্ড়ে কিছু কথা শিখিয়ে দেয় বা তার শেখানো কথা সে ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে উপস্থাপন করে মর্মে প্রদত্ত সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষের উপরোল্লিখিত আলোচ্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি ও প্রসিকিউশন মেটিরিয়ার সমূহ সহ আসামী মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে রাশেদ ওরফে র‍্যাশ ওরফে আবু জাররা, মোঃ হাদিসুর রহমান, রাকিবুল ইসলাম রিগেন, মোঃ আবদুস সবুর খান (হাসান), জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী ওরফে সুভাষ ওরফে শান্ত ওরফে টাইগার ওরফে আদিল ওরফে জাহিদ ও মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমানের জন্য উপস্থাপিত সাকুল্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি।

আলোচ্য মামলার ঘটনার তারিখ ১লা জুলাই, ২০১৬ খ্রি: সময় রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকা থেকে ০২ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ সকাল অনুমান ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। ঘটনাস্থল ঢাকা মহানগরের অধীন গুলশান, ৭৯ নং রোডস্থ হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট এ্যান্ড বেকারী, গুলশান/ ২, ওয়ার্ড নং ১৯, গুলশান, ঢাকা।

প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনার তারিখ ঘটনাস্থলে উপস্থিত মোট ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিক সহ ঘটনা চলাকালে কর্তব্যরত অবস্থায় ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। তাঁরা হলেন;

1. Mr. Marco Tondat.

2. Mrs. Vincenzoo D' Allestro, Acerra (Naples)

3. Mrs. Simona Monti

4. Mrs. Maria Riboli

5. Mrs. Nadia Benedetti

6. Mrs. Adele puglisd

7. Mr. Claudio Cappelli

8. Mr. Cristan Rossi

9. Mrs. Claudia Maria D'Antona

10. Mr. Hasimoto Hideki

11.Mr. Ogasawarakoyo

12. Mr. Okamiura Makoto Eng

13.Mr. Tanaka Hiroshi

14. Sakai Yuko

15.Mr. Kurosaki Nobuhiro

16. Mrs. Shimodaira Rui

17. মিস তারিশি জৈন

18. অবিন্তা কবির

19. ফারাজ আইয়াজ হোসেন

20. ইশরাত জাহান আখন্দ

21. সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ রবিউল করিম

22. পুলিশ পরিদর্শক (নি:) সালাউদ্দিন আহম্মেদ খান।

এছাড়া, জাকির হোসেন শাওন নামে উক্ত রেস্টুরেন্টের ০১ জন কর্মচারী ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৮/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ মারা যায় এবং সাইফুল চৌকিদার নামের একজন কর্মচারী জিম্মিদের উদ্ধারের সময় ০২/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে নিহত যায়।

এছাড়া, ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় আটকে পরা জিম্মিদের উদ্ধারকালে ০২ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ সকালে ০৫ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়। তাদের নাম যথাক্রমে;

25. রোহান ইবনে ইমতিয়াজ,

26. মীর সামেহ্ মোবাশ্বের

27. নিবরাস ইসলাম

28. মোঃ খায়রুল ইসলাম পায়েল

29. মোঃ শফিকুল ইসলম উজ্জ্বল

ঘটনাস্থলে নিহত দেশী ও বিদেশী ২০ জন নাগরিক, ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা, হোলি আর্টিসান বেকারীর ০২ জন কর্মচারী ও অজ্ঞাতনামা ০৫ জন সন্ত্রাসীর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন সমূহ নিম্নরুপ:

১। ডিসিষ্ট MARCO TONDAT এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী - ৯) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার চুল কাল, চুলের রং মেহেদী কালার চুল লম্বায় ২ ইঞ্চি, মুখে ছোট খোজা দাড়ি মেহেদী রংয়ের, গোফ খোচাখোচা মেহেদী রংয়ের, মুখমন্ডল গোলাকার, মুখ খোলা সামান্য দাত দেখা যায়, ঠোট স্বাভাবিক, গলা স্বাভাবিক, কাধ স্বাভাবিক, ভ্রু কাল রংয়ের, চোখ বন্ধ, পাতার উপর ফোলা ও কাল দাগ, হাত দুইটি শরীরের সাথে লম্বা লম্বি, **মাথার পিছনে রক্তযুক্ত ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। ডান হাতের পিছনে রক্ত মাখা, সাদা কোডস ও সাদা মুজা পরিহিত।** যৌনাঙ্গ ও মলদ্বার স্বাভাবিক। **পরিহিত জামা কাপড় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে মাথা সহ রক্ত মাখা।**

২। ডিসিষ্ট ABINTA KABIR এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী - ১০) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পেছনে ০৪ টি বড় ধারালো অস্ত্রের কাটা জখম বিদ্যমান, ঘাড়ের পিছনে কাটা বড় দাগ, বাম হাতের কুনুইয়ের উপরে কাটা দাগ। ডান কাধের উপরে কাটা জখম দাগ ২ ইঞ্চি।

৩। ডিসিষ্ট TARISHA JAIN এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী - ১১) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

ডান পাশ দিয়া কান হয়ে পিছনের ঘাড় হয়ে বাম কান পর্যন্ড় একাধিক গভীর কাটা জখম চিহ্ন। যাহা ধারালো অস্ত্রের জখম বলিয়া প্রতীয়মান। ডান চোয়ালের থুতনি পর্যন্ড় ধারাল অস্ত্রের কাটা জখম চিহ্ন। ডান হাত লম্বালম্বি অবস্থায় তবে কবজি সহ ২ ইঞ্চি কাটা গভীর জখম চিহ্ন আছে। বৃদ্ধা আঙ্গুল বাদে সকল আঙ্গুল কাটা ধাড়ালো অস্ত্রের কোপের একাদিক জখমের দাগ আছে। বাম হাত লম্বালম্বি সোজা অবস্থায় তবে কবজির নিচের উপরে গভীর কোপের জখম আছে অসংখ্য । নাভীর উপর হতে বুক পর্যন্ত —$1\frac{1}{2}$ গভীর ধারালো অস্ত্রের ১৮/১৯ টি আঘাতের চিহ্ন আছে। পেটের ডান পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে কোমরে জখম পায়ের নিচে মের"দন্ড বরাবর ২/৩ টি গভীর কোপের জখম বিদ্যমান।

৪। ডিসিষ্ট HASHI MOTU HIDEKI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১২) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননা:

মাথার পেছনে কাটা ক্ষত লম্বা অনু ৪" গর্ত অনুমান ১/২ ইঞ্চি। ডান কানের লতি কাটা: কানের নিচে কাটা লম্বা অনুমান ১ ১/২ ইঞ্চি। ডান গলায় ৪ টি ক্ষত চিহ্ন। লম্বা অনুমান১ ১/২ ইঞ্চি গর্ত ১/২ ইঞ্চি, চোখ বন্ধ। ডান চোখের নিচে গুলির দাগ। বাম হাতের তালুতে কাটা ক্ষতের চিহ্ন। ডান দাফনার উপরে কাটা ক্ষত অনুমান ২"

৫। ডিসিষ্ট ফারাজ হোসেন এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৩) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননা:

মাথা রক্ত মাখা, মুখমন্ডল গোলাকার, ঠোট স্বাভাবিক, কপালের বাম পাশের ভ্রু ১" ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ আছে। ডান পাশের কানসহ ৬" লম্বা কাটা ও ২" গভীর কাটা দাগ, গলায় ৬" ও ২" গভীর কাটা দাগ আছে। পেট, বুক,নাভি স্বাভাবিক। ডান হাতের কব্জিসহ চারটি ৫" লম্বা ও ১/২ হাফ ইঞ্চি গভীর কাটা দাগ আছে। বাম হাত স্বাভাবিক, পিট, কোমর, পা স্বাভাবিক।

৬। ডিসিষ্ট OGASAWARA KOYO এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৪) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননা:

মাথার চুল কাল লম্বা অনুমান ২$\frac{1}{2}$" । মাথা ও নাকে রক্ত মাখা । মুখমন্ডল গোলাকার, মুখ বন্ধ, ঠোট স্বাভাবিক, গলা স্বাভাবিক কাঁধ হতে হাতের আঙ্গুল এর মধ্যে

বামহাতের কুনুয়ের পাশে কাটা দাগ, বুক স্বাভাবিক, পিঠের ডান পাশে কাধের নিচে দুইটি রক্তযুক্ত ছিদ্র, পাশে একটি কাটা রক্ত যুক্ত দাগ, পেটের একটু উপরে ০১ টি রক্তযুক্ত ছিদ্র ও বিভিন্ন স্থানে তিনটি ছোলা দাগ। পেটে, কোমড়ের ডান পাশে মোটা রক্তাক্ত দাগ। বাম পাশের বোঘলের নিচে বড় রক্ত মাখা ক্ষত চিহ্ন, বাম পাশের রক্ত যুক্ত ছিদ্র, মাথা , শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিহিত কাপড় চোপড়ে রক্ত মাখা, পায়ে কাল মুজা পরিহিত যৌনাঙ্গ ও মলদ্বার স্বাভাবিক পা দুইটি শরীরের সাথে লম্বা লম্বি **মাথার ডান পাশে রক্তাক্ত ছিদ্রযুক্ত আঘাত।**

৭। ডিসিষ্ট VINCEUZO DALLESTRO এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৫) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে গুলির চিহ্ন। মুখ মন্ডল লম্বাটে, ঠোট, গলা, কাধ স্বাভাবিক। দুই হাতের আঙ্গুল পর্যন্ড় স্বাভাবিক। বাম হাতের মধ্যে আঙ্গুলে রিং পরা, বুক, পেট স্বাভাবিক, কোমড় স্বাভাবিক। পিঠে অসংখ্য ছোট ছোট যখম, বাম পায়ের পাছার পিছনে ক্ষত চিহ্ন। ডান পাছার নিচে উর"তে ৪ টি মাঝারী ক্ষত চিহ্ন। ডান পায়ের হাঠুর নিচে গোড়ায় গুলির ক্ষত চিহ্ন। বাম পায়ের পাতায় গুলির চিহ্ন। নাক, কান, মুখ স্বাভাবিক। হাতের আঙ্গুল গুলো অর্ধ মুষ্টি পায়ের আঙ্গুল স্বাভাবিক।

৮। ডিসিষ্ট SIMINA RONTI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৬) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে নাক কানসহ একাধিক কোপে থেতলানো জখম, ডান গালে ২টি কাটা জখম। বাম গালে কালো জখম। মাথার বাম পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি গভীর কাটা জখম। বাম হাতের আঙ্গুল কাটা দাগযুক্ত।

৯। ডিসিষ্ট MARIA RIBOLI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৭) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে ফোলা জখম আছে, রক্তমাখা। গলার ডান দিকে ছিদ্র জখম। বাম পায়ের গোড়ারির পাশে কাটা জখম। বুক পেট পিঠ-স্বাভাবিক। যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক। **মাথার ডান পাশে ও কানের বাম পাশে একটি করে ছিদ্র জখম রক্তাক্ত অবস্থায়।**

১০। ডিসিষ্ট OKAMURA MAKOTO এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৮) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে ছিদ্র, জখম বিদ্যামান। এছাড়া দেহের অন্য কোথাও জখম চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না।

১১। ডিসিষ্ট TANAKA HIROSHI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -১৯) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

কপালের ডান পার্শ্বে ভ্রু এর উপর কাটা জখম বিদ্যমান। মাথার পিছনের ঘাড় বরাবর উপর হইতে বাম কানের লতি পর্যন্ড় ধারালো অস্ত্রের একাধিক কোপানো বড় ধরনের জখম বিদ্যমান, যাহার দৈর্ঘ্য ৫" এবং প্রস্থ ৩" (অনুমান)।

১২। ডিসিষ্ট SAKAI YUKO এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২০) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে ফোলা জখম আছে, মাথা রক্ত মাখা। বুক পেট পিঠ স্বাভাবিক।

১৩। ডিসিষ্ট- KUROSAKI NOBUHIRD এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২১) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

জিহব্বা দাত দ্বারা কামড়ানো। খোচা খোচা দাড়ি। **বাম কানের নিচে উপরে গুলির চিহ্ন এবং বাম কানের উপরে গুলির ছিদ্র। ডান পায়ের পাতায় জখম অনু ২" কাটা দাগ আছে ও ডান পায়ের গিরাার উপরে সামান্য কাটা দাগ।** যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক।

১৪। ডিসিষ্ট- NADIA BEN SOETTI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২২) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথা স্বাভাবিক, **পিছনের চুলগুলো রক্তে ভেজা।** কপাল স্বাভাবিক। মুখ মন্ডল ফর্সা লম্বাটে। ঠোঁট স্বাভাবিক সামান্য খোলা। নাক স্বাভাবিক **বাম কানে কাটা দাগ অছে। গলার**

বাম সাইড পিছনের দিকে গভীর ভাবে জবাই এর একাধিক চিহ্ন। ডান কাধ স্বাভাবিক ও ডান হাত লম্বালম্বী কবজীর উপর কাটা জখম বৃদ্ধা ও অনামিকা আঙ্গুল বাদে বাকী ৩ টি আঙ্গুল কাটা জখম ও বাম হাত লম্বালম্বি অবস্থায় কবজীর উপরে গোলাকার জখম রয়েছে। এছাড়াও বাম হাতের কবজির নিচে কাটা জখম রয়েছে। বাম হাতের আঙ্গুল গুলোতে কাটা জখমের চিহ্ন রয়েছে। বুক ও পেট স্বাভাবিক। কোমর হতে পা পর্যন্ড় স্বাভাবিক। দুই পা লম্বালম্বি অবস্থায় ছিল, দুই পায়ের আঙ্গুল স্বাভাবিক। পিট স্বাভাবিক।

১৫। ডিসিষ্ট ADELA PUGLISL এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২৩ নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননা:

থুতনীর নিচে ৬" পরিমান কাটা দাগ সেলাই করা । গলায় ৭" পরিমান কাটা দাগ। মাথর পিছনে কাটা দাগ দৈর্ঘ্য ৪" প্রস্থ ২"। ডান হাতের আঙ্গুলের উপরে ২"কাটা দাগ। ডান পায়ের বুকের উপরে ছিলা জখম। পেট, পিঠ স্বাভাবিক। যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক।

১৬। ডিসিষ্ট CLAUDIR CAPPELLI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২৫) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননা:

ডান চোখের নীচে গালে কাটা দাগ যা লম্বা অনু: ০১ ইঞ্চি, গভীর ০১ ইঞ্চি। মৃতের মাথায় এবং বিভিন্ন জায়গায় রক্ত দেখা যায়। মাথার বাম পাশে পিছনে গুলির ক্ষত চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, যা রক্ত যুক্ত।

১৭। ডিসিষ্ট CRISTIN ROSSI এর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২৬) নিম্মরুপ)ঃ

জখমের বর্ননা:

মাথার মাঝখানে কাটা জখম, লম্বা অনুমান ০২ ইঞ্চি এবং মাথার ডান পাশে দুইটি কাটা জখম, যার একটির লম্বা অনুমান ০২ ইঞ্চি, গভীর ১ ১/২ ইঞ্চি, অপরটির লম্বা অনুমান ০১ ইঞ্চি গভীর ১ ১/২ ইঞ্চি, ডান গালে থুতনীর নীচে ডান পাশে গুলির ক্ষত চিহ্ন যাহা রক্ত যুক্ত। মৃতের মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত দেখা যায়।

১৮। ডিসিষ্ট ISHRAT JAHAN এর সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২৭) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার পিছনে ফোলা জখম, সমস্ড় মাথা রক্ত মাখা। বুকপেট, পিট স্বাভাবিক। যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক।

১৯। ডিসিস্ট SHIMODIRA RUI সুরতহাল প্রতিবেদন-১৬ নিরূপঃ

জখমের বর্ননাঃ

গলার পিছনে ডান দিকে গভীর কাটা দাগ দৈর্ঘ্য ৪‘ প্রস্থ ২‘ বুক, পেট, পিঠ ও যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক। **ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু।**

২০। ডিসিষ্ট CLAUDIP MARIA সুরতহাল প্রতিবেদন-২০ ?? নিরূপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার বাম পাশে কপালের উপর গুলির ক্ষত ছিদ্র, পাশে কাটা দাগ, বাম হাতের তালুতে আঙ্গুলসহ কাটা জখম। বাম হাতে কনুইয়ের উপরে কালো জখম, বুক পেট, স্বাভাবিক, যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক **গুলির জখমে মৃত্যু।**

২১। ডিসিষ্ট মোঃ রবিউল করিমের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মোঃ রবিউল করিম বয়স অনুঃ (৩৮) বছর, লম্বা অনুমান ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ,চোখ বন্ধ , মুখ বন্ধ, কান স্বাভাবিক। **গলার বাম সাইডে গুলির ফুটা আঘাত, বুকের ডান প্বার্শে দুইটি ফুটা গুলির আঘাত ও ডান সাইড ফোলা ডান প্বার্শে স্পিন্টারের আঘাতের দাগ, বুকের মাঝামাঝি সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ও রক্ত ও স্প্রিন্টারের কাটা আঘাতের দাগ।** হাত দুইটি লম্বা লম্বি ও অর্ধমুষ্টি। পুরুষাঙ্গ দ্বারা বীর্য বাহির হয়েছে, মলদ্বার স্বাভাবিক। পুরুষাঙ্গ দ্বারা প্রস্বাব নির্গত হইতেছে। সমস্ড় শরীর সাদা কাপড় দ্বারা মোড়ানো।

২২। ডিসিষ্ট সালাহ উদ্দীন খান এর সুরতহাল প্রতিবেদন {প্রদর্শনী -৬(ক)) নিম্নরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মৃতের বয়স অনুমান ৫০, বছর লম্বা অনুমান ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা ,মাথার চুল আধা পাকা লম্বা অনুমান হাফ ইঞ্চি। মুখ মন্ডল লম্বাটে, চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ,

কান স্বাভাবিক, **গলার বাম সাইডে সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলির ফুটা দাগ এবং সাদা কাপড় দ্বারা ব্যন্ডিজ করা ,মাথার ডান সাউডে আঘাতের দাগ। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের দাগ ও রক্তের দাগ।** হাত নিচের দিকে অর্ধমুষ্টি অবস্থায় আছে। পায়খানার রাস্তা স্বাভাবিক। পুরাষাঙ্গ স্বাভাবিক গায়ে ছাই রংয়ের শার্ট এবং পড়নে কালো রংয়ের জিন্স প্যান্ট ও জাঙ্গিয়া।

২৩। ডিসিষ্ট শাওনের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মৃত শাওনের শরীরের রং কালো। লম্বা অনুমান ৫- ৩ $\frac{1}{2}$ 1মুখমন্ডল গোলকার। মুখ সামন্য খোলা জিবহা সামান্য বেরিয়ে আছে। ছোট দাড়ি গোফ আছে। মাথার চুল কালো লম্বা অনু: ২" চোখ দুটি বন্ধ বাম চোখের উপর সামন্য কালো দাগ পরিলক্ষিত। নাক দিয়ে লালা জাতীয় পানি বের হচ্ছে। কান স্বাভাবিক। ফোলা অবস্থায় কালো দাগ । ২ হাত লম্বা লম্বি অছে। ডান ও বাম হাতের কনুইয়ের নীচে ও কবজির কাছে চামডা সামান্য ফোলা। উভয়হাতের আঙ্গুল অর্ধ মুষ্টিবদ্ধ। **মুখে ও পেটে প্রায় ২০/২৫ টি স্প্রিন্টারের (বিস্ফোরন, ভচরা) এর কালো কালো দাগ। পিঠের ডান পাশে ফোলা ও কালো দাগ পরিলক্ষিত।** লিংগ স্বাভাবিক। পিউবিক হেয়ার কালো । অন্ডোকোষ ফোলা। মলদ্বারা দ্বারা পায়খানা বেরিয়েছে। দু পা লম্বালম্বিভারে আছে। এবং হাটুর নীচ হতে গোড়ালী পর্যন্ড় কালো দাগ। পায়ের গোড়া ফ্যাকাশে। মৃতের নাভী স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা বা ফোলা আছে। মৃতের পরিধেয় কোন কাপড় চোপড় নাই।

২৪. **ডিসিষ্ট অজ্ঞাত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২৮) নিম্মরুপঃ**

জখমের বর্ননাঃ

কপালের মাঝখানে এবং বাম চোখের উপর গুলির চিহ্ন থুতনীর বাম পাশে কাটা দাগ লম্বা অনুমান ১/২/১ ইঞ্চি গভীর ০১ উঞ্চি বাম গালে গুলির ক্ষত চিহ্ন, বুকের মাঝখানে কাটা দাগ লম্বা অনুমান ০৪ ইঞ্চি গভীর ১/২ ইঞ্চি, বুকের বিভিন্ন স্থানে চারটি গুলির চিহ্ন, পেটের বাম পাশে সামন্য ভুড়ি বের হওয়া, বাম হাত সম্পূর্ন ক্ষত বিক্ষত। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির দাগ দেখা গেল।

২৫.**ডিসিষ্ট অজ্ঞাত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -২৯) নিম্মরুপঃ**

জখমের বর্ননাঃ

মাথা স্বাভাবিক, **কপালের ডান দিকে কালচে আঘাতের চিহ্ন।** মুখমন্ডল লম্বাটে ও স্বাভাাবিক মখে খোচ দাড়ি আছে। দুই চোখ স্বাভাবিক তবে বাম চোখ অর্ধখোলা।নাক স্বাভাবিক। দুই ঠোট বন্ধ ওে স্বাভাবিক। গলা স্বাভাবিক ডান হাত স্বাভাাবিক **কিন্তু বগলের নিচে গোলাকার গভীর জখম।বাম হাতের উপর সামান্য থেতলানো জখম।** বুক ও পেট স্বভাবিক। দুই পা লম্বা লম্বি আঙ্গুল গওলো সহ স্বভাবিক। লিঙ্গের অগ্রভাগে বীর্য বিদ্যমান শরীরের পিছন পাশ **রক্তে ভেজা পায়ুপথ স্বাভাবিক।**

২৬.ডিসিষ্ট অজ্ঞাত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৩০) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

ডান হাতে সোজাসুজি কনুতে গোলাকার গভীর ছিদ্র জখম। ডান হাতের বোগলের নিচে গুলিবিদ্ধ জখম। বামহাতে সোজাসুজি অর্ধমুষ্ঠি এবং **বাম হাতে বগলের নিচে জখমের দাগ বিদ্যমান। ঘাড়ের নিচে গোলাকার গভীর ছিদ্র আছে। নাভীর উপরে বুকের নিচে পেটের মাঝখানে ডান পার্শ্বে দুটি গোলাকার ছিদ্র আছে। বাম স্তনের পাশে একটি গোলাকার ছিদ্র আছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গোলাকার ছিদ্র জখম বিদ্যামান কপালের মাঝখানে পুরাতন সামান্য কালোদাগ এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির ক্ষত রয়েছে।**

২৭ ।ডিসিষ্ট অজ্ঞাত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৩১) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

কপালের বাম পার্শ্বে গুলির চিহ্ন । বাম চোখের উপরে কাটা জখম লম্বা অনুমান দেড় ইঞ্চি, গভীর এক ইঞ্চি, বাম গাল সম্পূন ক্ষত বিক্ষত, বুকের ডান পার্শ্বে গভীর ক্ষত চিহ্ন সহ বুকের বিভিন্ন স্থানে চারটি গুলির চিহ্ন, নাভীর নিচে পেটে ক্ষত, ভূড়ি সামান্য বের হওয়া, ডান হাতের কনুয়েরর উপরে গুলির ক্ষত চিহ্ন, বাম হাতে কব্জিতে গুলির চিহ্ন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত, ডান পায়ের উড়ু এবং হাটুর উপরে গভীর কাটা দাগ, ডান হাটুর নিচে গুলির চিহ্ন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির দাগ বিদ্যমান।

২৮.ডিসিষ্ট অজ্ঞাত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৩২) নিম্মরুপঃ

জখমের বর্ননাঃ

মাথার নিচে ডান পার্শ্বে অনুমান ২ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পরিমান আড়াআড়ি গর্তের চিহ্ন যা থেকে রক্ত বের হচ্ছে প্রতীয়মান হয়। কপাল স্বাভাবিক, মুখোমন্ডল গোলাকার। মুখ অর্ধ খোলা দাঁত বের হওয়া। **ডান হাতের কব্জি হইতে আঙ্গুল পর্যন্ড় বিকৃত পোড়া দুমড়ানো মোচড়ানো। রহিয়াছে। বাম হাতের কব্জির উপর গুলির দাগ পরিলক্ষিত হইল। বুকে ও পিঠের নিচের**

অংশে ছোট ছোট গর্তের চিহ্ন (গুলির চিহ্ন) পরিলক্ষিত হইল পিঠ স্বাভাবিক। **বাম উড়ুতে অনুমান আড়াই ইঞ্চি পরিমান হাড় ভাংগা জখম পরিলক্ষিত হয়।** যোনাঙ্গ ও মলদার স্বাভাবিক। **এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলির ক্ষত আছে।**

উপরে বর্ণিত নিহত ২৯ জনের লাশের ময়না তদন্ত প্রতিবেদন সমূহ নিম্নরুপ:

১। ডিসিষ্ট Abinta Kabir এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫১) নিম্নরুপঃ

1) **Chop wounds found on (a) occipital region 3½"× ½"× bone line transversely. (b) just below (½") first wound 3"× ½"× bone. (c) Back of the right upon neck 3"× ½"× bone. (d) Back of the right . Mid neck 2"× ½"×bone.**
2) **Stab wound found on left. mid arm lateral aspect 1"×½"× Cavity.**
3) **Incised ½ wound found on right. Shoulder 2"×1"× bone.**
4) **Penetrating wound on right temporal region ¼"diameter.**
5) **Abrasionfoune on nack of the right elbow.**

On dissection: Haematoma found under the scalp on right Parietal, temporal and occipital region. ½"diameter bone fracture (perforation) found on right parieto- temporal region. Occipital bone found partially cut fractured. Meninges torsed. Epidural, subdural hemorrhage found on right parieto-temporal region of brain. Splinter recovered from brain and handed over to polioce Constable No. 11247.

Thigh muscle, Scalp hair preserved and handed, over to police.

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned wound which was ante-mortem and homicidal in nature.

২। ডিসিষ্ট **Marco Tondat** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫২) নিম্মরুপঃ

1) **Abrasions found on both knee (left knee ½" × ½"and right knee ½" × ½").**
2) **One entry wound of bullet found on occipital region (½"diameters) and round shaped. Scalp- Haematome found under the scalp on occipital region (2"× ½" area) Skull- Fractured occipital bone.**

2-ঝিল ীঃ- Injured

Epidural subdural haemorrhage found, Brain laccrated.

On dissection: Bullet enter into cranial cavity by piercing scalp, occipital bone, passes forward laceraterd brain and loged in frontal bone. One deformed bullet was recovered and handed over to Constable No. 11247.

Hair, thigh muscles sent for DNA Profiling.

In my opinion, death was due to hemorrhage and shock resulting from above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

৩। ডিসিষ্ট **Hashi Moto Hideki** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৩) নিম্মরুপঃ

Chop wound found on (a). Right parieto- occipitil region (6"× ½"×bone) (b)Right side of occpital (3"× ½"× bone) (c) Right

side of upper neck (1"× ½"× bone) d) Right upper neck to chin 5 in number. Skin deep.

Penetrating wound found on right cheek ¼" diameter.

On dissection: Extravasation of clood found in the wound stated above. Haematoma found under the scalp on right side of frontal, right parietal, temporal and occipital region. Cut fracture found on right parietal and occipital bone. Subdural hemorrhage found. Mentioned injuries were antemortem. Hair, thigh muscle sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a reselt of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

৪। ডিসিষ্ট **Tarisha Jain** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৪) নিম্মরুপঃ

1) **Multiple attempted chop wound on right upper neck, mandible (10"×4") right ear cut.**
2) **Chop wound found on right parieto temporal (3"×1× bone).**
3) **Multiple chop wound found on a) Dorsum of both hand and wrist, right lower forearm 6"area.**
4) **19 incised (chop) on the front of the abdomen and lower chest, skin deep.**
5) **Multiple penetrating wound of bullet found on right thigh.**

Scalp Haematom,, found under the scalp on right parieto occitital rigion Skull- fracture occipital region.

On dissection: Extravasation of blood found in the wound stated above viscras found pale, Mentioned injuries were antemortem. Multiple pellets recovered from right high

thigh, deformed bullet recovered from right temporal which was handred over to Cons. No. 11247.

Hair, thigh muscle sent for DNA profiling .

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante- mortem and homicidal in nature.

৫। ডিসিষ্ট ফারাজ হোসেন এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৫) নিম্মরুপঃ

1) One cut throat wound found on upper neck above thyroid cartilage 4"×1"× bone of which 2 **½" right side**, 1 **½" left side.**
2) **Chop wound found on back of right Ear 5"×1×Bone**
3) **Multiple chop wound found on right Lower forearm.**

On dissection:- Injury No. 1, cut skin, muscles, vessels and nerves of front of the neck, larynx and trachea, oesophagus, cervical 3rd and 4th vertebra. Liquid and clotted blood found in the respiratory passage. Mentiloned injuries were ante-mortem.

In our opinion, death was due to hememorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

৬ । ডিসিষ্ট **Ogasa Wara Koyo** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৬) নিম্মরুপঃ

1) **Entry wound of bullet found on back of righ shoulder $\frac{1}{3}$" diameter 2 in number.**
2) **Corresponding exit wound on left axilla ½"diameter, 3" below apex.**
3) **One entry wound of bullet found on right temporal region 1/3"diameter.**

4) **Entry wound of bullet found on-(a) Left side of mid abdomen $\frac{1}{3}$" ,(b) ½" right from midline.**

5) **Corresponding 2 exit wound found on right side of abdomen –(a) 1 ½" right from midiline, (b) 5" right from umbilicus.**

6) **Bruise found on front of the chest.**

On dissection:- Bullet entered into cranial cavity by piercing scalp on right temporal region. Fracturing right temporo- prietal and frontal bone, passes forward and toward left lacerated brain and lodged in left frontal bone, recovered and handed over to escorting police Constable. No -11247, another bullet recovered from back of mid –abdomen beneath the skin.

In our opionion, death was due to neurogenic shock as a result of above mentioned bullet injurues which was ante-mortem and Homicial in nature.

৭ । ডিসিষ্ট **Vince Vzo Dalles** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৭) নিম্নরুপঃ

1) **Enty wound of bullet found on occipital region $\frac{1}{3}$" diameter**

2) **Multiple penetrating wound of pellets found on right upper leg to lower leg.**

3) **Swelling found on right parieto- temporal region.**

On Dissection: Hematoma found under the scalp on both parietal, temporal and occipital region. $\frac{1}{3}$" round bone absent on occipital bone. Bullet entered in cranial cavity by piercing scalp. Fracturing occcipitial bone, passes up wards forward and towards the right lacerated brain and handed

over to the Constable No.-11247.Hair and thigh muscle send for DNA profiling.

In our opinion, death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

৮। ডিসিষ্ট **Simina Ronti** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৮) নিম্মরুপঃ

1) **Multiple chop wound found on right side of back of head, right ear, right parietal region.**

Scalp- Haematoma found under the scalp on frontal, both parietal right temporo-ccipital region.

Skull- Cut fracture right parietal, temporal and occipital .

On dessetion: Haematoma found under the scalp on frontal, both parietal, right temperd and occipital region. Cut fracuture found on right parietal, temporal and occipitial bone. Subdural hemorrhage also found. Mentioned injuries where ante-mortem. Hair and thigh muscle send for DNA profiling.

In our opinoion, death was due to hemorrhage followed by shock as a rusult of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

৯। ডিসিষ্ট **Maria Reboli** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৫৯)নিম্মরুপঃ

1) **Entry wound of bullet found on a) right parietal $\frac{1}{3}$" diameter b) left side of frontal $\frac{1}{3}$" in diameter.**

2) **Lacerated wound found on medial aspect of left thigh 2 in number ($\frac{3}{4}$"× $\frac{1}{3}$")each.**

3) **Penetrating would found on the right side of neck ($\frac{1}{3}$"× $\frac{1}{3}$"× Cavity).**

On dissection: Haematoma found under the scalp on both parietal and frontal region. Frontal and right parietal bone found fractured. Epidural, subdural hemorrhage found, brain lacerated, 2 Bullets recovered from brain and handed over to Cons. No. 11247.

HVS, Hair, thigh muscle sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১০। ডিসিষ্ট **Okmura Makoto** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬০) নিম্নরুপ ঃ ১০

1) **One entry would of bullet found on right parietal $\frac{1}{3}$" diameter, $\frac{2}{2}$" from midline and 4" from external occipital protuberance.**

On dissection: Haematoma found under the scalp on both parietal and occipital region, postises past of right parietal bone found fractured. Subdural hemorrahage found. Deformed bullet recovered from right parietal bone which was hundred over to Cons No.11247.

Hair, thigh muscle sent for DNA Profiling.

In our opinion, death was due to come as a result of above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১১। ডিসিষ্ট **Tanaka Hiroshi** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬১) নিম্নরুপ ঃ

1) **Chop wound found on a) Temporal region 6"×2"× bone, b) Occipital region 2 in number, i) 4"×1"× bone ii) 3"×1"× bone.**
2) **Cut injury left ear (½"× ½")**
3) **Incised wound right eyebrow 1"× ½" × bone**
4) **Penetrating wound on right maxilla ½" round.**

Scalp- Haematome found under the scalp on left temporo and occipital bone.

On dissection: Skull-fractured of left temporal and occipatal bone. Extravasation of blood found in the wound stated above. Haematoma found under the scalp on left temporo –Occipital region. Left temporal and occipital bone fractured. Subdural hemorrhage found. Mentioned injuries were ante-mortem. Hair and thigh muscle sent DNA profiling. In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১২। ডিসিষ্ট **Sakai Yuko** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬২) নিম্নরুপ ঃ

1) **Lacerated wound found on (a) Right side of frontal area (½"×½"), (b) Right parietal (1"×½").**
2) **Both Eye black.**
3) **Swelling on the back of head and neck.**

On dessetion: Haematoma found under the scalp on right side of frontal right parietal and occipital region. Frontal right parietal bone found fracutured. Subdural hemorrhage found all over the brain. HVS

sent for histopathology. HVS Hair and thigh muscle sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a rusult of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১৩। ডিসিষ্ট Kuro Saki Nobuhiro এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী - ৬৩)নিম্মরুপঃ

1) Penetrating wound found on (a) Right check (¼" diameter) (b) front of right ear lobule (¼" diameter).
2) Entry wound of bullet found over right mastoid ($\frac{1}{3}$ "diameter)
3) Entry woud of bullet found on right occipital below 2nd wound ($\frac{1}{3}$ "diameter)
4) 3 Scratch found on right side of the neck.
5) Abrasions found on right sole (2"× ¼") and right ankle ($\frac{1}{3}$"× ¼").

On dissetion: Haematoma found over the skull on frontal. both parietal , right side of occipital region subdural hemorrhage found. One (1) deformed bullet recovered from right mastoid process and handed over to police Con. No.11427.

In our opinoion, death was due to coma as a rusult above mentioned bullet injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১৪। ডিসিষ্ট Nadia Ben Soetti এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৪)নিম্মরুপঃ

1) **Multiple attempted chop wound found on left side to back of neck and left cheek 9"×4× bone.**

2) Multiple chop wounds found on both hand, left uper forearm to dorsum of hand, left upper arm.

On dissection: Extravasation of blood found in the wounds stated above. Haematoma found under the scalp on left temporal and occipital region. Occipital bone found cut fractured and found partially cut. Mentioned injuries were ante-mortem.

Hair and thigh muscle sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১৫। ডিসিষ্ট **Adela puglisl** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৫) নিম্নরুপঃ

1). Multiple scratch mark on right side of the neck.

2) Incised wound on right dorsum of hand measuring (2"×1").

3) Multiple attempted chop wound on right temporal region measuring (6"×1"×bone depth).

4. Multiple attempted chop wound on frontal to occipital region measuring (8"×2"× bone).

5. Multiple attempted chop wound below the thigh measuring(6"×2"×bone).

Scalp- Haematoma found on right frontal and temporal region.

Skull- Fracture of right frontal and temporal bone .

On dissection: 1) Right frontal and temporal bone fractured 2) haematoma found beneath the scalp of right fronto- temporal region.

HVS for microbiological examiniation and DNA profiling.

Thigh muscle and hair for DNA profiling.

In our opinion, the cause of death was due to haemorrhage followed by shock as a result of above mentioned injuries which was ante –mortem and homicidal nature.

১৬। ডিসিষ্ট Shimodira Rui এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৬) নিম্নরুপঃ

1). Chop wound found on right side of neck (4"×1"× bone) cervical C 4-5 Vertebra cut.

2) Abrasion found on left side of forehead (¼" × ¼")

Scalp- Haematoma found in frontal and both temporal.

Skull-Frontal bone fractured. Cervical 4, 5 Vertebra Cut.

On dessetion: Haematoma found under the scalp on frontal, both temporal region, frontal bone found fractured, subdural hemorrhage found. Chop wound injured skin, muscles, vessels of right side of midline, Cervical vertebra 4, 5 and spinal cord. Above mentioned injuries were ante mortem.

In our opinion, death was due to shock (Neurogenic) as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১৭ । ডিসিষ্ট Claudir Cappelli এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৭) নিম্নরুপঃ

1). Abrosion found on right side of forehead (½"× 1/3").

2) . Lacerated injury found on right cheek (1"× ½").

3). Entry wound of bullet (¼") indicates on left side of occipital region.

Scalp- Haematoma found under the scalp on left side of frontal region .

Subdural hemorrage found.

On dissection: Haematoma found on left side of occipital region under scalp. Subdural hemorrhage found and brain lacerated. Deformed bullet recovered from left side of occipitial bone and handed over to Con. No. 11247.

Hair, thigh muscle sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to coma as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

১৮। ডিসিষ্ট Cristin Rossi এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৮) নিম্নরুপ ঃ

1) **Entry wound of bullet $\frac{1}{3}$" in diameter found on right temporal region with blackening, Tattooing, Singeing of hair.**
2) **Chop wound found on a) occipitial region 3"×1"× bone (b) Right side of upper neck 2 ½"×1"× muscle cut (c) left parietal occipital region 2 ½× ½× bone d) Left side of occipital ½" × ½" bone).**
3) **Bruise found on right lower thigh lateral aspect 3"× 2".**

On dissection: Haematoma found under the scalp on frontal, parietal, right temporal and occipital region. Frontal, right temporal, left parietal bones found fractured. Epidural and subdural hemorrhage found. Brain lacerated. Deformed bullet recovered from left side of frontal bone and handed over to Cons No. 11247.

In our opinion, death was due to coma as a result of above mentioned bullet injuries which was ante- mortem and homicidal in nature.

১৯। ডিসিষ্ট Israt Jahan এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৬৯) নিম্নরুপঃ

1) **Bruise found on both knee with abrasion-Right- 2"×1". Left 3"× 1 ½".**
2) **Swelling found on frontal region.**
3) **Bruise found on right side of forehead (2"×1").**

On dissection: Haematoma found under the scalp on left side of frontal, left parieto- temporal- occipital region. Frontal bone found fractured. Subdural hemorrhage found. Mentioned injuries were ante-mortem. Hair and thigh muscle send for DNA profiling.

In our opinion, death was due to hemorrhage followed by shock as a result of mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

২০। ডিসিষ্ট Claudip Maria dantona এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী - ৭০) নিম্নরুপঃ

1) **Abrasion found on left Zygomatic area**
2) **Lacerated wound found on a) left side of forehead 2 in number ½"× ½" each. b) left lower forearm ½"× ½". c) left upper arm ½"× ½. d) left ear ½"× ½". e) left mastoid ½"× ½".**

On dissection: Haematoma found under the scalp on frontal, left parietal- temporal region. Frontal bone found fractured. Subdural hemorrhage found.

HVS, Hair, thigh muscle, under garments sent for DNA profiling.

In our opinion, death was due to coma as a result of above mentioned injuries which was ante-mortem and homicidal in nature.

২১। ডিসিষ্ট Robiul Karim এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৮৩) নিম্নরুপঃ

1). A stellate shaped penetrating wound found on left side of the neck measuring (½" Diameter).

2. Two stellate shaped penetrating wound found on left side of chest 2" apart from each other (½ Diameter).

3. Multiple penetrating wound found on different parts of the body.

On dissection: Right lung found injured, liver found injured.

Cause of death was due to shock resuliting from above mentioned penetrating injuries which were ante-mortem and homicidal in nature.

২২. ডিসিষ্ট Md. Salauddin Khan এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৮৬) নিম্নরুপ ঃ

1) **One stellate sharped penetrating wound on right side of the neck (½"diameter).**
2) **Two penetring wound on right side of the chest 2" a part from each other.**
3) **Multiple penetrating wound found on different part of the body.**

On dissection: (1) splinter was recovered from in between C3 < C4 vertebra spine which was perforated and complete torrid the 1st (illegible) vein.

In my opinion, the cause of death due to sudden cardiac arrest due to air ambolism resulting from avove mentioned injuries which was ante- mortem and homicidal in nature.

২৩। ডিসিষ্ট Shaon এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৮৪) নিম্নরুপঃ

1). Multiple abrasion found on (a) left lower thigh 1"× ½" (b) Left knee joint 1"×1" on left leg 1"× ½" (c) Mid leg ½" × ½" (d) half lower right ½"× ½" (e) Both arm ½" × ½".

2. Multiple penetrating wound found on front of the abdomen and chest.

Scalp- Haematoma found on the scalp of frontal both parieto-temporo occipital region.

Subdural hemorrhage found on frontal area.

On dissection: Extravasation of blood found under the skin (a) left thigh to ankle 27"×5" (b) Right thigh to ankle 27"×5" (c) Both mid forearm to mid arm 10"×4".

Viscera sent for chemical analysis.

Opinion regarding cause of deth is kept pending till receipt of chemical analysis report.

২৪. ডিসিষ্ট **Unknown** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৭১)নিম্নরুপঃ

1) **. One entry wound of bullet ($\frac{1}{3}$") of diameter found on left upper neck.**
2) **. Corresponding exit wound found on left side of chin.**
3) **. Four entry wounds of bullet found left side of abdomen side by side.**
4) **. Corresponding exit wounds on right side of abdomen below umbilievs.**
5) **. Left mid arm to hand crushed due to blast injury.**
6) **. Incised wond found on left side of upper abdomen (3"× 1"×muscle).**
7) **. Lacerated wound found on left anterior superior iliac spine (½"× ½").**

On dissection: Bullets entered into abdominal cavity and injured small and large intestine at multiple sites, stomach and liver. One bullet removed from medial side of left leg, underneath skin, Visera, blood sent for chemical analysis.

Hair, teeth sent for DNA profiling.

Opinion regarding cause of death is kept pending till receipt of cheminal analysis report.

২৫। ডিসিষ্ট Unknown এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৭৩) নিম্নরুপঃ

1) **One entry wound of bullet on back of abdomen $\frac{1}{3}$"diameter 1"left from midline 12" below e 7.**
2) **Corresponding exit wound found on right axilla ½" diameter (torn) 2" below apex.**

On dissection: Bullet entered into chest cavity injuring descending thoracic anteing, right lung and exit. Chest cavity found full of clotted and liquid blood. Viscera found pale.

Viscera blood sent for chemical analysis.

Tooth, Hair sent for DNA profiling.

Opinion regarding cause of death kept pending till receipt of chemical analysis report.

২৬। ডিসিষ্ট Unknown এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৭৫) নিম্নরুপ ঃ

1) **One entry wound on right shoulder ($\frac{1}{3}$" × $\frac{1}{3}$") having corresponding exit wound on back of upper arm ($\frac{3}{4}$ " × $\frac{1}{4}$").**
2) **One entry wound on lateral aspect of right mid arm ($\frac{1}{3}$ "× $\frac{1}{3}$") having corresponding exit wound on medial aspect of right mid arm ($\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}$").**
3) **One entry wound on right mid lateral chest which is 5"apart from the right axilla having corresponding exit wound on left lateral mid chest ($\frac{1}{3}$ "× $\frac{1}{3}$) which is 3" apart from axilla and 5"apart from left nipple.**

4) **Entry would on lateral aspect of abdomen which is 9" apart from umbilicus having corresponding exit wound on right back chest ($\frac{3}{4}$ " × $\frac{1}{4}$").**

5) **Multiple penetrating wound on right epigastretum, left lateral aspect of abdomen, left inguinal region and right shoulder.**

On dissection: Both lungs and heart found injured.

Viscera, blood sent for chemical analysis .

Hair, teeth sent for DNA profiling.

Opinion regarding cause of death is kept pending till receipt of chemical analysis report.

২৭ । ডিসিষ্ট **Unknown** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৭৭)নিম্নরুপ ঃ

1). Entry wound of bullet found right side of forehead ½" and

2. Corresponding exit wound found left cheek.

3. Entry wound of bullet found on right side of abdomen.

4. Corresponding exit found on left side of abdomen.

5. Entry wound of bullet found on right elbow.

6. Corresponding exit would found on lateral aspect of right elbow $\frac{1}{3}$" diameter.

7. Entry wound of bullet 4 in number $\frac{1}{3}$" diameter found on right lower limb.

8. Corresponding exit wound found on frontal aspect,

9. Entry wound of bullet found on left hand palmati aspect.

10. Corresponding exit wound found on dorsal aspect.

11. Incised wound found on right upper arm 3"×1 ½× muscle.

12. Multiple small penetrating wound found on lower abdomen.

13. Bomb blast injury found on left side of face, left cheek burnt and left sided upper and lower jaw teeth are visible.

Scalp – Haematoma found under the scalp on frontal region.

Skull-frontal bone was fractured and injured.

On dissection: Multiple bullet enter into abdominal cavity and injured all the viscera on multiple site. Mentioned injurin were ante mortem.

Viscera, blood sent for chemical analysis.

Hair, teeth sent for DNA profoling.

Opinion regaridng cause of death is kept pending fill receipt of cheminal analysis report.

২৮। ডিসিষ্ট **Unknown** এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৭৯)নিম্নরুপ ঃ

1). Right hand crushed and absent due to bomb blast.

2). Multiple penetrating wound on right upper arm, lateral aspect of right lower chest just above right knee, mid dorsum of right foot, mid dorsum of left foot, left knee medial aspect of left thigh, left iliac crest, right epigastric, right, lower chest.

3. One entry wound on lateral aspect of right upper thigh 8" above right knee joint having corresponding exit wound on medial aspect of right lower thigh ($\frac{2}{3}$"×$\frac{1}{3}$ ") which is 3"above right knee joint.

4. One entry would on medial aspect of left mid thigh ($\frac{1}{3}$"×$\frac{1}{3}$") having corresponding exit wound on right mid thigh measuring ($\frac{3}{4}$ "×$\frac{3}{4}$").

On dissection: Fracture of right parietal, right temporal and occipital bone. All organs are pale.

Viscera, blood sent for chemical analysis.

Hair, teeth sent for DNA profoling.

Opinion regaring cause of death is kept pending till receipt of chemainal analysis report.

২৯। ডিসিষ্ট Unknown এর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী -৮১) নিম্নরুপঃ

1. Entry wound of bullet wound found on right lower chest below nipple $\frac{1}{3}$" diameter.

2. Corresponding exit found on left lower abdomen (a) 4" left from midline 14" below left nipple. (b) 1" below umbilicus ½" diameter.

3. Entry wound of bullet found on right lower arm $\frac{1}{3}$ " diameter.

4. Corresponding exit wound found on medial aspect of right lower arm ½ diameter.

On dissection: Bullets entered into chest cavity passes down backward toward left and injured right lung, diaphragm, right (torn) of liver, small and large intestine. Chest and abdominal cavity found full of clotted and liquid blood.

Viscera, blood sent for chemical analysis.

Hair, teeth sent for DNA profyling.

Opinion regarding cause of death is kept pending till receipt of chemical analysis report.

নথিদৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সন্ত্রাসীদের আলোচ্য হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, গুলি, ধারালো ছোরা, চাপাতি ইত্যাদি ১নং জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করা হয়েছে, যা প্রদর্শনী-১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জব্দকৃত আলামতগুলি নিম্নরূপ:

১। টি সাদা কাপড়ের রুমাল।

২। ২ টি এম. এম. পিস্ড়ল যাহার গায়ে BIHAR নলের শেষের ভাগে F65 লেখা আছে।

৩। ২ টি ৯ এম. এম পিস্ড়ল যাহার গায়ে Made in Japan লেখা আছে।

৪। ১ টি ৯ এম.এম. পিস্ড়ল যাহার গায়ে Japan Italy অপর পাশে China লেখা আছে।

৫। ১ টি একে-২২ মেশিনগান, বডি নং-১০২৫৭৩ যাহার গায়ে Made in Chaina লেখা আছে।

৬। ১ টি একে-২২ মেশিনগান, বডি নং ২৭৩৫১৪ যাহার গায়ে Made in USA লেখা আছে।

৭। ১ টি একে-২২ মেশিন গান, বডি নং ২২৩৫৪ যাহার গায়ে Made in USSR লেখা আছে।

৮। ৭ টি একে-২২ মেশিনগান এর ম্যাগাজিন।

৯। ৬ টি ৯ এম. এম. পিস্ড়লের ম্যাগাজিন যাহার মধ্যে ২ টির পিছনে F65 লেখা আছে।

১০। ৯ এম. এম পিস্ড়লের তাজা গুলি-৬ রাউন্ড।

১১। ৭.৬৫ পিস্ড়লের তাজা গুলি ২৮ রাউন্ড, ২ টি কার্তুজের মাথার অংশ ভিতরের দিকে ডাবানো আছে।

১২। ৩৫ রাউন্ড একে-২২ মেশিনগানের তাজা গুলি।

১৩। ২২ বোর একে -২২ মেশিনগানের তাজা গুলি ৪৪ রাউন্ড যাহার পিছনে E লেখা আছে।

১৪। ১২ রাউন্ড 61×6 এর তাজা গুলি কার্তুজ।

১৫। ২ রাউন্ড 7.62 এর তাজা গুলি/কার্তুজ।

১৬। ১০৫ টি 9 mm ক্যালিভারের কার্টিজ/ গুলির খোসা প্রতিটি HEAD- এ 9×1931160 লেখা আছে।

১৭। ১৯৫ টি 7.62 ক্যালিভারের কার্টিজ/ গুলির খোসা যার গায়ে 7.62× 39 BOF 10 লেখা আছে।

১৮। ৯ টি গ্রেনেড সেফটি পিন।

১৯। ৫ টি নষ্ট গুলি।

২০। ৬ টি .২২ বোর (একে-২২ মেশিনগানের) কার্টিজ/গুলির খোসা যাহার পিছনে E লেখা আছে।

২১। ৩ টি ছোট নাট, যাহা স্প্রিন্টার হিসেবে ব্যবহত।

২২। ১ টি ছোরা, যা কাঠের বাটযুক্ত লম্বা অনুমান ১৮ ইঞ্চি, যার হাতল কমলা রংয়ের রাবার দ্বারা মোড়ানো।

২৩। ১ টি চাকু, যা কালো প- াষ্টিকের বাটযুক্ত লম্বা অনুমান ৯ ইঞ্চি।

২৪। ১ টি চাপাতি, যা কাঠের বাটযুক্ত লম্বা অনুমান ১৩ ইঞ্চি।

২৫। ১ টি ছোরা যাহা লম্বা বাট সহ ১ ফুট ৬.৫ ইঞ্চি।

উলে- খিত আলামত ২৩ নং অজ্ঞাত ডেড বডির নিকট হইতে ৮ টি তাজা কার্তুজ, ৩ টি সেফটি পিন এবং ১ টি চৌখা গুলি যাহাতে খোসা নাই পাওয়া যায়, ২৫ নং অজ্ঞাত ডেড বডির নিকট হইতে ১২ টি ৭.৬৫ তাজা কার্তুজ এবং ২ টি কার্তুজের মাথার অংশ ভিতরের দিকে ডাবানো আছে। ২ টি ১০০ টাকার নোট, ২২ টি ২০ টাকার নোট পাওয়া যায়।

প্রসিকিউশন পক্ষের মৌখিক সাক্ষ্য হতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকায় ঢাকা মহানগর গুলশান এলাকার হোলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী ০৫ যুবক অস্ত্র ও গ্রেনেড সহ প্রবেশ করে উক্ত বেকারীতে অবস্থানরত দেশি ও বিদেশী নাগরিকসহ উক্ত বেকারীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে পূর্বে উলি– খিত ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করে। আলোচ্য ঘটনা শুর" হলে উক্ত ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঐ এলাকায় কর্মরত পুলিশ বাহিনীসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎকালীন কমিশনার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগন

ঘটনাস্থলের সামনে উপস্থিত হয়ে উক্ত বেকারীতে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীদের গুলি ও গ্রেনেডের আঘাতে কর্তব্যরত ০২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়।

এই মামলায় প্রসিকিউশন পক্ষে মোট ১১৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেছে। তাদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পি. ডাবি- উ-১ এই মামলার এজাহারকারী।

পি. ডাবি– উ-২, পি. ডাবি– উ-৪, পি. ডাবি– উ-৫, পি. ডাবি– উ-৬, পি. ডাবি– উ-৭, পি. ডাবি– উ-৮, পি. ডাবি– উ-১২, পি. ডাবি– উ-১৬, পি. ডাবি– উ-১৭, পি. ডাবি– উ-৪৫, পি. ডাবি– উ-৬৩, পি. ডাবি– উ-৬৪, পি. ডাবি– উ-৬৬ ও পি. ডাবি– উ-৬৭ আলোচ্য মামলার ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও মালিক। এদের মধ্যে পি. ডাবি- উ-৪৫, পি. ডাবি– উ-৬৪, পি. ডাবি– উ-৬৬ ও পি. ডাবি– উ-৬৭ আলোচ্য ঘটনার শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ড় ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্টে উপস্থিত থেকে ঘটনাটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন মর্মে দাবী করেছেন।

পি. ডাবি– উ-৪৫ দিদার হোসেন এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত পৌনে ৯ টায় হোলি আর্টিসান বেকারীতে কুক হিসেবে রান্না করছিলেন। তখন হঠাৎ গোলাগুলি শুর“ হলে তারা কিচেনের ০৯ জন ষ্টাফ কিচেনের বাইরে একটি ওয়াস র“মে ঢুকে পড়েন। এরপর রাত্র ২.৩০ টার সময় দুজন সন্ত্রাসী এসে তাদের গেট খুলতে বললে তারা গেট খুলে দেন। সন্ত্রাসীরা তাদের হাত উচুঁ করতে বললে, তারা হাত উচুঁ করেন। এরপর সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ওয়াশর“ম থেকে বাহিরে নিয়ে আসে। সন্ত্রাসীরা তাদের কাছে জানতে চায়, তারা বাংলাদেশী ও মুসলমান কি-না। তারপর সন্ত্রাসীরা তাদেরকে আবার ওয়াসর“মে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সিটকিনি দিয়ে আটকিয়ে রাখে। ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে লোহার ১টি রড দিয়ে তারা গেট ভেংগে বের হয়ে আসেন। সন্ত্রাসীদের একজন তাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলে তারা দেখেন অনেক লাশ ফ্লোরে পড়ে আছে এবং তারা ভয় পেয়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে হল র“মের ভিতর আধা ঘন্টা দাড় করিয়ে রাখে। সন্ত্রাসীরা যখন রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বাহিরে যায়, তখন সেনাবাহিনী অভিযান শুর“ করে। সেনাবাহিনী গুলি করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করলে, তারা দৌড়ে দোতলায় গিয়ে ১টি র“মে আশ্রয় নেন। তখন চারদিক হতে গুলি হচ্ছিল। সেনাবাহিনী গুলি করতে করতে দোতলায় উঠলে তারা হোলি আর্টিসান বেকারীর কর্মচারী পরিচয়ে বাঁচার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য চান। তখন সেনাবাহিনী তাদের পরিচয়পত্র দেখে তাদেরকে হোলি আর্টিসান বেকারী হতে বের করে পাশের ১টি ভবনে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে সবাইকে পিছনে হাত বেঁধে ১

ঘন্টা শুইয়ে রাখে। পরে সবাইকে চোখ বেঁধে ডিবি অফিসে নিয়ে গেলে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর ঐদিন সন্ধায় হোলি আর্টিসানের মালিক এসে তাদের নিয়ে যায়।

পি. ডাবি উ-৬৪ মোঃ সুহিন খান এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত পৌনে ৯ টার সময় তিনি হোলি আর্টিজান বেকারীর রান্নার কাজে ব্যস্ড় থাকাকালে গোলাগুলির শব্দ শুনে দেখতে পান যে, হলের ভিতর দুজন লোক এলোপাথাড়ি ভাবে গোলাগুলি করছে। তখন তারা কিচেনের ০৯ জন স্টাফ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে বাথর"মে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। রাত ২/২.৩০ টার সময় দুজন সন্ত্রাসী এসে তাদের বলে যে, তারা বের না হলে তাদেরকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। এরপর তারা বের হয়ে আসলে, সন্ত্রাসীরা তাদেরকে হাত উঁচু করে দাড়িয়ে থাকতে বলে, তারপর তাদেরকে বাথর"মে ঢুকিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সকাল ৭.১০ ঘটিকার দিকে তাদের একজন স্টাফ এসে দরজা খুলে দিয়ে বলে যে, সন্ত্রাসীরা তাদের ভিতরে যেতে বলছে। এরপর তারা ভিতরে গিয়ে সেখানে ৩ জন সন্ত্রাসীর কাছে ভারী অস্ত্র এবং অন্যদের কাছে ছুরি ও চাপাতি দেখতে পান। এছাড়া, রক্তাক্ত অবস্থায় অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। আইন শৃংখলা বাহিনী সকাল ৮.৩০ টার সময় তাদের উদ্ধার করে এবং জংগীরা মারা যায়।

পি-ডাবি উ-৬৬ মোঃ ইমাম হোসেন এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে Waiter হিসেবে কাজ করছিলেন। রাত ৮.৩০-৮.৪৫ ঘটিকার সময় বেকারীতে তিনি কফি নিতে গেলে দুজন লোককে গুলি করতে করতে ভিতরে ঢুকতে দেখেন। তিনি, শাহরিয়ার, লিটন এবং জাপানী গেষ্ট সহ তারা বেকারীতে লুকিয়ে পড়েন। একজন সন্ত্রাসী পিছনের দরজায় লাথি মেরে ঢুকে তাদের জিজ্ঞেস করে তারা মুসলমান কিনা, জবাবে তারা বলেন মুসলমান। এরপর তাদেরকে নিয়ে হলর"মে বসায় এবং জাপানী নাগরিকদের গুলি করে মেরে ফেলে। তাদের পাশের টেবিলে ৬/৭ জন গেস্ট ছিল। রাত অনুমান ১১.৩০ টার সময় তাকে ১ জন সন্ত্রাসী বলে যে, হালাল খাবার কি আছে। তারপর তাকে নিয়ে বেকারী হতে পানি ও কেক নিয়ে আসে। একজন সন্ত্রাসী পালানোর জায়গা দেখানোর জন্য বললে, সে দোতলায় পিছনের জানালা এবং স্টাফের খাওয়ার জায়গা দেখান। একজন সন্ত্রাসী শিশির নামে একজন কর্মচারীকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাবার বানাতে বলে। সকাল ৬ টার দিকে সন্ত্রাসীরা হাসনাত করিমকে চাবি দিয়ে গেট খুলে দিতে বলে। তারপর হাসনাত করিম সহ অন্যদের বের হয়ে যেতে বললে, তারা গেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের কথায় সে বাথর"মে আটকানো লোকজনকে হলর"মে নিয়ে আসে। তখন সন্ত্রাসীরা তাদের বলে যে, তারা কিছুক্ষনের মধ্যে

লাশ হয়ে যাবে। এরপর তারা হলর"ম থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষন পর গোলাগুলি শুর" হলে তারা ভয়ে দোতালায় চলে যায়। কমান্ডো অভিযানে সন্ত্রাসীরা মারা যায়। আইন শৃংখলা বাহিনী তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তিনি অনেক রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন।

পি-ডাবি উ-৬৭ মোঃ শাহরিয়ার আহমেদ এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.৩০ টা থেকে ৮.৪০ টার সময় ঘটনা। তিনি হোলি আর্টিসান বেকারীতে কফিম্যান এর দায়িত্বে ছিলেন। রাত ৮.৪০ ঘটিকার সময় তিনি গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে তা দেখার জন্য বের হলে ভিতরে গোলাগুলি শুর" হয়ে যায়। তিনি ভয়ে গেট লাগিয়ে দেন। এরপর কফি র"মে তিনি, লিটন ও সবুজ আটকা পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর ১ জন জাপানি নাগরিক তাদের র"মে ঢুকে আশ্রয় নেয়। ১০/১৫ মিনিট পর এক জন সন্ত্রাসী গেট ভেংগে র"মে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে তারা মুসলমান কিনা। জবাবে বলেন তারা মুসলমান এবং এখানকার ষ্টাফ। উক্ত সন্ত্রাসী তাদেরকে মাঠে যাওয়ার জন্য বলে। তারা মাঠে যেতে চাইলে আরেক জন সন্ত্রাসী তাদেরকে হল র"মে বসতে বললে তারা হলর"মে যায়। জাপানী নাগরিককে তারা নিয়ে যায়। তারপর ১টি গুলির শুব্দ শুনেন। তার কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা ফোন নিয়ে যায় এবং হোলি আর্টিসানের Wifi এর Password নেয়। চিলর"ম থেকে শিশির নামে এক কর্মচারী ও একজন জাপানী নাগরিককে সন্ত্রাসীরা এনে জাপানী নাগরিককে মেরে ফেলে এবং শিশিরকে তাদের পাশে বসায়। এরপর শিশিরকে দিয়ে তারা রান্না করিয়ে রাতের খাবার খায় এবং তাদের পাশে বসা গেস্টদেরকে খাওয়ায়। বেকারীতে খাবার এনে তাদেরকে খেতে দেয়। সারা রাত তারা মাথা নত করে বসে থাকেন। সকাল অনুমান ৬ টার দিকে হাসনাত করিম নামে ১ জনকে চাবি দিয়ে গেট খুলে দিতে বললে, সে গেট খুলে দেয়। তারপর সন্ত্রাসীদের নির্দেশে হাসনাত করিম তার পরিবার নিয়ে বের হয়ে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে নামাজ কালাম পড়তে বলে হলর"ম থেকে বের হয়ে যায়। এরপর গোলাগুলি গুর" হয়ে যায়। তিনি ও সমীর বাথর"মে লুকিয়ে থাকেন। আর্মী এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য একত্রে পর্যালোচনান্তে ইহা সুনিদিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকায় সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল গুলশানের হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে প্রবেশ করে গোলাগুলি শুর" করে। ঐ সময় উক্ত রেস্টুরেন্টে পানাহার ও নির্দোষ চিত্তবিনোদনের জন্য উপস্থিত দেশী ও বিদেশী নাগরিকদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে থেকে মোট ২০ জনকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করতে থাকে, যা এই সাক্ষীগন সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন।

এরপর ০২ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডো গ্রুপের সদস্যরা হোলি আর্টিসানে অবস্থানরত জিম্মিদের উদ্ধারের জন্য প্রবেশ করলে তাদের সাথে সংঘর্ষে ০৫ জন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং আটকে পড়া জিম্মিদের তারা উদ্ধার করে। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাস্থলে নিহত দেশী বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তির লাশগুলো তারা প্রত্যক্ষ করেন।

এছাড়া পি. ডাবি উ-১৮, পি. ডাবি উ-৬১ ও পি. ডাবি উ-৭০ এরা ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে খাওয়া দাওয়া, জন্ম দিনের উৎসব পালন সহ চিত্ত বিনোদনের জন্য ঘটনার পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন এবং আলোচ্য ঘটনাটি তারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন মর্মে তাদের সাক্ষ্যে উলে- খ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে পি-ডাবি– উ -১৮ শারমিনা এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.২৫ টার সময় তিনি, তার স্বামী ও ২ ছেলে-মেয়ে সহ মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে হলি আর্টিসান বেকারীতে ডিনার করতে গিয়ে সেখানে হলরুমের শেষ টেবিলে বসে মেনু দেখে অর্ডার দেন এবং খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এর ৩/৪ মিনিটের মধ্যে ৩/৪ জন যুবক অস্ত্র হাতে এবং কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো অবস্থায় হলরুমে প্রবেশ করে গুলি করতে থাকে। সন্ত্রাসীরা তাদের টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে তারা মুসলমান কিনা এবং মুসলমান বললে তারা বলে যে, তাদের ভয় নেই, তারা মুসলমানদের ক্ষতি করবেনা এবং তাদেরকে টেবিলে মাথা নিচু করে বসে থাকতে বলে। তাদের পিছনে গ– াস দিয়ে পরিবেষ্টিত ৮/১০ জন বা তার বেশি বিদেশী ছিল। তারা সেখানে ঢুকে বিদেশীদের গুলি করা শুরু করে এবং হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে যে, সে যেন তার ছেলে মেয়ের কান ও চোখ ঢেকে রাখে যাতে তারা কিছু দেখতে বা শুনতে না পায়। সন্ত্রাসীদের কথামতো তিনি তার ছেলে-মেয়ের কান ও চোখ ঢেকে রাখেন। কিছুক্ষন পর সন্ত্রাসীরা দুটি মেয়ে, ১টি কম বয়সী ছেলে এবং ১ জন লোক মোট ৪ জনকে তাদের সামনে এনে বসিয়ে রাখে। সারারাত সন্ত্রাসীরা তাদের হলরুমে বসিয়ে রাখে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা হলরুমের সব লাইট নিভিয়ে দেয় এবং বারান্দায় ১টি লাইট জ্বালিয়ে রাখে। রাত অনুমান ১.৩০ টার সময় সন্ত্রাসীরা ১টি চিলার (ঠান্ডা) রুম থেকে ১ জন বিদেশী এবং ১ জন বাংলাদেশী ওয়েটারকে বের করে আনে। বাংলাদেশী ওয়েটারকে তারা একপাশে সরিয়ে রাখে এবং বিদেশীকে তারা সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। ঐ রাতে তিনি (পি. ডাবি– উ-১৮) মৃতদেহ গুলোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর শব্দ শুনতে পেয়েছেন। সেহরীর সময় সন্ত্রাসীরা সেখানকার ওয়েটার দিয়ে তাদের জন্য সেহরীর ব্যবস্থা করে। তারা প্রথমে খেতে না

চাইলে এবং তাদেরকে ধমক দিলে, তারা ১ কামড় করে খান এবং পানি খান। রাতের বাকি সময় তারা এভাবে হলর"মে বসে থাকেন। ভোর ৬ টার সময় তার স্বামী ও ১টি ছেলেকে অস্ত্রের মুখে সন্ত্রাসীরা ছাদে নিয়ে যায় এবং ৫/৬ মিনিট পর আবার তাদেরকে ছাদ থেকে এনে তাদের কাছে টেবিলে বসিয়ে রাখে। তারপর তার স্বামীকে ১টি চাবি দিয়ে বাইরের গেটের তালা খুলে দিতে বলে। তার স্বামী গেটের তালা খুলে দিয়ে আসার পর এক এক করে তাদেরকে বের হয়ে যেতে বলে। বের হয়ে আসার সময় তাদের মোবাইল ফোন ফেরত দেয়। তারা বের হয়ে আসলে আইন শৃংখলা বাহিনীর লোকজন তাদের নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে যায়।

পি-ডাবি উ-৬১ ডাঃ সৎ প্রকাশ এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বারিধারা আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন এবং প্রত্যয় নামে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মালিক ও পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১লা জুলাই, ২০১৬ রাত্র ৮.৩০ মিনিটে তিনি রাতের খাবারের জন্য হলি আর্টিসান বেকারীতে গেলে রাত্র পৌনে ৯টার দিকে বিকট শব্দ শুনতে পান এবং তিনি যেখানে বসেছিলেন তার পাশেই ১ জন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। তিনি আত্মরক্ষার জন্য পাশে গিয়ে বসে থাকেন। ১৫/২০ মিনিট পরে কয়েকজন সন্ত্রাসী এসে তাকে বের হতে বললে তিনি দু হাত উপর তুলে সামনে আসেন। সন্ত্রাসীরা অস্ত্রধারী ছিল। তাকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞাসা করে তিনি বাংলাদেশী কিনা? জবাবে তিনি বললেন বাংলাদেশী। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে এই জায়গা সেইভ না, ভিতরে গিয়ে বসেন। তার কোন সমস্যা হবে না। তিনি সারারাত হোলি আর্টিসানের ভিতরে গোলাগুলির শব্দ শুনেন। সকাল বেলা যখন পুলিশ তাদেরকে বের করে আনে তখন হোলি আর্টিসানে অনেক লোকের লাশ দেখেন।

পি-ডাবি উ-৭০ ফাইর"জ মালিহা এর সাক্ষ্যদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮ টার সময় তিনি, তারানা এবং তাহমিদ আইসক্রীম খাওয়ার জন্য হোলি আর্টিসান বেকারীতে গিয়ে তারা রেস্টুরেন্ট এর বাইরে ১টি শেড এর নীচে বসে আইসক্রীম খেতে থাকেন। রাত ৮.৩০ টার সময় তারা কিছু ছেলেকে রেস্টুরেন্ট এর ভিতর ঢুকতে দেখেন, যাদের সবার হাতে বন্দুক ও কাঁধে ব্যাগ ছিল। তাদের সামনে যারা বসা ছিল, ছেলেরা তাদের গুলি করে। তারপর তাদের (পি. ডাবি উ-৭০) কাছে আসে। লম্বা ১ জন জংগী তাদের গুলি করতে চাইলে তারা বাংলায় চিৎকার করে উঠেন। তারপর সন্ত্রাসীরা তাদের জিজ্ঞাসা করে, তারা বাংগালী ও মুসলিম কিনা। তারা বাংগালী ও মুসলিম বলায় একজন সন্ত্রাসী বলে যে, ভয়ের কিছু নেই, তারা বাংগালীদের ও

মুসলিমদেরকে মারবে না। পরে পত্রিকায় দেখে জানতে পারেন, সে নিবরাস ছিল। গুলি না করায় বাহিরের বাগানে তারা ৩ জন ১৫/২০ মিনিট লুকিয়ে থাকেন। ভিতরে কিছু জংগী ছিল এবং বাহিরেও জংগী ছিল। লম্বা করে জংগী নিবরাস ১৫/২০ মিনিট পর বলে তাদের ভিতরে যেতে হবে, ভিতরে অনেক লোক আছে, তাদের ভয় নেই। তারা রেস্টুরেন্ট এর ভিতরে গিয়ে প্রানভয়ে চেয়ারে না বসে টেবিলের নীচে বসেন। তাদের সামনে দুজন বিদেশীকে গুলি করে হত্যা করে। জংগী নিবরাস তাদেরকে টেবিলের নীচ থেকে এসে চেয়ারে বসতে বলে। তাদের পাশে দুইটি বাচ্চা, ১ জন হিজাব পরা মহিলা (পি. ডাবি উ-১৮) এবং তাদের সামনে ২ জন ভদ্রলোক বসা ছিল। মোট তারা ৮ জন ১টি টেবিলে বসা ছিলেন। তাদের পাশে ১টি টেবিলে ৩/৪ জন ছিল। তারা দুই টেবিলে বসা সবাই জিম্মি ছিলেন। কিছুক্ষন পর জংগী নিবরাস আর রোহান তাদেরকে বলে, তারা ঠিক আছে এবং কোথায় আছে তা যেন তারা তাদের পরিবারকে টেলিফোনে করে জানায়। সবার পরিবারকে ফোন করা শেষে নিবরাস তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা এবং আইএস এর উপর তথ্য দেয়। ঐ সন্ত্রাসীরা রেস্টুরেন্টে ওয়াইন ও কিছু বোতল ভাঙ্গচুর করে এবং লাশ চেক করে দেখে কেউ প্রানে বেঁচে আছে কি না। তাদের এসব কাজ করতে ৯.৩০ টা কিংবা ১০ টা বেজে যায়। তাদের ফোন ব্যবহার করে অন্যদের সংগে যোগাযোগ এবং খবর চেক করে। রাত ১২.৩০ টা কিংবা ১ টার সময় সন্ত্রাসীরা রেস্টুরেন্ট এর লাইট বন্ধ করে দেয়। বাহির থেকে পুলিশের গুলির আওয়াজ তারা শুনতে পান। ২ জন জংগী নীচে তাদের গার্ড দিচ্ছিল। সন্ত্রাসীরা উপরে নীচে আসা যাওয়া করছিল ও বাহিরের সংগে ম্যাসেজ লেনদেন করছিল। তারা খাবার ও পানি খাবে কিনা জিজ্ঞেস করছিল এবং তাদেরকে ওয়াশরুম ব্যবহার করতে দিয়েছিল। রাত ৩টার দিকে ১টি রুম থেকে রোহান (সন্ত্রাসী) একজন বাংগালী শেফকে বাইরে আসতে বলে এবং সে বের হলে তারপর রোহান ঐ রুমে একজন জাপানীকে গুলি করে মারে। রাত ৪ টার দিকে তাদের পেছনে থাকা লাশের মধ্যে একজন আওয়াজ করলে রোহান তাকে কুপিয়ে মারে। সন্ত্রাসীরা শেফ দিয়ে রান্না করে তাদের সেহরী খেতে দেয়। সূর্য উঠছিল এমন সময় রোহান উপর থেকে নীচে নেমে আসে এবং হাসনাত করিম ও তাহমিদকে তার সংগে যেতে বলে। রোহান, তাহমিদকে তার বন্দুক ধরতে বললে, তাহমিদ প্রথমে নিতে চায়নি। তারপর তাহমিদ বন্দুক নেয়। রোহান, হাসনাত ও তাহমিদ উপরে চলে যায়। ১৫/২০ মিনিট পর তারা নীচে নেমে আসে। তারপর আবারও তারা মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তারপর সব জংগীরা নীচে নেমে আসে। দুজন জংগী ব্যাগ খুলে টেবিলের উপর বন্দুক ও বোমা রাখে। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে জংগীরা সব গুছিয়ে নেয়। রোহান, হাসনাত

করিমকে ১টি চাবি দিয়ে বাগানের ১টি গেট খুলে আসতে বলে। হাসনাত করিম গেট খুলে ভিতরে আসার পর জংগীরা তাদের ফোন ফেরত দেয়। তারা প্রথমে মহিলাদের এবং পরে পুর"ষদের পৌনে ৭টার দিকে বের হয়ে যেতে বলে। বের হওয়ার সময় জংগী নিবরাস ও রোহান বলে, জান্নাতে দেখা হবে। তাদের পিছনে তানভীর ও সৎ প্রকাশ বের হয়ে আসার পর তারা রাস্ড়ায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী দেখতে পায়।

পূর্বে বর্ণিত পি. ডাবি উ-৪৫, পি. ডাবি উ-৬৪, পি. ডাবি উ-৬৬, পি. ডাবি উ-৬৭, পি. ডাবি উ-১৮, পি. ডাবি উ-৬১ ও পি. ডাবি উ-৭০ এর সাক্ষ্য একত্রে পর্যালোচনান্ড়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকায় ৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনাস্থল গুলশানের হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে প্রবেশ করে গোলাগুলি শুর" করে। ঐ সময় উক্ত রেস্টুরেন্টে পানাহার ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উপস্থিত দেশী ও বিদেশী নাগরিকদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে থেকে মোট ২০ জনকে অত্যন্ড় নির্মমভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থলে অবস্থান করতে থাকে, যা এই সাক্ষীগন সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। এরপর ০২ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডো গ্র"পের সদস্যরা হোলি আর্টিসানে অবস্থানরত জিম্মিদের উদ্ধারের জন্য প্রবেশ করলে তাদের সাথে সংঘর্ষে উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং তাদেরকে সহ আটকে পড়া অপর জিম্মিদের তারা উদ্ধার করে। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তারা ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিহত দেশী বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তির লাশগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন।

পি. ডাবি উ-১৪, পি. ডাবি উ-৩২, পি. ডাবি উ-৩৪, পি. ডাবি উ-৩৬ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনান্ড়ে দেখা যায় যে, তারা ঘটনাস্থলের পাশের ভবনে ঘটনার সময় অবস্থান করে আলোচ্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

পি. ডাবি উ-৩, পি. ডাবি উ-২৫ ও পি. ডাবি উ-৬৫ এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তারা প্রত্যেকেই গাড়ীর ড্রাইভার এবং ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে তাদের গাড়ীতে করে জাপানী ও ইতালীয় নাগরিকদের খাওয়া দাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থল উক্ত বেকারীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে ঘটনাস্থলের পাশে অবস্থান করাকালে আলোচ্য বেকারীতে ঘটনার সময় সন্ত্রাসীগন কর্তৃক হামলার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

পি. ডাবি উ-১, পি. ডাবি উ-২৬, পি. ডাবি উ-৩৮, পি. ডাবি উ-৩৯, পি. ডাবি উ-৪২, পি. ডাবি উ-৪৩, পি. ডাবি উ-৪৪, পি. ডাবি উ-৪৭, পি.

ডাবি উ-৪৮, পি. ডাবি উ-৫০, পি. ডাবি উ-৫২, পি. ডাবি উ-৫৩, পি. ডাবি উ-৫৪, পি. ডাবি উ-৫৫, পি. ডাবি উ-৫৬, পি. ডাবি উ-৫৭, পি. ডাবি উ-৫৮, পি. ডাবি উ-৫৯, পি. ডাবি উ-৬০, পি. ডাবি উ-৭৫, পি. ডাবি উ-৭৬, পি. ডাবি উ-৭৭, পি. ডাবি উ-৯৪ ও পি. ডাবি উ-১০০ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনান্ড়ে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য এবং ঘটনার তারিখ আলোচ্য ঘটনা শুর"র অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে সংবাদ পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং ঘটনাস্থলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলের অভ্যন্ড়-রে অবস্থানরত সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়লে ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে দুই জন পুলিশ সদস্য যথা:- এসি ইকবাল করিম ও ইন্সপেক্টর সালাউদ্দিন সন্ত্রাসীদের গুলি ও গ্রেনেডের আঘাতে মৃত্যুবরন করেন। এছাড়া এই সাক্ষীদের মধ্যে অনেকেই সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডের স্প্রিন্টারের আঘাতে মারাত্নক আহত হন।

পি. ডাবি উ-৬৮, পি. ডাবি উ-৭২, পি. ডাবি উ-৭৩, পি. ডাবি উ-৭৪, পি. ডাবি উ-৭৮, পি. ডাবি উ-৭৯, পি. ডাবি উ-৮৫, পি. ডাবি উ-৮৬, পি. ডাবি উ-৮৭, পি. ডাবি উ-৯২, পি. ডাবি উ-৯৩, পি. ডাবি উ-৯৪, পি. ডাবি উ-৯৫, ও পি. ডাবি উ-৯৭ এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এরা পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য এবং এরা আলোচ্য মামলাটি তদন্ড় সংশি- ষ্ট বিষয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছেন।

এছাড়া, পি. ডাবি– উ-১১৩ এই মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তা হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, পি. ডাবি- উ-৯ ও পি. ডাবি– উ-২০ ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে নিহত সহকারী পুলিশ কমিশনার রবিউল করিমের আপন ও খালাতো ভাই। তারা রবিউল করিমের লাশ গ্রহন করেছেন। পি. ডাবি- উ-২১ ঘটনাস্থলে নিহত পুলিশ ইন্সপেক্টর সালাউদ্দিনের স্ত্রী।

পি. ডাবি– উ-২২, পি. ডাবি– উ-২৩, পি. ডাবি– উ-২৪, পি. ডাবি– উ-২৭, পি. ডাবি– উ-৩০, পি. ডাবি– উ-৩১, পি. ডাবি– উ-৩৩, পি. ডাবি– উ-৭১ ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকার বাড়ির মালিক ও কেয়ারটেকার এবং এই মামলার আসামীগন সহ অন্যান্য সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময় তাদের বাসার ভাড়াটিয়া হিসেবে ছিল মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

পি. ডাবি উ-২৯ সাক্ষ্য প্রদান কালে আদালতে উপস্থিত দন্ডপ্রাপ্ত আসামী রাকিবুল হাসান রিগেণকে সনাক্ত করে উলে- খ করেন যে, ২০১৬ সালে উক্ত রাকিবুল হাসান রিগেন সহ অন্যনারা তার বাড়ীতে ভাড়া ছিল।

পি. ডাবি– উ-৮৮, পি. ডাবি– উ-৮৯, পি. ডাবি– উ-৯৮ এর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এরা গুলশান ইউনাইটেড হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার এবং ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে অবস্থানকারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা পুলিশ বাহিনীর যে সকল সদস্য আহত হয়েছিলেন, তারা তাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছিলেন।

পি. ডাবি– উ-৬২ আলোচ্য ঘটনায় ঘটনাস্থলে নিহত ব্যক্তিদের সুরতহাল প্রস্ডুতের সময় উপস্থিত থেকে প্রস্ডুতকৃত সুরতহাল প্রতিবেদন সমূহে স্বাক্ষর করেছেন এবং উক্ত স্বাক্ষর সনাক্ত করে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

পি. ডাবি– উ-১০১ ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় নিহত দেশী ও বিদেশী ২০ জনসহ ঘটনাস্থলের বাইরে সন্ত্রাসীদের গুলি ও গ্রেনেড হামলায় নিহত সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব রবিউল করিম ও ওসি জনাব সালাউদ্দিনের ময়না তদন্ড় সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি অজ্ঞাতনামা ০৬জনের লাশের ময়না তদন্ড় সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আহত হোলি আর্টিসান বেকারীর কর্মচারী শাওন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মারা গেলে তিনি ০৯/০৭/২০১৬ তারিখে তার লাশের ময়না তদন্ড় সম্পন্ন করেন। এই সাক্ষী উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন সমূহ এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। উক্ত ময়নাতদন্ড় কালে পি. ডাবি– উ-১০২ ও পি. ডাবি– উ-১০৩ উপস্থিত ছিলেন মর্মে দাবী করে উক্ত ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন সমূহে তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করেন।

পি. ডাবি– উ-৯৬ DNA Analist, তিনি ঘটনার পরের দিন সকালে ঘটনাস্থলে নিহত অজ্ঞাত নামা ০৬ জনের DNA profile সংগ্রহ করেন এবং তাদের আত্নীয় হিসেবে দাবীদারদের রেফারেন্স সংগ্রহ করে মতামত প্রদান করেন।

পি. ডাবি– উ-১০৬ প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক ও আলোচ্য মামলায় তদন্ড় সংশি- ষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন প্রদান করেন এবং ইহা আদালতে সনাক্ত করেন।

পি. ডাবি– উ-১০৪ ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট আদালতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি; তারিখে জনৈক বাসেত সরকার

(পি. ডাবি উ-৬৫) ও তাহানা তাসমিয়ার বিবৃতি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১০৫ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এই মামলার দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ আসলাম হোসেনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি বিগত ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী শাহরিয়ার আহমেদ ও ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী মোঃ মিরাজ হোসেনের বিবৃতি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১০৭ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ১৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী ফাইর্জ মালিহার বিবৃতি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১০৮ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ২৬/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সাক্ষী সৎ প্রকাশের বিবৃতি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১০৯ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ০৫/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দন্ডপ্রাপ্ত আসামী মোঃ হাদিসুর রহমান এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি ১৭/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষী মোঃ মাহবুবুর রহমান এর বিবৃতি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১১০ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন, ২৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুস সবুর খান ও অপর দন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১১১ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষী মোঃ রাসেল মাসুদ এর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

পি. ডাবি উ-১১২ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ২৬/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান এর

অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন।

এক্ষনে, উপরে বর্ণিত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য, ঘটনাস্থলে নিহত দেশী বিদেশী ২০ জন নাগরিকের মৃতদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়না তদন্ড় প্রতিবেদন ও ঘটনার সময় ঘটনাস্থলের বাইরে অর্থ্যাৎ হলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীর সামনে অবস্থানরত পুলিশের উপর ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত গুলি ও গ্রেনেডের স্প্রিন্টারের আঘাতে নিহত ০২ জন পুলিশ কর্মকর্তার সুরতহাল ও ময়নাতদন্ড় প্রতিবেদন, ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলা বার"দ (প্রদর্শনী-১) সহ প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্ড়ে ইহা সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার তারিখ ও সময়ে সন্ত্রাসী ১। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, ২। মীর সামেহ্ মোবাশ্বের , ৩। নিরবাস ইসলাম, ৪। খাইর"ল ইসলাম পায়েল ও ৫। মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জল পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে অস্ত্র, গ্রেনেড ও গোলাবার"দসহ ঘটনাস্থল গুলশানস্থ হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে প্রবেশ করে ঐ সময়ে পানাহার ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উক্ত রেস্টুরেন্টে অবস্থানরত নিরীহ ও নিরস্ত্র দেশী ও বিদেশী নাগরিকদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিককে নির্মম ভাবে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করে এবং তাদের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডে ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানরত ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। উক্ত সন্ত্রাসীরা জিম্মিদের আটক রেখে ঘটনাস্থলে অবস্থান কালে ০২ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডো দলের সদস্যদের জিম্মি উদ্ধারের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমে উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসীসহ হোলি আটিসান রেস্টুরেন্টের ০১ জন কর্মচারী নিহত হয়।

প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্যদৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সময় উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসী আলোচ্য হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার পর দীর্ঘক্ষন ঘটনাস্থলে অবস্থান কালে তাদের মধ্যে উক্তর"প কর্মকান্ডের জন্য কোন অপরাধবোধের উদয় হয়নি। তারা এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার পরেও ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেনি। বরং তারা উক্ত হত্যাকান্ড ঘটিয়ে আত্নপ্রত্যয়ের সুরে উলে- খ করেছে যে, কিছুক্ষনের মধ্যে তারা শহীদ হবে এবং জান্নাতবাসী হবে।

তাদের এর"প নিষ্ঠুরতম আচরন থেকে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, তাদের মগজ ধোলাই করে এর"পভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছিল যাতে যেকোন পরিস্থিতিতেই তারা যেন এর"প নিষ্ঠুরতম কর্মকান্ড থেকে বিরত না থাকে এবং

এর˜পপ প্রশিক্ষন লাভের কারনেই ঘটনার সময় ঘটনস্থলে ২০ জন দেশী ও বিদেশী নিরীহ ও নিরস্ত্র নাগরিক যারা পবিত্র রমজান মাসে দিন শেষে পানাহার ও নির্দোষভাবে সময় কাটানোর জন্য ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে অবস্থান করাকালে পূর্বে বর্ণিত ০৫ জন সন্ত্রাসী দ্বারা আক্রান্ড় হয়ে ঘটনাস্থলে নির্মমভাবে মৃত্যুবরন করেন, যেকোন বিবেকবান মানুষকে অত্যন্ড় বিচলিত ও ভারাক্রান্ড় করে এবং এর˜প ঘটনা যা কল্পনাকেও হার মানায়। উক্ত সন্ত্রাসীরা এর˜প নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তাদের পরবর্তী অবস্থা কি হতে পারে-তা নিশ্চিতভাবে জেনেই ঘটনাস্থলে অবস্থান করা কালে তারাও নিহত হয়

এই আপীলকারীগন সহ অপর আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের বির˜দ্ধে আলোচ্য হত্যাকান্ড সংঘটনে তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত জে, এম, বি, নামক জঙ্গী সংগঠনের সদস্য হয়ে এবং সমর্থন করে এ হত্যাকান্ডে অর্থ, অস্ত্র, গোলাবার˜দ ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ করে এবং প্রশিক্ষন ও পরামর্শে সহায়তা ও প্ররোচনা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)/ ৭/ ৮/ ৯/ ১০/ ১১/ ১২/ ১৩ ধারার অপরাধ করেছে উলে- খে তাদের বির˜দ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। উলে- খ করা আবশ্যক যে, এজাহারে কোন আসামীর নাম উলে- খ করা হয়নি। তদন্ড় শেষে এই আপীলকারীগন সহ অপর আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের বির˜দ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

এই মামলার আসামীদের বির˜দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষে কেবলমাত্র পি. ডাবি- উ-৬৯ তাহরিম কাদেরী সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এছাড়া, এই আপীলকারীদের মধ্যে ১। রাকিবুল হাসান রিগেন, ২। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৩। মোঃ আব্দুস সবুর খান, ৪। মোঃ আসলাম হোসেন, ৫। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

আপীলকারীগন সহ আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানের বির˜দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য পি. ডাবি- উ- ৬৯ এর প্রদত্ত সাক্ষ্যসহ আপীলকারী ১। রাকিবুল হাসান রিগেন, ২। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৩। মোঃ আব্দুস সবুর খান, ৪। মোঃ আসলাম হোসেন, ৫। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান এর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহ সহ ঘটনার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই (strong circumstantial evidence) একমাত্র সাক্ষ্য প্রমানাদি।

প্রথমেই দেখা যাক, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে আসামী ১। জাহাঙ্গীর হোসেন, ২। রাকিবুল হাসান রিগেন, ৩। আঃ সবুর খান, ৪। আসলাম হোসেন র‍্যাশ, ৫। মোঃ হাদিসুর রহমান ও ৬। মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিগুলি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and valuntary) কিনা?

আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৬) নিম্নরূপ ঃ "আমার নাম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। আমার বয়স অনুমান ৩২ বছর। আমার পিতার নামঃ মৃত মাওলানা ওসমান গনি মন্ডল। আমার মায়ের নাম মোছাঃ রাহেলা বেগম। সাং- পশ্চিম রাঘব পুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধা। আমি নিও জেএমবি এর উত্তরবঙ্গের সামরিক প্রধান অর্থাৎ সংগঠনের উত্তরবঙ্গের ইসাফা গ্র“পের প্রধান। সংগঠনে আমি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলাম। আমার সাংগঠনিক নাম ছিল রাজিব গান্ধী @ সুভাষ @শান্ড় @ টাইগার @ আদিল ও জাহিদ। আমি গোবিন্দগঞ্জ জাগদরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেনী পাশ করি। গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় হতে ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতর্কায হই। ২০০১ সালে পুনরায় পরীক্ষা দিই, কিন্তু ফলাফলের বিষয়ে কোন খোঁজ নিই নাই। ২০০১ সালের শেষের দিকে আমি আমার গ্রামের আজাদুল (৩৫) এর মাধ্যমে চাকুরী করার জন্য নারায়নগঞ্জ আসি এবং নারায়নগঞ্জ কাঁচপুর ব্রীজের পার্শ্বে একটি জুট মিলে চাকুরী নিই। আজাদুল আগে থেকেই ঐ জুট মিলে চাকুরী করতো। ২০০৩ সালের শেষের দিকে জুট মিলের চাকুরী ভাল না লাগায় বাড়ী চলে আসি। বাড়ী ফিরে গিয়ে বড় ভাই তাহের এর সাথে ব্যবসা করি। ভাল না লাগায় ৫/৬ মাস পরে আবার নারায়নগঞ্জ ফিরে যাই এবং কাঁচপুর ব্রীজের নিকট একটি সুতার মিলে চাকুরী নিই। কিন্তু সেই চাকুরী ভালো না লাগায় ৫/৬ মাস পর আবারও বাড়ী ফিরে আসি। আমরা আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের লোক। শায়েখ আব্দুর রহমান ১৯৯৯ সালে আমাদের সাঘাটা উপজেলায় মাহফিল করতে আসে। আমি তার আলোচনা শোনার জন্য সেখানে যাই এবং তার বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হই। পরবর্তীতে তার অনুসারী জসিমুদ্দীন রহমানী, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ,আসাদুল– াহ আল গালিব সহ আরও বিভিন্ন বক্তার ওয়াজ মাহফিল শুনি এবং তাদের বক্তব্য শুনে জিহাদ সম্পর্কে আমার ধারনা জন্মে এবং জিহাদ করতে অনুপ্রানিত হই। ঐ সময় আমি গোবিন্দগঞ্জ আহলে হাদিস টিএন্ডটি জামে মসজিদ এ নিয়মিত নামাজ পড়তাম। তখন সজীব (২৭), প– াবন(২৮), নুর“ল ইসলাম (২৪) ও সবুজ(২৪) মিলে

আমাকে জিহাদের দাওয়াত দেয়। দাওয়াত দেবার পর আমি তাদের সাথে নিয়মিত বসতাম। তখন নুর ল ইসলাম গোবিন্দগঞ্জ থানা জেএমবি'র দায়িত্বে ছিল। সে বিভিন্ন সময়ে গাইবান্ধা আসতো এবং জেএমবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে লোকজনদের সাথে আলোচনা করত। আমি তার বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতাম। তাছাড়াও বাওলাবাড়ী হাইস্কুল এর শিক্ষক সুলতান মাষ্টার @ শফি মাষ্টার (৪৫) ও সবুজ (স্যানেটারী মালামালের ব্যবসায়ী) আমাকে জেএমবি'র দাওয়াত দিত। তখন থেকে আমি জেএমবি'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ২০০৫ সালে ১৭ আগষ্ট সারাদেশে এক যোগে ৬৪ জেলায় জেএমবি'র বোমা বিষ্ফোরণ ঘটানোর ২/৩ মাস পর থেকেই আমি সক্রিয়ভাবে জেএমবিতে যোগদান করে দলীয় কার্যক্রম শুর করি এবং প্রতিমাসে ১০/২০ টাকা করে চাঁদা দিতে শুর করি। ইতিমধ্যে আমার সাথে জেএমবি সংগঠনের বিভিন্ন লোকজনের মধ্যে বগুড়ার ফেরদৌস @ ডা. নজর ল (৩৫), রংপুরের নাইম (৩০), গাইবান্ধার সায়েম (৩০) সহ আরো লোকজনের পরিচয় হয়। এভাবে কিছুদিন থাকার পর জেএমবি'র লোকজনদের প্রশাসন গ্রেফতার করা শুর করলে আমি জেএমবি'র কার্যক্রম বাদ দিয়ে আমার বড় ভাই আবু তাহেরের সাথে গোবিন্দগঞ্জ বাজারে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসা শুর করি। ২০০৭ সালের দিকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ এর আব্দুল মজিদের মেয়ে মাহামুদাকে বিয়ে করি। ২০১০ সালের শেষের দিকে শফি মাষ্টার ও আব্দুর রাজ্জাক এর মাধ্যমে পুনরায় জেএমবি এর কার্যক্রম শুর করি। ২০১২ সালের দিকে ডা. নজর ল @ ফেরদৌস সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন সংগ্রহ করে বগুড়া জেলা সদরে চেলোপাড়ায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং সেন্টার চালু করে। আমি ঐ কোচিং এ অংশগ্রহন করে ২০/২৫ দিন কোচিং করে বাড়ী ফিরি। জেএমবি সংগঠনের বিভিন্ন বই পড়ালেখা শুর করি। ২০১৩ সালে ডা: নজর ল আমাকে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানা জেএমবি এর দায়িত্ব দিলে আমি বীরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে তাদের নিকট হতে মাসিক চাঁদা আদায় করতাম। সেখানে আমি ৬/৭ মাস দায়িত্ব পালন করাকালীন বীরগঞ্জের ১। বদর (৩৫), ২। শামীম (২৮), ৩। লিখন(২৫), ৪। কাওছার (২৮), ৫। জহুর ল (৩২) ও ৬। বাবর (২৮) এর সাথে এক সঙ্গে কাজ করি। সংগটনের মধ্যে দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হলে ৬/৭ মাস পর আমি বীরগঞ্জের দায়িত্ব ছেড়ে আবার বাড়ী ফিরে আসি।

২০১৪ সালের মাঝামাঝি জেএমবি সংগঠন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি ডা: নজর ল গ্র প এবং অপরটি সালাউদ্দিন গ্র প। তখন আমি নজর ল গ্র পে কাজ করি।

পুনরায় আবার দুই গ্রুপ এক হয়ে সংগঠনের কাজ শুরু করে, কিন্তু ২/৩ মাস পর আবার ভাগ হয়ে যায়। একটি মামুনুর রশীদ রিপন (৩২) ও অপরটি সাইদুর রহমান গ্রুপ নামে প্রকাশ পায়। আমি রিপন গ্রুপে ছিলাম। কিন্তু সমস্ড় মাঠ সাইদুর রহমান এর দখলে ছিল। ২০১৪ সালের শেষের দিকে রিপন তার মাঠ ঠিক রাখার জন্য সাথীদের জানায় যে, আমরা এখন থেকে আইএস এর হয়ে কাজ করবো। ঐ সময় আমার সাথে রিপন গ্রুপের রাহাত (৩২), ওমর @ হাসান, শফিসহ আরো কিছু লোকজনের পরিচয় হয়। তখন রিপন গ্রুপের সুরা সদস্যরা সিদ্ধান্ড় নেয় ডা. নজরুলকে হত্যা করে ফেলার। কারন ডা. নজরুল কাউকে নেতা না মেনে নিজেই সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে চায়।

২০১৪ সালের শেষের দিকে জেএমবি এক অংশের নেতা ডাঃ নজরুলকে হত্যার সিদ্ধান্ড় হলে আমি হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করি। মাওলানা সাইদুর রহমান জেএমবি'র অপর অংশের প্রধান ছিল। ডাঃ নজরুল ও মাওলানা সাইদুর রহমানের মধ্যে নেতৃত্বে নিয়ে বিরোধ ছিল। রিপন ও সালাউদ্দিন ডাঃ নজরুলকে বিরোধ ভূলে এক হয়ে কাজ করার প্রস্ড়াব দেয়, কিন্তু ডাঃ নজরুল দ্বিমত পোষন করায় দ্বন্ধ আরো প্রকট আকার ধারণ করলে রিপনের নেতৃত্বে আমরা ডাঃ নজরুলকে হত্যা করি।

আমাদের জেএমবি'র আধ্যাত্মিক নেতা বড় হুজুর মুফতি মাওলানা আবুল কাশেম এর সাথে জেএমবি নেতা তামিম চৌধুরীর দিনাজপুর চিরিরবন্দরের ওখরাবাড়ী মাদ্রাসায় দেখা হয়। তখন তারা সাদা চামড়ার বিদেশীদের হত্যা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা করে। বড় হুজুর তখন তামিম চৌধুরীর সাথে অন্যান্য জেএমবি নেতাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তামিম চৌধুরীকে সর্বাত্মক সহায়তা করার নির্দেশ দেন। বড় হুজুর মুফতি আবুল কাসেম বাংলাদেশের জেএমবি'র 'দায়ী' বিভাগের প্রধান। আমরা তার মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করতাম। তামিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুফতি আবুল কাশেম এর আধ্যাত্মিক চেতনায় নিও জেএমবি সংগঠন গড়ে তুলি। আমি সংগঠনের উত্তরবঙ্গের 'ইসাফা' গ্রুপের প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই।

গত ২০১৬ সালের ১ লা জুলাই সংগঠিত গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারীতে হামলার বিষয়টিতে আমি সরাসরি জড়িত এবং সম্পূর্ন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। গত ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানাধীন বোনারপাড়া বাজারস্থ কলেজ মোড় সংলগ্ন সাখাওয়াত হোসেন শফিক ও বাইক হাসানের ভাড়াটিয়া বাসায় তামিম চৌধুরী, মেজর জাহিদ, সারোয়ার জাহান মানিক, তারেক , মারজান , শরিফুল

ইসলাম খালিদ ও আমি মিলে গুলশান হলি আর্টিজান বেকারীতে আত্নঘাতী হামলার পরিকল্পনা গ্রহন করি। ঐ মিটিং এ আরো সিদ্ধান্ড় হয় যে, এই সন্ত্রাসী হামলায় দেশী-বিদেশীদের হত্যার মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে তামিম চৌধুরী @ তালহা।

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে খালিদ আমার কাছে ২ জন যুবক চায় যারা আত্নঘাতি হামলা করবে । আমি শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং খাইর"ল ইসলাম পায়েল @ বাঁধন নামে ২ জন যুবককে খালিদের কাছে বুঝিয়ে দেই। এই ২ জন আমার কাছে বায়াত নেয়। খালেদ আরো বলে যে তার হাতে আরো ৪ জন আত্নঘাতী যুবক আছে। তারা হলো রোহান ইমতিয়াজ @ স্বপন, শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ, নিবরাস ও মোবাশ্বের।

এই ৬ জন আত্নঘাতী নিয়ে তামিম চৌধুরীর পরিকল্পনায় ২০১৬ সালের প্রথম সপ্তাহে গাইবান্ধার সাঘাটা থানাধীন ফুলছড়ি চরে শুর" হয় সামরিক প্রশিক্ষণ। এই সামরিক প্রশিক্ষণে তারেক বোমা প্রশিক্ষণ দিত, মেজর জাহিদ অস্ত্র চালানের প্রশিক্ষন দিত, তামিম চৌধুরী, সারোয়ার জাহান মানিক, মারজান, রিগান, খালিদ, রিপন এই প্রশিক্ষন ক্যাম্প এ মাঝে মাঝে আসতো এবং নিও জেএমবি'র বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিত। আমিও মাঝে মাঝে ঐ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এ গিয়েছি। উলে খ্য, এই প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত অস্ত্র গোলাবার"দ ও বোমা বানানোর সরঞ্জামাদি ছোট মিজান ভারতে অবস্থানরত আমাদের অপর বড় ভাই বড় মিজানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মারজানকে দেয়। ছোট মিজান ও মারজান মিলে উক্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এ একে ২২ মেশিনগান, ৭.৬২ এবং ৭.৬৫ পিস্ড়ল, গুলি ও বোমা বানানোর সরঞ্জামাদি নিয়ে আসে। ছোট মিজান নব্য-জেএমবি'র অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল।

২০১৬ সালের মে মাসের শেষের দিকে প্রশিক্ষণ শেষে তারেক ও মারজান প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬ জনকে নিয়ে বসুন্ধরা এলাকায় একটি ৬ তলা বিল্ডিং এ নিয়ে আসে। উক্ত বিল্ডিংয়ের ৬ তলায় আগে থেকেই তানভীর কাদেরী তার পরিবার সহ অবস্থান করছিল। তানভীর কাদেরী নিও জেএমবি'র আর্থিক বিষয়টা দেখাশোনা করতো। তার কয়েকদিন পর মারজান থ্রিমা এ্যাপস এর মাধ্যমে আমাকে দ্র"ত ঢাকায় চলে আসতে বলে। আমি রমজান মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় এসে তানভীর কাদেরীর বসুন্ধরা বাসায় পৌছাই। সেখানে গিয়ে দেখি একটি র"মে ৬ জন 'ফিদায়ী' রোহান ইমতিয়াজ @ স্বপন, শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ, নিবরাস, সামেহ মোবাশ্বের , শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং খাইর"ল ইসলাম

র‍ুবেল ওরফে বাধন এবং অপর একটি র‍ুমে তামিম চৌধুরী, মারজান, বাশার‍ুজ্জামান চকলেট, সারোয়ার জাহান মানিক অবস্থান করছে। অপর কক্ষে তানভীর কাদেরী তার পরিবার সহ অবস্থান করছে।

তামিম চৌধুরী আমাদের সবাইকে নিয়ে মিটিং ডাকে। তখন তামিম বলে যে, আমি যেন মারজান এর নিকট হতে টাকা নিয়ে কল্যানপুরে মিরপুর এলাকায় আমার জন্য একটি বাড়ী খুঁজে বের করি। ১লা জুলাই হামলার দিন আমরা সবাই বসুন্ধরার বাসা ছেড়ে চলে যাব এই সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়। আর ঐ সময়ের পরে আমার কাজ হবে যেসব পুলিশ অফিসার তাদের কর্মস্থলের বাইরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে তাদের রেকি করে এক একজন করে হত্যা করা। আমি তামিম ভাই এর সিদ্ধান্ড়ে রাজী হয়ে মারজান ভাই এর নিকট হতে ৫০,০০০/- টাকা নিয়ে মিরপুর কল্যানপুর এলাকায় বাসা খুজতে থাকি। আমি ২৯/০৬/১৬ তারিখ কল্যানপুর মধ্য পীরেরবাগ একটি বাসা খুজে পাই। ১০,০০০/- টাকা বাড়ীর মালিককে অগ্রীম প্রদান করি। ০১/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে বাসায় উঠবো বলে আসি। অনেক দিন হবার কারনে বাসার নাম ও নম্বর মনে নাই। গত ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তামিম ভাই বিদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে হামলা করার জন্য টাকা আনলে চকলেট ভাই ঐ হুন্ডি ব্যবসায়ীর নিকট হতে ১৮ লক্ষ টাকা নিয়ে এসে তামিম ভাই এর হাতে দেয়। এই টাকা গুলশান হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র, গ্রেনেড ও বোমা কেনার কাজে খরচ হয়।

ইতিপূর্বে তামিম গুলশানের হামলা করার জন্য মারজান, চকলেট ও আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলে যে, রোহান (২২), নিবরাস (২২), খায়র‍ুল ইসলাম পায়েল @ বাধন(২৪) ,শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ(২৫), মোবাশ্বের যেন সন্ধ্যার পর আলাদা আলাদা ভাবে হোটেলটি রেকি করে আসে। তামিমের কথামতো মারজান, রোহান ও নিবরাসকে নিয়ে আমি ২৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয়ে গুলশান হলি আর্টিজান বেকারীতে রেকি করে আসি। এবং পরের দিন সন্ধ্যায় আবার চকলেট, বিকাশ ও বাধনকে নিয়ে গুলশান হলি আর্টিজান বেকারীতে যাই। রাত আনুমানিক ১০.৩০ টায় বসুন্ধরার বাসায় ফিরে এসে সবার সাথে বিস্ড়ারিত আলোচনা করি। এরপর ২৯/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখ পুনরায় তামিম, রোহান ও মোবাশ্বের সন্ধ্যার পর বের হয় এবং ঐ হলি আর্টিজানে রেকি করে রাত ১১ টায় ফিরে আসে। তামিম ভাই তখন হামলাকারী দলের সবাইকে নিয়ে বসে। রোহান ইমতিয়াজকে হামলার মূলে দায়িত্ব দেয়া হয়। শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং আবিরসহ

অন্যদের শোলাকিয়া হামলার জন্য প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে রোজার ঈদে শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং আবির কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া হামলায় শহীদ হয়।

গুলশানে হলি আর্টিসান হামলা করার জন্য হামলার ১ মাস পূর্বে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল রিপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। মারজান, ছোট মিজান এর মাধ্যমে ভারত হতে ৩/৪ টি ছোট অস্ত্র গুলিসহ এবং বিপুল পরিমান বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে। মারজান তার ভগ্নিপতি সাগরের মাধ্যমে গুলশান হামলার ব্যবহৃত অস্ত্র ও বিস্ফোরক আমের ঝুড়িতে করে ঢাকায় বসুন্ধরার বাসায় নিয়ে আসে। মিরপুর শেওড়াপাড়া চকলেট এর বাসায় সোহেল মাহফুজ হলি আর্টিসান হামলার গ্রেনেড তৈরী করে। ঐ গ্রেনেডগুলি মারজান ও চকলেট বসুন্ধরার বাসায় নিয়ে আসে। পরে শুনেছি পুলিশ ঐ বাসায় রেইড দিয়েছিল।

গত ৩০/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯ টার সময় বসুন্ধরার বাসায় মানিক ভাই আসলে তামিম ভাই নিবরাসদের নিয়ে মিটিং করে। সেখানে মানিক ভাই নিবরাসদেরকে জানায় আগামীকাল তোমরা সবাই গুলশান হোলি আর্টিসানে অপারেশন করবে। সেখানে বিদেশীদের আনাগোনা বেশি। হোলি আর্টিসান হামলার বিষয়ে কথা বলতে বলতে যোহরের নামাজের সময় হলে মানিক ভাই চকলেটকে নামাজের আয়োজন করতে বলে। আমরা সকলে মানিক ভাই এর পিছনে নামাজ পড়ি। নামাজ পড়ার পর মানিকভাই গুলশান হামলার বিষয়ে খুৎবা দেয়। তিনি বলেন " তোমরা হতাশ হবেনা, একজনের গুলি শেষ হলে অপরজন ব্যাকআপ দিবে। মনে রাখবা আমাদের হারানোর কিছু নেই। অপারেশন এর সময় তাড়াহুড়ার দরকার নেই। খুব গুর"ত্ব দিয়ে কাজ করবে। আর মুশরেকদের দয়া দেখাবেনা, এমনকি সে যদি সাংবাদিকও হয়। সর্বদা জিকিরের মধ্যে থাকবে। যদি কেউ বন্দি হয়ে যাও তাহলে নিজে নিজেকে শেষ করে দিবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে, হোলি আর্টিজানের গেট পর্যন্ড় পৌছাতে পারলেই আমরা সফল। কারন বিশ্ব জেনে যাবে যে, বাংলাদেশেও হামলা হয়েছে। তাই শুধু হামলা হলেই আমরা সফল।" খুৎবা শেষ করার আগে আবারও বলেন, আমাদের হারানোর কিছু নেই। আমরা বিজয়ী। এরপর যোহরের সুন্নত নামাজ পড়ার পর মানিক ভাই তামিম ভাই এর সাথে কথা বলে চলে যায়। তখন তামিম ভাই চকলেট ভাইকে নির্দেশ দেয় নিবরাস সহ ওদের ৫ জনের জন্য ৫ টি টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট কিনে আনতে। সে মোতাবেক আমরা গুলশান ১ হতে প্যান্ট ও টি-শার্ট কিনে নিয়ে আসি। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০ টার সময় চকলেট ভাই বসুন্ধরার বাসায় এসে হোলি আর্টিসানে হামলাকারী প্রত্যেকের ব্যাগে একটি করে বড় অস্ত্র (একে-২২),

একটি পিস্ড়ল ও একটি ছিটকানী (বড় চাকু) সহ পর্যাপ্ত পরিমানে গুলি ও গ্রেনেড ঢুকিয়ে দেয়। এরপর বসুন্ধরার বাসায় আমরা জুম্মার নামাজ পড়ি। বেলা ৩ টার দিকে তামিম ভাই সিদ্ধান্ড় নিয়ে জানায় যে, প্রথমে আমি আমার স্ত্রীসহ মিরপুরের নতুন বাসায় চলে যাব। তারপর আছর নামাজের পর রোহান, নিবরাস, মোবাশ্বের তাদের অস্ত্র ও গুলির ব্যাগসহ বাহির হয়ে যাবে। তার একঘন্টা পর উজ্জল ও পায়েল তাদের অস্ত্র ও গুলির ব্যাগসহ বাহির হয়ে যাবে। তারপর প্রায় ৫ টার দিকে তামিম ভাই ও চকলেট বের হয়ে যাবে। তার কিছুক্ষণ পর তানভীর কাদেরী তার পরিবার নিয়ে বের হয়ে যাবে বলে নির্দেশ দেয় এবং তামিম ভাই তানভীর কাদেরীকে বলে আমরা বের হবার পর আপনি আর কোন ভাবেই দেরী করবেন না। আপনি অবশ্যই মাগরিবের আগে বের হয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ইফতারী সাথে নিয়ে যাবেন। চকলেট ভাই একটি সিএনজি ভাড়া করে দিলে আমি বেলা অনুমান ৩ টার সময় পরিবারসহ মিরপুর মধ্য পীরেরবাগ ভাড়া বাসায় চলে যাই। রাত ৯ টার দিকে মারজান ভাই আমাকে থ্রিমা আইডি এর মাধ্যমে হোটেল হোলি আর্টিজান হামলার আপডেট দেখতে বলে। তখন আমি নামাজে দোয়া ও জিকির করতে থাকি যেন আল াহ আমাদের অপারেশন সফল করে এবং আমার ভাইদের শহীদ করে। সারারাত নেটের মাধ্যমে আমাদের অপারেশন এর সফলতা দেখে আমি খুব খুশি ছিলাম। সকাল ৭ টার দিকে মারজান ভাই আমাকে থ্রিমা আইডির মাধ্যমে জানায় যে, সেনাবাহিনী প্রস্তুত। কিছুক্ষনের মধ্যে ভাইয়েরা শহীদ হবে। আপনারা দোয়া করবেন। আমি ও আমার পরিবার, ভাইদের জন্য দোয়া করি এবং সেনাবাহিনীর অভিযানে ভাইয়েরা শহীদ হলে আলহামদুলি াহ বলি। এই ঘটনার পর কল্যানপুরে আমাদের ৯ জন ভাই শহীদ হলে এবং নারায়নগঞ্জে আমাদের নেতা তামিম ভাই শহীদ হলে আমি ভয় পেয়ে দলের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেই এবং বিভিন্ন জায়গায় আত্নগোপন করে থাকি।

জেএমবি'র বড় মাপের দায়িত্বশীল ফজলে রাব্বী (৩৪) কে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে সুরা সদস্যদের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী রিপন, পিচ্চি শফিক (২৮) ও রাইসুল @ ফারদিন (৩০) এর নির্দেশে আমাদের সংগঠনের সাথে গাদ্দারী করার অপরাধে হত্যা করি। আমি ঘটনাস্থল রেকি করি। হত্যাকান্ডে নের্তত্ব দেয় মামুন @ আলাউদ্দিন @ নোমান (৩৫), শুনেছি সে পুলিশের সাথে গোলাগুলিতে নিহত হয়। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল চালায় সাদ্দাম হোসেন @ রাহুল গান্ধী (২৬) এবং অন্যটি চালায় শরিফুল ইসলাম (২৬) @ জিদ, কাওছার @ র"বেল(৩২) পিস্ড়ল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

পরবর্তীতে বাদলের পরিচালনায় এবং আবদুল াহ আল মামুনের নেতৃত্বে ২০১৫ সালের জুন মাসে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানাধীন কাজীর বাজারে দিপ্তীকে হত্যার ঘটনায় আমি, প্রিন্স, কাওসার, রাহুল ও মিজান @ ডিপজল জড়িত ছিলাম।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে রংপুর জেলার কাউনিয়া থানাধীন পীরের মাজারের খাদেম রহমত আলীকে পারভেজ @ বাইক হাসান (৩২), বিজয়(২৮), সবুজ(২৪) ,লিটন(২৬) এবং আমি মিলে রিপনের নির্দেশে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানাধীন হোমিও ডাক্তার বিরেন্দ্রনাথকে আমি, লিটন, বাইক হাসান, বিজয় মিলে মামুনুর রশিদ @ রিপন ও হুজ্জা ভাই @ মেম্বার ভাই @ আলবানী @ মাহফুজ (৩৬) এর নির্দেশে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করি। গুলি ঠিকমতো না লাগায় সে প্রানে বেঁচে যায়।

রিপনের নির্দেশে ২০১৫ সালের ফেব্র ুয়ারী মাসে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানাধীন মন্দিরের পুরোহিত যোগেশ্বরকে আমি, বাইক হাসান, ডন বাধন মিলে পিস্ড়ল দিয়ে গুলি করে হত্যা করি।

শরিফুল ইসলাম @ খালিদের নির্দেশে রাহুল গান্ধী @ সাদ্দাম হোসেন এর নেতৃত্বে ২০১৫ সালের মার্চের দিকে কুড়িগ্রাম জেলার সদর থানাধীন খ্রিষ্টান হোসেন আলীকে আমি, বাইক হাসান @ নজর ুল ডন, বাধন, রিয়াজুল মিলে গুলি করে হত্যা করি। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার গাবতলীতে কামাল @ হিরনের নেতৃত্বে একজন পুলিশকে হত্যা করলে রিপন ভাই আমাকে সিরাজগঞ্জ জেলার বিশ্বরোড বাইপাসে দেখা করতে বলে। আমি তার কথামতো সেখানে আসলে সেখানে আলবানী ও আবদুল- াহ আসে। তখন রিপন ভাই তাদের এই মুহুর্তে হোসেনী দালানে শিয়াদের উপর হামলা করতে নিষেধ করে। কিন্তু তারা বলে ভাই কমান্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে এখন আর ফেরত নেয়া যাবেনা। তখন রিপন ভাই আলবানির আনা একটি কালো মোটরসাইকেল আমাকে দিলে আমি গোবিন্দগঞ্জ চলে আসি। পরের দিন জানতে পারি ঢাকা হোসেনী দালানে হামলা হয়েছে এবং তাতে ২ জন নিহত ও বহুলোক আহত হয়েছে। আলবানী ভাই, আব্দুল– াহ আল মামুন ও হিরন মিলে আশুলিয়া চেকপোষ্টে কনস্টেবল মুকুলকে হত্যা করে।

আমি আলবানী ভাই এর সাথে অসংখ্য ডাকাতি করি সংঘঠনের ফান্ড সংগ্রহের জন্য। আলবানী ভাই এর নেতৃত্বে এবং আব্দুল– াহ আল মামুন ভাই এর অংশ গ্রহনে

সাভারে ব্যাংক ডাকাতি হয়। সেখানে মোট ৮জন মারা যায়। কামাল @ হিরন সেই ডাকাতিতে অংশ নেয়। পরে পুলিশের অভিযানে সে নিহত হয়।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের হত্যা করার নির্দেশ দেয় আলবানী ও রিপন। তখন আমি, জিদ,বাধন ও শফিক সহ দিনাজপুর যাই এবং ইতালির নাগরিক পিয়ারোকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করি। গুলি ঠিকমতো না লাগায় পিয়ারো বেঁচে যায়। ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রটি গাইবান্ধার আজাদুল কবিরাজ এর কাছ থেকে লিটন এনে দেয়।

রিপন হিন্দুদের হত্যার নির্দেশ দিলে ২০১৬ সালের ফের"য়ারী মাসে আমি, বাইক হাসান , ডন ও বাধন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন তর"ন দত্তকে হত্যা করি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দীকিকে ২০১৬ সালের এপ্রিলে খালিদ এর হুকুমে আমি, বাধন , বাইক হাসান, আব্দুল াহ ও খালিদসহ আমরা চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি।

২০১৬ সালের মে মাসে গোবিন্দগঞ্জ থানার মহিমগঞ্জের জুতার ব্যবসায়ী দেবেশ চন্দ্রকে আমি, বাইক হাসান,ডন ও বিজয় মারজানের হুকুমে হত্যা করি।

২০১৬ সালের মে মাসে টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানাধীন দর্জি নিখিল চন্দ্রকে মারজানের হুকুমে আমি, বাইক হাসান, মতিয়ার রহমান @ হৃদয়, বাধন ও কবির চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি। মারজানের নির্দেশে ২০১৬ সালের মে মাসে কুষ্টিয়ার হোমিও ডাক্তার ছানাউরকে আমি, বাইক হাসান, ডন, বিকাশ, মাহমুদুল @ কবির ও রবিন মিলে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি।

২০১৬ সালের জুন মাসে আমি ২টি হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করি। প্রথমে মারজান এর হুকুমে বনপাড়ার খ্রিষ্টান সুনীল গোমেজকে আমি, বাইক হাসান, বিজয়, কবীর ও হৃদয় মিলে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি। অন্যটি ২০১৬ সালে জুন মাসে পাবনা হেমায়েতপুরে শ্রী শ্রী অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায়েত নিত্যরঞ্জন পান্ডেকে মারজানের হুকুমে আমি, হৃদয় , কবির ও রবিন মিলে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করি। তাছাড়া সাদ্দাম এর নেতৃত্বে রংপুরে জাপানী নাগরিক হোসে কুনিকে হত্যা, দিনাজপুরে ইসকন মন্দিরে হামলা, তরিকুল ইসলাম জুয়েল এর নেতৃত্বে বগুড়া শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে হামলা এবং তারেক মিলুর নেতৃত্বে রাজশাহীর বাগমারায় আহমদিয়া মসজিদে হামলায় আমাদের সংগঠন জড়িত। তাছাড়া আরো হামলা হয়েছে যা এই মুহুর্তে আমার মনে পড়ছেনা।

নিও জেএমবি কসাই এর মত মানুষ হত্যা করেছে এবং ধর্মহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

আমি স্বেচ্ছায় ও কারো বিনা প্ররোচনায় গুলশান হত্যাকান্ড সহ অন্যান্য হত্যাকান্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার বিষয় স্বীকার করলাম।"

আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আহসান হাবিব পি. ডাবি- উ-১১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উলে- খ করেন যে, ২৩/০১/২০১৭ খ্রিঃ মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তা আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে তার সামনে উপস্থাপন করলে, তিনি আইনানুগ সকল বিধি অনুসরণ করে উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও এতে আসামীর স্বাক্ষর ও তার ৬ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৯৬ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পি-ডাবি– উ-১১০ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৬) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের **Form No. (M) 84** একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১১০) আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনের উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "আসামীকে আমার নিকট উপস্থাপনের পর আমি তাকে চিন্ড়াভাবনার জন্য ০৩ ঘন্টা সময় প্রদান করি। নির্ধারিত সময়ের পর আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজী হলে আমি আসামীর বর্ণিত মতে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করি। লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে পাঠ করে শুনাইলে সঠিকভাবে এবং তার বর্নিত মতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানায় এবং আমার সম্মূখে স্বাক্ষর করে"।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, "আসামীর শরীরে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের কোন চিহ্ন নাই।"

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আরও উলে- খ করেন যে, "আমার নিকট আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।"

আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৪) নিম্নরূপ ঃ

"আমার নাম রাকিবুল হাসান রিগেন। আমি আইএস সংগঠনের সদস্য। আমার দায়িত্ব সংগঠনের নবীন সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আমার সাংগঠনিক নাম রাফিউল ইসলাম নিলয়, হাসান। সাংগঠনিক কারণে সংগঠনের কোন সদস্য জায়গা পরিবর্তন করলে তার কোড নেইম পরিবর্তন হয়। আমি এইচ.এস.সি পর্যন্ড় পড়ালেখা করেছি । আমি ২০১৪ সালে কলেজে পড়া অবস্থায় মোঃ আবদুল- াহ নামে একটি ফেসবুক আইডি খুলি। ফেসবুকে সাব্বির আহমেদ নামীয় একজন আমার বন্ধু হয়। তার সাথে আমার ম্যাসেজ এর মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে কথা হতো। একপর্যায়ে সাব্বির আহম্মেদ এর সাথে আমার বগুড়া আজিজুল হক কলেজে সাক্ষাত হয়। এর পর মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করতাম। একপর্যায়ে সে আমাকে জানায় যে, সে আইএস এর সদস্য এবং আমাকে আইএস এ যোগদানের জন্য বলে। আমি তার প্রস্ড়াবে রাজী হই। আমি আমার বন্ধু শিহাব ও মাসুদকে আইএস এ যোগদানের জন্য অনুপ্রানিত করলে তারাও রাজী হয়। ২০১৫ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখ আমি, শিহাব ও মাসুদ বগুড়ার বনানীতে সাব্বিরের সাথে সাক্ষাৎ করি আইএস সংগঠনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। সেদিন সাব্বির আমাদের নাম না জানা এক জনের হাতে তুলে দেয়। ঐ ব্যাক্তি আমাদের বাসে করে ঢাকায় নিয়ে আসে। রিক্সায় করে নিয়ে মিরপুর গিয়ে শফিক নামে একজনের হাতে তুলে দেয়। শফিক আমাদের একটি বিল্ডিং এর ৫ম তলায় নিয়ে গিয়ে একটি র"মে থাকতে দেয়। এটাই আমার ঢাকায় প্রথম বাসা। ঐ বাসায় আমরা ৩ জন সহ আবু মুসলিম ও সবুজ নামে ২ জন থাকতাম। ঐ বাসায় আমরা ১৮/২০ দিন ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা বাসা থেকে বের হই নাই। সেখানে আমরা ইসলাম ও ইসলামের শত্রুদের নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা ঐ বাসায় যাওয়ার ১৮/২০ দিন পর শাহীন, ফায়াদ ও আতিকুল আসে। ঢাকায় আমি মোট ৬ টি বাসায় অবস্থান করি। এর পর মিরপুর-১ সাদা মাজার মসজিদের পাশে ৩য় তলায় একটি ফ্ল্যাটে উঠি। এটা আমার ২য় বাসা। এখানে প্রায় ২ মাস ছিলাম। ওখানে আগে থেকেই আতিক, সুমন, আকাশ সম্রাট,আল আমিন, ওমায়ের ও ফরিদ থাকতো। আতিক আমাদের ব্যায়াম এর প্রশিক্ষণ দিত। রবিন ওরফে মারজান এবং শফিক ইসান, ইসলাম, জিহাদ বিষয়ে ক্লাস নিত। আমি আইএস সদস্যদের ক্লাস নিতাম। এই বাসায় আমাদের ছদ্ম নাম ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়। ট্রেনিং এর মাধ্যমে জানতে পারি যে, আমাদের সব সদস্য ছদ্ম নাম ব্যবহার করে।

আইএস এর ৩ টি বিভাগ আছে। ১ম বিভাগ আক্রমন/ সামরিক/ কিতাল, ২য় বিভাগ দায়ী বিভাগ এবং ৩য় বিভাগ হলো ট্রেনিং বিভাগ। আমি ট্রেনিং বিভাগের প্রশিক্ষক ছিলাম। আমি আইএস সদস্যদের রিয়াদুস সালিহীন নামক হাদিস গ্রন্থ হতে পড়ে শুনাতাম, যাতে আইএস সদস্যরা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশ ও দেশের বাইরে হামলা চালিয়ে বিধর্মীদের হত্যা করে প্রকৃত ইসলাম কায়েম করতে পারে। গুলশানের হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা এর উৎকষ্ট উদাহরন। আমরা সকলে জঙ্গী ও আইএস সংক্রান্ড় ভিডিও দেখতাম। আমাদের সঙ্গী রনির নিকট থাকা মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে আমরা বড় ভাই দের সাথে যোগাযোগ করতাম। মারজান বাইরে থেকে এসে প্রশিক্ষন দিয়ে চলে যেত। এর পর আতিক আমাকে মনিপুর কাশেমের দোকানের পাশে ৬ তলা বাসার ৫ম তলার বাসায় নিয়ে যায়। এটা আমাদের তৃতীয় বাসা। ঐ বাসায় নয়ন হৃদয়, সবুজ ও আতিক- ২ আমার নিকট প্রশিক্ষন নেয়। সেখানে রবিন @ মারজান, তামিম চৌধুরী @তারা ভাই @তালহা, আবু মুসলিম, জনি সহ নাম না জানা অনেকে আসতো। তারপর ২০১৬ সালে জানুয়ারী মাসে আমি সহ অন্যরা পাইকপাড়া বৌ বাজারে একটি বাসায় উঠি। ৪র্থ-তলার ঐ বাসায় প্রশিক্ষনের জন্য ২য় ব্যাচ চালু হয়। এই ব্যাচে ৭ জন সদস্য প্রশিক্ষন নেয়। তাদের নাম ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের ছদ্ম নাম হাসান, ২। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ ছদ্ম নাম রতন, ৩। নিবরাস ইসলাম ছদ্ম নাম সাইদ, ৪। খায়রুল ইসলাম পায়েল ছদ্ম নাম বাধন, ৫। শফিকুল ইসলাম উজ্জল ছদ্ম নাম নাহিদ, ৬। সাজউল হক রাসিক @ সুনীল, ৭। মানিক । এদের মধ্যে প্রথম ৫ জন গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারী, যারা ঐ সময় প্যারা কমান্ডো বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মারা যায়। আমি তাদের প্রশিক্ষন দিয়েছিলাম। সুনীল কল্যানপুরের ঘটনায় মারা যায়। এরপর আমার নিকট শোয়েব, সূর্য, ইমরান , সোহান, জাহিদ, অর্পূব, তাপস, নাফিস, জাবির, হায়দার, সায়িদ, হাসান, আবির, রাহুল @ চকলেট বৌ বাজারের বাসায় প্রশিক্ষন নেয়। রাহুল @ চকলেট এর প্রকৃত নাম বাসারুজ্জামান। এদের মধ্যে জায়িদ শোলাকিয়ার হামলায় মারা যায়। এরপর আমরা ১লা মে/২০১৬ তারিখ দক্ষিন পাইকপাড়ার নতুন বাজারের কাছে গ্রীলের মোড়ে একটি বাসার ৬ষ্ট তলায় আসি। এই বাসায় আমার নিকট ১১ জন সদস্য প্রশিক্ষন নেয়। তারা হলো ১। জিসান, ২। সোহান,৩। আদনান, ৪। তানভীর, ৫।খালিদ, ৬। সায়েম, ৭। তারিক, ৮। ফাহাদ, ৯। নেহাল, ১০। অভি, ১১। হাসান। এদের মধ্যে তানভীর ও অভি আইএস সামরিক শাখার প্রশিক্ষক ছিল। তানভীরের নাম মেজর জাহিদুল ইসলাম @ মেজর মুরাদ। সে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মারা যায়। এরপর ঐ

বাসায় জনি ও হৃদয় আসে। জনি কল্যানপুরের ঘটনায় মারা যায়। এই বাসায় প্রায়ই বাংলাদেশে আইএস এর পরিচালনা এবং পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরী, মারজান, রাহুল @ চকলেট আসতো। তারা আমার নিকট খোঁজ খবর নিতো এবং টাকা দিয়ে যেত। ২০১৬ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে তামিম চৌধুরী, মারজান ও রাহুল @ চকলেট আমাকে বলে আমাদের সামরিক শাখার কিছু সদস্য গুলশানে একটি অপারেশন করবে তুমি তাদের প্রশিক্ষন দিবে, যাতে তারা অপারেশন করতে সক্ষম হয়। আমি তাদের কথামতো বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসায় তাদের সাথে যাই এবং ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের, ২। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, ৩। নিবরাস ইসলাম, ৪। খাইর ল ইসলাম পায়েল, ৫। শফিকুল ইসলাম উজ্জলদের প্রশিক্ষন দিই। আমি তাদের বলি যে, তারা যদি অপরাশেন করতে গিয়ে মারা যায় তবে তারা শহীদের মর্যাদা পাবে এবং নিশ্চিত তাদের বেহেশত নসীব হবে । তারা আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, তারা হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। ঐ বাসায় আমি জুন মাসে ২/৩ বার গিয়ে তাদের প্রশিক্ষন দিয়েছিলাম। জুন/২০১৬ এর শেষ সপ্তাহে আমি তাদের সাথে ০১ দিন থেকে প্রশিক্ষন দিয়েছিলাম। ১লা জুলাই ২০১৬ সালে সন্ধ্যার পর জানতে পারি, তারা গুলশান হলি আর্টিসান রেষ্টুরেন্ট এ হামলা করেছে। হামলার পর তারা আমার সাথে থাকা রনির মোবাইলের এ্যাপস এর মাধ্যমে হামলার ছবি পাঠালে আমি তা দেখি এবং বলি আলহামদুলি- াহ খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমার প্রশিক্ষন মতে তারা কাজ করায় আমি তাদের জন্য দোয়া করি। গুলশান হামলায় আমাদের ঐ ৫ জন সদস্য মারা যায়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে আমি, রনি, জনি, হৃদয়, জিসান ও সোহান কল্যাণপুরের জাহাজ বিল্ডিং এ উঠি। সেখানে আগে থেকেই সোয়েব,সূর্য ,আদনান, সুনীল ও ইকবাল থাকতো। বাসার দায়িত্ব ছিল আবদুল- াহ @ রনির উপর। আমাদের সাথে বোমা ও অস্ত্র ছিল। এগুলো তামিম চৌধুরী আমাদের দিয়েছিল। সে নারায়নগঞ্জে মারা যায়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসের ২৬ তারিখ রাত অনুমান ১২:৩০ এর সময় আমাদের বাসায় পুলিশ আসলে রনি আমাকে পকেট গেট দিয়ে চলে যেতে বলে। আমি আর ইকবাল জানালার সানসেট ধরে নামতে থাকি। আমার কাছে ছুরি এবং ইকবালের কাধে একে ২২ রাইফেল ছিল। আমি পা পিছলে নিচে পড়ে গেলে মাথা ফেটে যায়। আমি পুলিশ দেখে দাড়িয়ে যাই। পুলিশ লাইট দিয়ে আমাকে দেখে গুলি করে। তখন আমি আল- াহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছিলাম। পুলিশ আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। আমার জানামতে আমি কোন কিছুই গোপন করিনি। আমি নিজে কোন অপারেশনে অংশগ্রহন করি

নাই। আমার বয়স অল্প। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি ভুল পথে এসেছিলাম। এজন্য আমি দেশের সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আমি স্বেচ্ছায় এবং কারো বিনা প্ররোচনায় আমার অপরাধ স্বীকার করলাম। আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

আসামী রাকিবুল হাসান রিগেনের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ কারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আহসান হাবিব পি. ডাবি- উ-১১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উলে- খ করেন যে, আসামী রাকিবুল হাসান রিগেনকে গুলশান থানার মামলা নং ১(৭)১৬ এ তদন্ড়কারী কর্মকর্তা উক্ত আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি সমস্ড় বিধি বিধান অনুসরন করে উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, যা ৭ পাতায় ১৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শনী-৯৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত জবানবন্দিতে তার ৬টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-৯৪ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামীর ১০টি স্বাক্ষর আছে।

পি-ডাবি– উ-১১০ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৪) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১১০) আসামী রাকিবুল হাসান রিগেনের উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "আসামীকে জবানবন্দি পাঠ করে শুনাইলে সঠিক বলে জানায় এবং স্বাক্ষর করে। আমার নিকট আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।"

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, "আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি আমার নিকট সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে মনে হয়।"

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আসামীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ শেষে তাকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরন করা হয়

আসামী মো: আব্দুস সবুর খান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৫)

নিম্নরূপ ঃ

"আমার নাম আব্দুস সবুর খান হাসান। আমি নব্য জেএমবির সূরা সদস্য। আমার সাংগঠনিক নাম সোহেল মাহফুজ ওরফে জয় @ মুসাফির @ কুলম্যান। আমি হলি আর্টিসান বেকারীতে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাকারীদের একজন এবং হামলায় অস্ত্র গ্রেনেড/বোমা (আইইডি) সরবরাহকারী । আমার সরবরাহকৃত অস্ত্র ও তৈরীকৃত গ্রেনেড গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গুলশান হলি আর্টিসান বেকারীর হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমি ছোট বেলায় মক্তবে পড়তাম । আমার চাচাতো ভাই আবু সাইদ আমাকে নামাজ কালাম পড়া ও ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতো। আমরা আহলে হাদিস, বিভিন্ন জলসা ও অনুষ্ঠানে যেতাম। আমি তখন থেকে আসাদুল াহ আল গালিবের বক্তব্য শুনতাম । আহলে হাদিসের মূল শে- াগান ছিল "মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ" ২০০২ সালে প্রথম আমি জামায়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) তে যোগদান করি। ২০০৩ সালে এহসার (কর্মী) নিযুক্ত হই। এরপর সংগঠনের কাজের জন্য আমি রংপুর চলে যাই । রংপুরে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতি কাজ করি। ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সংগঠনের পরিধি আরো বিস্তৃত হয় এবং আমি রাজশাহীর গোদাগাড়ীর বকচর সীমান্ড় দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতের মুর্শিদাবাদে যাই। সেখানে ১০/১২ দিন থেকে কাজের পরিবেশ দেখি। এরপর একই সীমান্ড় দিয়ে ফিরে আসি। রাজশাহীর শিরোইলে আমাদের সংগঠনের একটি ভাড়া বাসায় উঠি। তখন বাংলা ভাই এর নেতৃত্বে রাজশাহীর বাগমারায় সর্বহারা নিধন অভিযান চলছিল, আমি তাতে যোগ দিই। বাংলা ভাই এর সাথে আলাপ করে তার নির্দেশে নওগার আত্রাই সর্বহারা নিধন ক্যাম্প এ যাই। সেখানে শাকিলের কাছে প্রথম বোমা বানানো শিখি। সেখানে বোমা বিষ্ফোরিত হলে আমার ডান হাতে লাগে। নাটোর সদর হাসপাতালে ১০/১২ দিন চিকিৎসাধীন থাকি। আমার ডান হাতের কব্জি কেটে ফেলতে হয়। এরপর হতে আমি প্রায় দেড় বছর বাড়ীতে থেকেই সংগঠনের কাজ করতে থাকি। এরপর আমি ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে সংগঠনের একটি ৬ তলা বিল্ডিংয়ে ভাড়া বাসায় উঠি। সেখানে শিপলু থাকতো। এটা ছিল বোমা বানানোর প্রশিক্ষন কেন্দ্র। আমি ওখানে বোমা বানানোর ক্লাস নিতাম। সংগঠনের অনেকেই আমার নিকট হতে বোমা বানানো শেখে। আমি ৮/১০ টি বোমা (আইইডি) ও ৭/৮ টি হ্যান্ড গ্রেনেড বানিয়ে দেখাই। এ সময় রাসেল, সালাউদ্দিন, সালেহীন, খালেদ সাইফুল- াহ সহ আরো অনেকের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়। কাজ শেষ করে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় সগিরের ভাড়া বাসায় একদিন থাকি। সেখানে সংগঠনের আমির সাইদুর রহমান, রাসেল ,আনোয়ার হোসেন @ ফার"ক সাদ, তসলিম

উপস্থিত হয়। আমাকে সূরা সদস্য নির্বাচন করে উওরাঞ্চলের দায়িত্বশীল করে পাঠায়। দিনাজপুরে কাজ করার সময় ২০০৮ সালের শেষের দিকে আমি ১ম বিবাহ করি। স্ত্রীর নাম ছিল শামীমা, বয়স ১৫ বছর। ২০০৯ সালের প্রথম দিকে আমি চাপাইনবাবগঞ্জ যাই। সেখানে সাংগঠনিক সমর্থক সাদেকুলের মেয়ে মাসতুরা (১৭) কে ২য় বিবাহ করি। ঐ বছরের শেষের দিকে সংগঠনকে আরো বিস্তৃত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে যাই। কয়েক মাস পর দালালের মাধ্যমে লালগোলা সীমান্ত দিয়ে আমার স্ত্রীদের ভারতে নিয়ে যাই। বেলডাঙ্গায় বাসা ভাড়া করে বসবাস করি এবং সংগঠনের কাজ করতে থাকি। ২০১০ সালে সাইদুর রহমান ঢাকায় গ্রেফতার হন। জেলের ভিতর ও বাইরে থাকা সদস্যদের পরিকল্পনায় ময়মনসিংহের ত্রিশালে আনোয়ার হোসেন @ জামাই ফারুক প্রিজনভ্যানে আক্রমন করে সালাউদ্দিন সালেহীন, বোমা মিজান ও হাফেজ মাহফুজকে ছিনিয়ে নেয়। হাফেজ মাহফুজ বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়। বাকীরা ভারতে প্রবেশ করে। সালাউদ্দিন সালেহীন ভারতে এসে সংগঠনের আমীর নিযুক্ত হয়। শাকিল (টাঙ্গাইল) ও আমাকে বর্ধমানে আইইডি বানানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। পাশাপাশি আমাকে একটি ম্যাগাজিন বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্ধমানের খগড়াগড়ে বোমা /আইইডি তৈরীর সময় শাকিল ও একজন ভারতীয় মারা যায়। আব্দুল হাকিম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে মাদ্রাসায় সংগঠনের কাজ ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষন দিই। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে আমি স্ত্রী সন্তান সহ দেশে চলে আসি এবং চাপাইনবাবগঞ্জে ২য় স্ত্রীর বাসায় উঠি। সাইদুর রহমান এর নেতৃত্বে তখন ভাঙ্গন ধরে। জামাই ফারুক, রফিক, মানিক, সাগর আরচার, মুসা ও অন্যান্যরা তামিম চৌধুরী, সারোয়ার, মারজানদের সাথে ভিড়ে যায় ও নব্য জেএমবির বায়াত নেয়। ইতিমধ্যে ২০১৫ সালে রফিক ইন্ডিয়া হতে দেশে এসে আমাকে নব্য জেএমবি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারনা দেয়। এছাড়া ২০১৬ সালে আমার আত্নীয় আবু মুছা @ রবিন @ তালহার সাথে দেখা হয়। সে আমাকে নব্য জেএমবির মাজাহাব ও আকিদা বিষয়ে অডিও শুনায় এবং আমাকে নব্য জিএমবি পথে দাওয়াত দেয়। আমি তার কাছে নব্য জেএমবির বায়াত নিই। ২০১৬ সালের মে মাসে আমি রফিকের মাধ্যমে নব্য জেএমবিতে যোগদান করি। আমি রমজানের প্রথম দিকে তামিম চৌধুরীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রজবের সাথে পাবনা থেকে ট্রেনে করে ঢাকায় আসি। রজব আমাকে মিরপুর ১০ নম্বরে আকাশের কাছে হস্তান্তর করে চলে যায়। আকাশ আমাকে হাই পাওয়ার চশমা পরিয়ে মিরপুর এলাকার কোন একটি বাসায় নিয়ে যায়। সে বাসায় রাতে তামিম চৌধুরী ও বাশারুজ্জামান চকলেট আমাকে

আকিদা ও মানহাজ বিষয়ে ইন্টারভিউ নেয়। তারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নব্য জেএমবি সূরা সদস্য মনোনিত করে। নব্য জেএমবির সূরা সদস্যরাই সকল ধরনের হামলার নির্দেশনা ও অনুমোদন দেয় । আমরা গুলশানে একটি বড় হামলার পরিকল্পনা করি। আর এজন্য লোক সংগ্রহ, অস্ত্র ও গ্রেনেড সরবরাহ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তামিম চৌধুরী, বাশার ুজ্জামান চকলেট, মারজান ও অন্যান্যদের সাথে আমি গুলশান হলি আর্টিসানে হামলার সিদ্ধান্ড় একরকম চুড়ান্ড় করে এলাকায় চলে আসি। একটি নতুন এনড্রয়েট ফোন ক্রয় করি। আমার বেয়াই আব্দুল গাফফার পিয়াস @ মোল- া (মারজানের মামা এবং হাদিসুর রহমান @ সাগরের মামা শ্বশুর) এর কাছে গিয়ে একটি থ্রিমা আইডি খুলে নিই। মারজান আমার এক চাচাতো ভাই এর ভায়রার ছেলে। সাগর আমার আত্নীয়। থ্রিমা আইডি খোলার পর আমি আকাশের (ব- ু স্কাই) আইডিতে যোগদান করি। পরে আমি আব্দুল- াহেল কাফি ও নব্য জেএমবির অন্যান্য নেতাদের আইডিতে যোগাযোগ করি। আব্দুল- াহেল কাফিকে আমি আইটি এক্সপার্ট হিসাবে নিয়োগ দিই। কাফি বিভিন্ন সময় নব্য জেএমবির থ্রিমা ও অন্যান্য এ্যাপসের লোগো পরিবর্তন করে দিতো। এ্যাপস ও মোবাইলে যোগাযোগ করে আমি রমজানের ২০/২২ তারিখ এর দিকে ভারতে থাকা আমাদের পুরাতন সদস্যদের মাধ্যমে অস্ত্র গুলি ও গ্রেনেড সংগ্রহ করে ছোট মিজানকে দিই। ছোট মিজান ও মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ চাপাইনবাবগঞ্জে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করে। আমি ও ছোট মিজান মিলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জের কানসাট বাজার হতে একটু দূরে আম বাগানের ছোট একটি ঘরের মধ্যে রাখি। আমার উক্ত অস্ত্র ও বিস্ফোরক মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশের কাছে বুঝিয়ে দিই। অস্ত্র ও গ্রেনেড আমি চেক করে দেই, র‍্যাশ ওগুলো চেক করে হানিফ পরিবহনের বাসে করে অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরকসহ ঢাকায় এসে তার কল্যাণপুরের বাসায় ওঠে। র‍্যাশের কাছ থেকে অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক বাসার ুজ্জামান চকলেট বুঝে নিয়ে মারজানকে বুঝিয়ে দেয়। তামিম চৌধুরী উক্ত অস্ত্র, গুলি ও গ্রেনেড হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। মারজান এগুলো তামিম চৌধুরীকে বুঝিয়ে দেয়। বসুন্ধরার বাসায় হামলাকারী সহ তামিম চৌধুরী, চকলেট, মারজান, জাহাঙ্গীর এবং অন্যান্যরা ছিল। আমাদের নব্য জেএমবির সংগঠনের সূরা সদস্যদের সিদ্ধান্ড়ে উক্ত অস্ত্র, গ্রেনেড ও চাপাতি ব্যবহার করে সংগঠনের " ইস্ড়সাদিতে" (সুইসাইডাল স্কোয়াড) অংশগ্রহনকারী ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের (সামেহ) ২। রোহান ইমতিয়াজ ৩। নিবরাস ইসলাম ৪। খাইর ুল ইসলাম

পায়েল @ বাধন ৫। শফিকুল ইসলাম উজ্জল গত ০১/০৭/১৬ তারিখ "হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করে দেশী ও বিদেশী মিলে ২২ জন নাগরিককে হত্যা করেছিল। উলে- খ্য, হামলার দিন ইফতারের আগে হামলায় অংশগ্রহনকারী ৫ জন তাদের ব্যাগে অস্ত্র ও গ্রেনেড নিয়ে বসুন্ধরা বাসা থেকে বের হয়ে গেলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তানভীর কাদেরী ও তার পরিবারের সদস্যরা ঐ বাসা ছেড়ে দিয়ে রুপনগরের বাসায় গিয়ে ওঠে । তামিম চৌধুরী, চকলেট, মারজান, জাহাঙ্গীর সহ অন্যান্যরা ঐ বাসা থেকে বেরিয়ে মিরপুর ও শেওড়াপাড়ার বাসায় উঠে। অ্যাপস এর মাধ্যমে তারা হত্যাকান্ডের ছবি দেখে।

হোলি আর্টিসানের হামলার পর আমি কিছুটা বিরতি দিয়ে ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসে আবার মইনুল ইসলাম মুসার সাথে যোগাযোগ করি। মুসা আমাকে দাওয়াতী কার্যক্রম বাড়ানো ও অস্ত্র এর খোঁজ নেওয়ার জন্য কিছু টাকা দেয়। ১০/১৫ দিন পর মুসা গোদাগাড়ীতে আজিমুলের বাসায় গিয়ে অস্ত্র ও অন্যান্য খরচের জন্য আমাকে ১,৫০,০০০/- টাকা দেয়। এদিকে মৌলভীবাজারের অভিযানে মুসা মারা গেলে সাজিদ হাসান @ আইউব বাচ্চু নব্য জেএমবির আমীর হয়। আমি সূরা সদস্য থাকি। রাজিবুল ইসলাম সাংগঠনিক নাম আবু তালহা @ আর্চার (২৮) পিতা তোফাজ্জল নতুন সূরা সদস্য হয় । আমি যোগাযোগের জন্য চ্যাট সিকিউর এ চ্যাট আইডি খুলি। ২০১৭ সালের মার্চ / এপ্রিল মাসের দিকে আমাদের বেশ কয়েকজন সদস্য ঝিনাইদহ , সিলেট , মৌলভীবাজার এলাকায় পুলিশের অভিযানে মারা যায়। আমি তখন চাপাইনবাবগঞ্জ ছিলাম। চাপাইনবাবগঞ্জে ছোট মিজান, বাশার ুজ্জামান চকলেট, মোশারফ @ লোকমানরা রফিকুল ইসলাম আবু এর বাসায় ছিল। পরে খবর পাই পুলিশের অভিযানে তারা শহীদ হয়েছে। চাপাইনবাবগঞ্জে পুলিশ অভিযানের সময় আমি বরেন্দ্র এলাকার মাঠের দিকে পালিয়ে যাই। মোবাইল ফোন ও সিম মহানন্দা নদীতে ফেলে দিই। আমি নাচোল হার ুন এর বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিই। ঐ বাসা থেকে পুলিশ ০৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অনুমান রাত ২.৪০ মিনিটে আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকায় নিয়ে আসে। আমি নব্য জেএমবিতে যোগদানের পর অনেকজনকে দাওয়াত দিয়েছি এবং অস্ত্র ও বোমা বানানোর প্রশিক্ষন দিয়েছি। আমার তৈরী বোমা হোলি আর্টিসান সহ বিভিন্ন হামলায় সদস্যরা ব্যবহার করেছে। বর্তমানে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আমার স্ত্রী ও ৭ টি সন্ড়ানের ভবিষৎ এর কথা চিন্ড়া করে আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবার প্রত্যাশা করি। আমি স্বেচ্ছায় এবং কারো বিনা প্ররেচনায় আমার অপরাধ স্বীকার করলাম।"

আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খানের অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ কারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আহসান হাবিব পি. ডাবি- উ-১১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উলে- খ করেন যে, ২৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ এই মামলার আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খানকে তার সামনে উপস্থাপন করলে, তিনি আইনানুগ সমস্ড় বিধি-বিধান অনুসরন পূর্বক উক্ত আসামীর স্বেচ্ছা প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন, যা প্রদর্শনী-৯৫ এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার ০৬ টি স্বাক্ষর, যা প্রদর্শনী-৯৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামীর ১৬টি স্বাক্ষর আছে।

পি-ডাবি– উ-১১০ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খান কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯৫) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১১০) আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খানের উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে পাঠ করে শুনাইলে সঠিক বলে জানায় এবং স্বাক্ষর করে। আমার নিকট আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে প্রতীয়মান হয়। উলে- খ্য, আসামীকে ০৩ ঘন্টা চিন্ড়া ভাবনার জন্য সময় দেয়া হয়"।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, "আসামীর শরীরে নির্যাতনের কোন চিহ্ন নাই এবং আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি আমার নিকট সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে মনে হয়।"

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আসামীকে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ শেষে তাকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরন করা হয়।

আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৮৮) নিম্নরূপঃ

"আমার নাম মোঃ আসলাম হোসেন। আমার সাংগঠনিক নাম রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা। আমি সাবাইহাট বাজারে সানরাইজ কেজি স্কুলে ৫ম শ্রেনী পর্যন্ড় পড়াশোনা শেষ করে আমার নানা বাড়ি নওহাটা, মথুরা, পবা, রাজশাহীতে চলে আসি। নওহাটা হাই

স্কুল থেকে ২০১৩ সালে এস.এস.সি পাশ করি। তারপর রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি হই। এইচ.এস.সি ভর্তি হওয়ার পূর্বে এস.এস.সি পাশের পর আমি রাজশাহী উপশহরে মাইকেল ব্যারিও কোচিং সেন্টারে IELTS পরীক্ষার জন্য ভর্তি হই। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময়ও আমি IELTS এর কোচিং চালিয়ে যাই। কলেজে পড়াকালীন আমি জসীম উদ্দিন রহমানী ও আনোয়ার আওলাকীর ওয়াজ শুনতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি ইসলাম ধর্মের বিষয়ে অনুরক্ত ছিলাম। ওয়াজ গুলি শোনার পর আমি জিহাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠি। IELTS কোচিং এ ক্লাস করার সময় বড় ভাই আরিফ ও সুমনের সাথে পরিচয় হয়। তারা হিজবুত তাহেরী (এইচ.টি) করত। তাদের সাথে কথা বলে ধীরে ধীরে আমি বিষয়টা জানতে পারি । তারা বলত যে, তারা আর্মির সাহায্য নিয়ে সরকারের বির"দ্ধে খিলাফত কায়েম করবে। আমি তাদেরকে বলি যে, এটা সম্ভব নয়। আমি নিজে থেকেই তাদের কাছে আফগানিস্থান গিয়ে জিহাদ করার আগ্রহ জানাই। তারা জানায় যে, এটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এক ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। তারা আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স এর ছাত্র ফরহাদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ফরহাদ ভাই "এপিটি" (আনসার"ল- াহ বাংলা টীম) করত। তার সাথে আমার দ্বীন ও জিহাদ নিয়ে আলোচনা হতো। ফরহাদ ভাইয়ের সাথে চলাফেরা করতে করতে তার মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র খালিদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। তার সাথেও আমার ইসলাম, জিহাদ, দাওয়াতি কার্যক্রম নিয়ে কথা হতো। ২০১৪ সালের ১ রমজান আমরা পরস্পরের হাতে হাত রেখে বায়াত নেই। খালিদ ভাইয়ের মাধ্যমে ২০১৫ সালের ফেব্র"য়ারী মাসে আমার প্রথম তামিম চৌধুরীর সাথে রাজশাহীতে পরিচয় হয়। তখন তার সাংগঠনিক নাম ছিল "নাইফ লাইট"। পরবর্তীতে খালিদের মাধ্যমে আমার জেএমবি নেতা আব্দুস সামাদ @ মামা এর সাথে পরিচয় হয়। এভাবেই আমি নব্য জেএমবি সংগঠনের যোগাযোগ পেয়ে যাই এবং নব্য জেএমবিতে যোগদান করি। এ সংগঠনে যোগদান করে পরবর্তীতে আমি হোলি আর্টিসান বেকারী হামলার পরিকল্পনায় অংশ নেই। উক্ত বেকারীতে হামলাকারীদের পিক করে প্রশিক্ষনের জন্য পৌছে দেই। তাদের প্র"ডুত করে অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন সরবরাহ করি। ঘটনার পূর্বে আমি হোলি আর্টিসান বেকারী রেকি করি। বসুন্ধরায় হামলাকারীদের অবস্থানের জন্য বাসা ভাড়ার সন্ধান করি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আনুসঙ্গিক কাজ কর্ম করে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা সফল করি। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় বার তামিম চৌধুরীর সাথে আমার দেখা হয় । আমি তার কাছে জিহাদের

আগ্রহ প্রকাশ করলে সে বলে, আমার বয়স কম। সে আমাকে তাফসির ইবনে কাছির (কুরআনের ব্যাখা) এবং শায়খ আনোয়ার আওলাকীর লেকচার শোনার পরামর্শ দেয়। আমি পরার্মশ মাফিক কাজ করতে থাকি। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি আমি খালিদ ভাইয়ের কাছে কাশ্মীর হয়ে পাকিস্থান ও পরে আফগানিস্থান যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে সে সমর্থন করে না। এর ফলে তার সাথে আমার দূরত্ব তৈরী হয়। ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই আমি বাড়ি থেকে ৭০ হাজার টাকা নিয়ে হিজরত করার জন্য ঢাকা চলে আসি। আমি আমার বাড়িতে বা খালিদ ভাইকে কিছু না জানিয়ে চলে আসি। আমি ভেবেছিলাম ঢাকায় কারো সাথে যোগাযোগ না করতে পারলে নিজেই ইন্ডিয়া-কাশ্মীর হয়ে পাকিস্থান চলে যাব, পরে আফগানিস্থান যাব। সে অনুযায়ী আমি পাসাপোর্ট ও ইন্ডিয়ার ভিসার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি ঢাকায় এসে প্রথম কল্যাণপুরে একটা হোটেলে উঠি এবং পরদিন কল্যাণপুরে ১১ নম্বর রোডে একটা মেসে উঠি। মেসে আমি একা একটা রুম নিয়েছিলাম। কারো সাথে মিশতাম না। একা একা নামাজ পড়তাম। আমি একটি **Sympohny** মোবাইল সেট কিনি এবং **surcspot App install** করি। সেখান থেকে খালিদ ভাইকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালে সে একসেপ্ট করে। এ **App** বিষয়ে আমি তার কাছ থেকেই জেনেছিলাম। খালিদ ভাইয়ের সাথে আমার যোগাযোগ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি তার সাথে তার কথামতো মিরপুরে দেখা করি। সে ঐদিন আমার মেসে আসে। ২/৩ দিন পরে সে তামিম ভাইকে নিয়ে আবার মেসে আসে। আমি তামিম ভাইকে পেয়ে তাদের সাথে কাজ করার কথা বলি। সে আমাকে আমার সঙ্গে থাকা ৪০/৫০ হাজার টাকা সংগঠনে জমা দিয়ে দিতে বলে। তৎক্ষনাৎ আমি টাকা তাদের হাতে দিয়ে দেই। তারা ২০ হাজার টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে ঐ টাকা দিয়ে অন্য কোথাও বাসা নিতে বলে। আমি কল্যানপুরে রোড নং- ৫ কিংবা ৬-এ একটা বাসা নেই। বাসাটা ৩ তলা ছিল। আমি নিচ তলা ভাড়া নেই । খালিদ ভাই প্রথমে একা বাসায় আসে । পরে তামিম ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় আসে। তামিম চৌধুরী আমাকে দায়িত্ব দেয়, নতুন হিজরত করা ছেলেদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পিক করে নব্য জেএমবি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক কোচিং সেন্টারের প্রশিক্ষকদের নিকট পৌছে দিতে হবে। গুলশান হলি আর্টিসান হামলাকারীদের সহ অন্যান্যদের তামিম ভাই ও খালিদ ভাইয়ের ইন্টারনেট **App** এর মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। তাদের কেউ তামিম ভাইয়ের আমন্ত্রনে সাড়া দিলে তামিম ভাই তাদের নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আসতে বলত। আমার দায়িত্ব ছিল তাদের রিসিভ করে প্রশিক্ষকদের নিকট পৌছে দেয়া।

২০১৫ সালের শেষের দিকে সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের ২৫/২৬ তারিখের দিকে গুলশান হোলি আর্টিসানে হামলাকারী রোহান ইবনে ইমতিয়াজ যার সাংগঠনিক নাম ইসবাবা কে আমি লালমাটিয়ার আড়ং এর পাশ থেকে রিসিভ করে মিরপুর -১০ এ প্রশিক্ষন সেন্টারের প্রশিক্ষক রাফিউল ইসলাম রিগেন @ অন্ড়রের কাছে বুঝিয়ে দেই। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারী আমি তাজুল @ ব- াক কে লালমাটিয়া মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুর -১০ এ আবদুল- াহ @ রনির কাছে পৌছে দেই। ১৫/০১/১৬ তারিখে আমি বাশার ুজ্জামান @ চকলেট @ রাহুল এবং আনাস কে শ্যামলী ওভার ব্রীজের নিচ থেকে রিসিভ করে আবদুল- াহ @ রনির কাছে পৌছে দেই। তারা তাদের সহ অন্যান্যদের নিয়ে প্রশিক্ষন শুর ু করে। ৪০ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষনে রাফিউল ইসলাম রিগেন ও আবদুল- াহ @ রনি মূল প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করত। এ প্রশিক্ষনে তারা কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা, সামরিক প্রশিক্ষন, অস্ত্র খোলা ও জোড়া লাগানো শেখাতো। এছাড়া প্রশিক্ষনার্থীদের মনোবল চাঙ্গা ও ইস্পেড়সাদী অর্থাৎ সুইসাইডাল স্কোয়াড এ যোগদানের জন্য প্রস্তুত করা হতো। গ্রেনেড বিষয়ে প্রয়োজনে বাহিরেও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হতো। মিরপুর এলাকাতেই সে সময় বেশীরভাগ সংগঠনে যোগ দেয়া ছেলেদের প্রশিক্ষন দেয়া হতো। তামিম চৌধুরী, খালিদ ভাইরা এসব কোচিং সেন্টারের তত্ত্বাবধান করত। এ সকল কোচিং সেন্টারে রাফিউল ইসলাম রিগেন @ অন্ড়র @ রনি @ আবদুল- াহ, মামা@ আব্দুস সামাদ সহ অনেকে প্রশিক্ষন দিত। মারজানও মাঝে মাঝে প্রশিক্ষন দিত । মিরপুর পাইক পাড়া এলাকায় দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষনের জন্য গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারী নিবরাস ইসলাম মীর সামেহ্ মোবাশ্বের, তৌসিফ ইসলাম @ সাদা, আকিফুজ্জামান @ সোয়ের, শেহজাদ রউফ সূর্য সহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণ শুর ু হয়। ২০১৬ সালের ২৬ ফেব্র ুয়ারী আমি নিবরাস ইসলাম @ লাম্বু, তৌসিফ ইসলাম @ সাদা, শেহজাদ ওরফে আমেরিকা ওরফে সূর্যদের ধানমন্ডি, শুক্রবাদ ডেফোডিল ইউসিভর্সিটির কাছে ওভার ব্রীজের নিচ থেকে রিসিভ করে মিরপুর ১০ এ নিয়ে গিয়ে আবদুল- াহ @ রনি ও রিগ্যানের কাছে পৌছে দেই। ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আমি ধানমন্ডি লেক পাড় থেকে সামেহ মোবাশ্বের @ কালা আকিফুজ্জামান @ সোয়েব @ সাবিনা (আইডি নাম) দের পিক করে সঙ্গে নিয়ে মিরপুর ১০এ আবদুল- াহ @ রনি এর কাছে পৌছে দেই। তাদের সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুর ু হয়েছিল। ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ধানমন্ডি -২৭ নম্বর থেকে আবু রেহান, ড্রাইভার (সাংগঠনিক নাম) দের আমি

পিক করে মিরপুর -২ এ রনির কাছে পৌছে দেই। ড্রাইভারের আসল নাম আমি জানিনা। ১৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আমি মিরপুর -১ থেকে মেজর জাহিদ @ আবু সাইফকে সঙ্গে নিয়ে রিগ্যানের কাছে পৌছে দেই। এদেরকে নিয়ে তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুর" হয়েছিল। আমি আমার দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তামিম ভাইদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম। কল্যানপুরের ভাড়া বাসায় অবস্থান করেই সংগঠনের কাজ করতাম। আমার সাথে তাজুল হক @ ব- াক থাকত। গত রমজান মাসের ২ মাস পূর্বে অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চ মাসের দিকে তামিম চৌধুরী ও শরিফুল ইসলাম খালিদ আমার কল্যানপুরের ভাড়া বাসায় এসেছিল যা পূর্বেই বলেছি । তখন তারা রমজান মাসে ঢাকার কোন ডিপে- ামেটিক এলাকায় বড় ধরনের আক্রমন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। আমি তখন তামিম ভাইয়ের কাছে গুলশান বা কোন কূটনৈতিক এলাকায় আক্রমনের উদ্দেশ্য জানতে চাই। তামিম ভাই বলে যে, আমাদের সংগঠন নব্য জেএমবি আন্ড়র্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের আই.এস দ্বারা অনুপ্রানিত। আই.এস এর দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্যই গুলশান কূটনৈতিক এলাকায় হামলা করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, সংগঠনের সিদ্ধান্ড় তার নেতৃত্বে অনান্য গুর"ত্বপূর্ণ সদস্যদের নিয়ে সভায় নির্ধারিত হয়। গুলশান হলি আর্টিসানে হামলার সিদ্ধান্ড় তারাই গ্রহন করে। তিনি বলেন, এ ধরনের বড় হামলার ফলে সংগঠনে রিক্রুটমেন্ট সহজ হবে। এ ধরনের বড় হামলার পরিকল্পনায় আমি ও খালিদ ভাই দুজনই সমর্থন দেই। এরপর থেকেই আমি তামিম চৌধুরীর নির্দেশে গুলশান পার্ক, হলি আর্টিসান বেকারী সহ বসুন্ধরা, বারিধারা অর্থাৎ যে সকল এলাকায় বিদেশীদের আনাগোনা বেশী, সেসব স্থানে রেকী করতে থাকি। রমজানের কয়েক দিন আগে তামিম চৌধুরী আমাকে মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে বলে যে, " রাশেদ তুমি কই? তোমাকে দরকার।" সে আমাকে কল্যাণপুর ওভার ব্রীজের নিচে আসতে বলে। ঐ দিন আমি সকাল ১১.০০ টায় সেখানে গিয়ে তামিম চৌধুরীর সাথে দেখা করি। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুরে নিজ বাসায় চলে আসি। তখন বাসায় ব- াক ছিল। তামিম চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাস করে আমি সব বিষয়ের জন্য প্রস্তুত কিনা, আমি প্রস্তুত আছি জানাই। পরে তামিম চৌধুরী হামলায় অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকায় আমার নাম অন্ড়র্ভূক্ত করে। রমজানের ১২ রোজায় তামিম চৌধুরী ও বাসার"জ্জামান চকলেট আমার কল্যাণপুরের বাসায় আসে। তামিম চৌধুরীর ব্যাগের মধ্য থেকে আমি তার ল্যাপটপ বের করতে গেলে একটি নামের তালিকা বেরিয়ে আসে। ঐ কাগজে ৮/৯ জনের নামের তালিকা দেখতে পাই। ঐ তালিকায় আমার নামের পাশে লাল চিহ্ন দিয়ে ক্রস দেয়া দেখে

তামিম চৌধুরীকে আমার নাম না থাকার কারণ জিজ্ঞাস করি। সে তখন আমার উপর রেগে গিয়ে বলে তুমি এ কাগজটা দেখেছ কেন? আমি তাকে বলি ল্যাপটপ বের করতে গিয়ে কাগজটা বের হয়ে যাওয়ায় দেখেছি। তখনই সে আমার কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে নেয়। আমি মন খারাপ করে রুম থেকে বের হয়ে রান্না ঘরে যাই। পরে তামিম চৌধুরী আমাকে মন খারাপ করতে নিষেধ করে এবং বলে বন্দুক যদি গুলি হয় তাহলে তো কাজ হবেনা। এর পর তামিম চৌধুরী আমাকে বলে সে কিছুদিনের জন্য বাহিরে থাকবে, না ফেরা পর্যন্ড় যোগাযোগ হবে না। এ সময় আমাকে চকলেটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বলে। এর ২/৩ দিন পর চকলেট আমাকে গুলশান বা বসুন্ধরায় বাসা ভাড়া করার কথা বলে। তানভীর কাদেরী @ আবু তোরাবকে পরিবার সহ ভাড়া বাসায় ওঠার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। তাদের ফ্যামিলি স্মার্ট ও শিক্ষিত এবং ঐ এলাকায় এডজাষ্ট করতে পারবে, একারণে তাদের নির্ধারণ করা হয়। চকলেট আমাকে মিরপুর রুপনগরে আবু তোরাবের বাসায় যেতে বলে। আমি তাকে সেখানে যেতে বলি আপনার এ বাসা থাকবে এবং একই সাথে অন্য একটি বাসা নিতে হবে। বাসার জন্য কি কি প্রয়োজন তার একটা তালিকা করেন, ব্যবস্থা করা হবে। তাকে আরো জানাই পরদিন চকলেট ভাই এসে বিস্ড়ারিত জানাবে। পরদিন আমি ও চকলেট, তোরাবের বাসায় গিয়ে নতুন বাসায় কি কি লাগবে তার তালিকা করি। কিছু মালপত্র কেনার দায়িত্ব আমি পাই। আমি গুলশান হামলার জন্য রেকী করছিলাম বিধায় ঐ এলাকায় আমার যাতায়াত ছিল। কয়েকদিন পর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এপোলো হাসপাতালের পিছনের রাস্ড়ায় বাড়ি ভাড়ার লিফলেট দেখে সেখান থেকে যোগাযোগের নম্বর নিয়ে চকলেটকে দেই। পরবতীতে চকলেট পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সিম ও মোবাইল কিনে বাড়ির মালিকের ফোন নম্বরে ফোন করে মাসিক ২২০০০/- টাকায় বাসা ভাড়া নেয়। চকলেট বাসাটা দেখে। সে মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে আমাকে জানায় বাড়ি ভাড়া বাবদ দুই মাসের ৪৪০০০/- টাকা মালিককে দেয়া হয়েছে। আমাকে দ্রুত দেখা করতে বলে। মিরপুর -১০ এ আমরা দেখা করি ও এ বাসা থেকে আবু তোরাবের বাসায় যাই। আমরা ২/৩ দিনের মধ্যে তোরাবকে নতুন বাসায় ওঠার কথা বলি। পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন বাসার কিছু আসবাবপত্র আমার পাশাপাশি তোরাব ও তার স্ত্রীর কেনার কথা হয়। আমি মিরপুর ১ এবং ১০ থেকে তোষক, পর্দা, বালিশ, বালতি, পাপোষ প্রভৃতি ক্রয় করে ৩ টি কার্টনে ভরে দোকানে রেখে দেই। ২ দিন পর সকাল ১০ টায় আমি ও মোনায়েম যার নাতি আকিবুজ্জামান @ শৈয়ব ঐ ৩ টি কার্টন নিয়ে মিরপুর ২ এ যাই। সেখানে তোরাবের

আসবাব সহ ট্রাক দাড়ানো ছিল। কার্টন ৩ টি ট্রাকে তুলে দেই। আকিবুজ্জামান তার বাসায় চলে যায়। আমি ও তোরাব ট্রাক নিয়ে গুলশান যাই। সেখানে পূর্ব থেকে কেনা ফ্রীজ ও সোফা ট্রাকে তুলে নতুন বাসায় যাই। ট্রাক শ্রমিকের মাধ্যমে মালামাল বসুন্ধরা বাসায় ওঠানো হয়। এরপর আমি মোবাইল ম্যাসেজ চালু করলে চকলেট অগ্রগতি জানতে চায়। আমি তাকে বাসায় পৌছানোর খবর জানাই। সে ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে বসুন্ধরার বাসায় আসবে জানায় এবং চলে আসে। আমরা ৩ জন মিলে বাসায় আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখি এবং পর্দা লাগাই। তোরাবকে পরদিনই ঐ বাসায় উঠতে বলি। এরপর আমরা ঐ বাসা থেকে একসাথে বের হয়ে এসে যে যার বাসায় চলে যাই। পরদিন তোরাব তার পরিবার সহ বসুন্ধরার ৬ নং রোডের নতুন বাসায় উঠে পড়ে। ১/২ দিন পর আমি মিরপুর থেকে কিছু এনার্জি বাল্ব কিনে বসুন্ধরার ঐ বাসায় যাই। এ বাসা থেকেই হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করার সিদ্ধান্ড় হয়। হামলাকারীদের মধ্যে ৫ জন হলি আর্টিসানে হামলার কয়েকদিন পূর্বে বসুন্ধরার ঐ বাসায় ওঠে। এ ৫ জনের মধ্যে মীর সামেহ্ মোবাশ্বের, রোহান ইবনে ইমতিয়াজ ও নিবরাস ইসলামকে পূর্ব থেকেই চিনতাম। ১৮ রোজায় তামিম চৌধুরী আমাকে মেসেজ করে কল্যাণপুরে ইবনে সিনা হাসপাতালের সামনে আসতে বলে। আমি দুপুরে সেখানে গিয়ে মারজান ভাইকে তার সাথে দেখতে পাই। পরে জেনেছি তার কোড নেম আবু তালহা। মারজান হোলি আর্টিসান হামলায় তামিম ভাইয়ের সাথে কাজ করেছে। তামিম আমাকে পরদিন এক জায়গায় যেতে হবে বলে প্রস্তুত থাকতে বলে। পরদিন মারজানের মেসেজ পেয়ে একই জায়গায় যাই। তখন তামিম ও মারজান আমাকে কল্যাণপুর ইবনে সীনা হাসপাতালের ভিতর নিয়ে যায়। সেখানে তামিম আমাকে একটা জায়গায় যেয়ে অস্ত্র আনতে হবে বলে। আমি যেতে রাজী হই। পরদিন বিকাল ৩.৩০ টার দিকে মারজান, ছোট মিজান @ তারাকে ঐ হাসপাতালের প্রবেশ গেট থেকে ভিতরে নিয়ে আসে। তখন ছোট মিজান বলে শুধু ব্যাগে করে অস্ত্র নিয়ে আসায় ঝুঁকি আছে। তখন মারজান বলে সমস্যা নেই। রাশেদ ইস্লেড়সাদী (সুইসাইড স্কোয়াড) এর সদস্য। এর পর আমি ও ছোট মিজান ঐ দিনই কল্যাণপুর হানিফ কাউন্টার থেকে সুমন ও আরিফ নাম ব্যবহার করে সন্ধ্যা ৬.০০ টায় চাপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার বাসের দুইটা টিকিট কাটি। আমরা রাত ১.০০ টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌছাই। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভটভটিতে চড়ে আমরা শিবগঞ্জের কানসাট বাজারে যাই। সেখান থেকে একটু দূরে আম বাগানের টিনের একটি ছোট ঘরে বিশ্রাম নেই। সেখানেই সেহরী করি ও নামাজ পড়ি। সকালে ছোট মিজান ঐ ঘরে ৪ টি ৯ এমএম পিস্ড়ল, ৮ টি ম্যাগজিন, ৩৫

রাউন্ড ৯ এমএম পিস্ড়লের গুলি নিয়ে আসে। উক্ত ৪ টি পিস্ড়লের মধ্যে ২ টির গায়ে ইংরেজীতে খোদাই করে **Bihar** এবং নলের অগ্রভাগে **F** ৬৫ লেখা ছিল। অপরটির বডির এক পাশে **Japan Italy** লেখা এবং অপর পাশে **China** লেখা ছিল। আরেকটির গায়ে ইংরেজীতে খোদাই করে **Made in Japan** লেখা ছিল। প্রত্যেকটি পিস্ড়লের বাটে পাতলা কাঠ প- াষ্টিক স্ক্রু দিয়ে লাগানো ছিল। প- াষ্টিকের গায়ে **Sunmica** লেখা ছিল। অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন আমি চেক করি। একটি ম্যাগজিনে গুলি লোড করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অস্ত্রটি কোমড়ে গুজে রাখি যাতে পুলিশ চেক করলে প্রতিরোধ করা যায়। বাকী ৩ টি অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নেই। পরে আমি একটি ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সা যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড হানিফ কাউন্টারের আসি। সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় হানিফ বাসে ঢাকায় রওনা দেই এবং ইফতারের ১০ মিনিট পূর্বে ঢাকায় কল্যাণপুরে আমার ভাড়া বাসায় পৌছাই। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় বাশার ুজ্জামান চকলেট উক্ত অস্ত্র , গুলি ও ম্যাগজিন কল্যাণপুরের আমার বাসা থেকে সংগ্রহ করে। পরে ঐ অস্ত্রগুলি হলি আর্টিসান বেকারীর হামলকারীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়। তারা সেগুলি হোলি আর্টিসান হামলায় ব্যবহার করে। আমি গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশ অস্ত্রগুলি আমাকে দেখালে আমি সেগুলি ঐ অস্ত্রগুলি বলেই সনাক্ত করি। তামিম চৌধুরীর নির্দেশে আমি হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারীদের মধ্যে ২ জন রোহান ইমতিয়াজ @ ইলবাবা এবং নিবরাস @ লাম্বুকে ২০১৬ সালের মে মাসে মিরপুর ১০ থেকে সদরঘাট নিয়ে যাই। ৫০০/= টাকায় একটা নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গার মাঝখানে গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা দেখাই। আমি একটি গ্রেনেড নদীর মাঝখানে ফোটাই। তাতে অনেক জোড়ে শব্দ হয়। তখন মাঝি বলে "কি করেন আপনারা"। তখন রোহান ইমতিয়াজ মাঝিকে ছুরি দেখিয়ে চুপ থাকতে বলে এবং আমাদের কথামতো নৌকা চালাতে বলে। মাঝি ভয় পেয়ে আমাদের কথামতো নৌকা চালায়। গ্রেনেড ফাটানোর সময় একটি স্প্রিটার রোহানের পায়ে লাগে। তখন আমি ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজ বের করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেই। তার পর নৌকটি আমরা অন্য ঘাটে নিয়ে যাই। সদরঘাটের একটি ফার্মেসীতে নিয়ে রোহানের পা ভালোভাবে ব্যান্ডেজ করে দেই। তারপর সিএনজি নিয়ে মিরপুর- ১০ এ চলে আসি। তামিম চৌধুরীর নির্দেশে আমি বিদেশীদের হত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গুলশান পার্ক ও হোলি আর্টিসান বেকারী রেকী করি। গুলশান পার্ক রেকী করার পর দেখতে পাই বিকাল ৪ টা থেকে ৬ টার মধ্যে সেখানে ২৫/৩০ জন বিদেশী ব্যায়াম করে। বিষয়টি আমি তামিম চৌধুরীকে অবগত করি। পরবতীতে আরো ২ দিন

হোলি আর্টিসান বেকারী রেকী করি। প্রথম দিন সন্ধ্যা ৬.০০টায় হলি আর্টিসান বেকারীতে ঢোকার সময় দারোয়ান আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচয় দেই এবং আই.ডি কার্ড প্রদর্শন করি। আমাদের মিডিয়া সেলে যেতাম ও হুজুর নামে দুই জন ভূয়া আই.ডি কার্ড ও কাগজপত্র তৈরী করত। সে দিন আমি হোলি আর্টিসানের ভিতর ৮/১০ জন বিদেশীকে দেখতে পাই। একটা পেপসি খেয়ে আমি চলে আসি। পরদিন আবার হলি আর্টিসান বেকারীর বাহির থেকে চারপাশ রেকী করি। সেদিন ও ১০/১২ জন বিদেশীকে দেখতে পাই। পরদিন আমি বিষয়টি চকলেটকে জানালে সে বিষয়টি তামিম চৌধুরীকে জানায় । আমি তামিম চৌধুরীর কাছে মেসেজে রেকীর বিষয়টি জানাতে চাইলে সে সরাসরি কথা হবে জানায়। পরদিন কল্যাণপুরে মারজান ও তামিম চৌধুরীর সাথে দেখা হলে তাদের রেকীর বিষয়ে বিস্ড়ারিত জানাই। পরবতীতে তারা পার্ক, হোলি আর্টিসান দেখে এবং তামিম চৌধুরী, চকলেট ও মারজান হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করার চুড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় নেয়। হামলার দিন অর্থাৎ ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ইফতারের পূর্বে হামলায় অংশগ্রহনকারী ৫ জন বাসা থেকে বের হয়ে গেলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তানভীর কাদেরী ও তার পরিবারের সদস্যগণ ঐ বাসা ছেড়ে মালামাল রেখে র‍ংপনগরের বাসায় গিয়ে ওঠে। হামলার দিন সন্ধ্যায় তামিম ভাই App এর মাধ্যমে মেসেজ পাঠায় "দোয়া-দোয়া-দোয়া-আঁখি (ভাই) একটি বড় এ্যাটাক হবে" আমি প্রতিউত্তরে আলহামদুলিল াহ বলি। তামিম ভাই বলে, পরে কথা হবে। পরে সালাম দিয়ে কথা শেষ করি। এর ১০ মিনিট পর মারজান ভাই Apps এ মেসেজ পাঠায় আঁখি (ভাই), দোয়া দোয়া দোয়া আর বলে পরে কথা হবে। এর ৫/৭ মিনিট পরে আবার মারজান ভাই ম্যাসেজ পাঠায় আঁখি (ভাই) নফল নামায পড়ে ভাইদের জন্য দোয়া করেন। পরে কথা হবে ইনশা আল- াহ। হামলা শুর‍ংহবার পরে তামিম ভাই নিউজ লিংক দেয় এবং নিউজটা দেখে নিতে বলে। নিউজে দেখি গুলশানে হামলা শুর‍ংহয়ে গেছে। সারারাত মাঝে মাঝে সালাত পড়েছি আর ভাইদের জন্য দোয়া করেছি। আমাদের নব্য জেএমবি এর সদস্য হামলাকারীগন ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত আনুমানিক ৮.৪৫ ঘটিকায় গুলশান হোলি আর্টিসান বেকারীতে প্রবেশ করে ২ জন পুলিশ অফিসারসহ ২২ জন দেশী বিদেশী নাগরীককে হত্যা করে। ০২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ভোরে প্যারা কমান্ডো বাহিনীর অপারেশন থান্ডার বোল্ড এর অভিযানে আমাদের সঙ্গীরা নিহত হয়। আমরা তাদের জন্য নামায পড়ে দোয়া করি। সকাল বেলা ৮ টার দিকে বাশার‍ংজ্জামান @ চকলেট ভাই আমাদের সাবধান থাকতে বলে এবং জানায় আমাদের ৫

জন ভাই শহীদ হয়েছে। আমি ঈদের আগে পর্যন্ড় কল্যাণপুরে ছিলাম। আমরা তামিম ভাইয়ের নেতৃত্বে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকি।"

আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সাদবির ইয়াসিন চৌধুরী পি. ডাবি উ-১০৫ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উলে- খ করেন যে, গত ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররাকে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তার সামনে উপস্থাপন করা হলে, তিনি তাকে চিন্ড়া ভাবনা করার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করেন। সে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করতে সম্মত হলে, তিনি তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। এই সাক্ষী উক্ত রেকর্ডকৃত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবাবনবন্দি সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৮ এবং উক্ত জবানবন্দিতে তার ২২ টি স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা প্রদর্শনী-৮৮/১ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেছে মর্মে তিনি জানান।

পি-ডাবি– উ-১০৫ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা কর্তৃক অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৮৮) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১০৫) আসামী মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররা এর উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "আমি, মোঃ আসলাম হোসেন @ রাশেদ @ র‍্যাশ @ আবু জাররাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, তিনি দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নন এবং যদি তিনি তা করেন তবে দোষ স্বীকারোক্তি তার বির"দ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, এ দোষ স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে করা হয়েছে। দোষ স্বীকারোক্তি আমার উপস্থিতিতে ও শ্রবনে করা হয়েছে। দোষ স্বীকারোক্তি পড়ে শুনানো হলে তিনি তা নির্ভূল বলে স্বীকার করেন। তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তার পুর্নাঙ্গ সত্য বিবরন রয়েছে।"

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, ‘‘আসামীর গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। সে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে জবানবন্দি প্রদান করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।’’

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ শেষে রাত ০৯.০০ ঘটিকায় তাকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরন করা হয়।

আসামী মো: হাদিসুর রহমান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯১) নিম্নরূপ ঃ

“আমি মোঃ হাদিসুর রহমান (৩৫), সাংগঠনিক নাম-সাগর @ জুলফিকার @ সাদ-বিন আবু ওয়াক্কাস @ আবু আল বাঙ্গালী @ আব্দুল- াহ স্যার @ আমজাদ @ তৌফিক, পিতা-মোঃ হার ন অর রশিদ, মাতা-মোছাঃ আছিয়া বেগম। আমার বাবা গ্রাম্য ডাক্তারির পাশাপাশি আমাদের ৫০ শতাংশ আবাদি জমিতে কৃষিকাজ করতেন। আমি বাবা-মায়ের ২য় সন্ড়ান। আমরা মোট ০৩ ভাই, ০২ বোন। আমরা অনেক আর্থিক কষ্টের মধ্যেও লেখাপড়া চালিয়ে গেছি। আমি ১৯৯৫ সালে পলি কাদোয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণী পাশ করি। এরপর কয়রাপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হই। ২০০০ সালে মানবিক শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে দাখিল পাশ করি। এরপর বানিয়াপাড়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হই। ২০০২ সালে আলিম পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করি, কিন্তু রেজাল্ট জানা হয়নি। আমি ছোট বেলা থেকেই আমার নিজ গ্রামে কাদোয়া কয়রাপাড়া জামে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তাম। সেখানে কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শুনতাম। ১৯৯৮ সালে আমাদের গ্রামের মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম এর মাধ্যমে (পরে জানতে পারি সে জামায়াতের রোকন) ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ছাত্র শিবিরের বড় ভাইদের নির্দেশনা অনুযায়ী সংগঠনের কাজ করতে থাকি। এমন অবস্থায় ২০০০ সালের শেষের দিকে আব্দুল কাইয়ুম আমাকে ‘দ্বীন কায়েম এর সঠিক আকিদা’ নামক বই পড়তে দেয়। এই বই পড়ে আমি জানতে পারি “জিহাদ” না করে মুনাফিক হয়ে মৃত্যুবরন করলে জাহান্নামে যেতে হবে। যার ফলে আমার মধ্যে জিহাদ করার আগ্রহ তৈরি হয়। জিহাদ করার বিষয়ে আব্দুল কাইয়ুম এর সাথে আলোচনা করি। তিনি আমাকে জেএমবি’তে যোগদান করে জিহাদ করার পরামর্শ দেন। ২০০১ সালে আমি আলিম অধ্যয়নরত অবস্থায় জেএমবি’তে যোগদান করি। ২০০১ সালের শেষের দিকে আমি প্রথম জয়পুরহাট থানাধীন বটতলী হতে দক্ষিন দিকে নদীর পার্শ্বে বিলের মধ্যে জেএমবি’র জিহাদি প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণে আব্দুল কাইয়ুম এর সাথে আমরা ৮/১০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণে ঈমান, আমল, জিহাদ ও

দাওয়াতসহ ব্যায়ামের ক্লাস হত। প্রশিক্ষণে শাহেদ @ শহিদুল (বয়স ৪০ বছর, পরে শুনেছি সে মারা গেছে) আমাকে ২/৩ তিন দিন রাতে শারীরিক ব্যায়ামের কায়দা শিখিয়েছে। ২০০২ সালের শেষের দিকে আমি উক্ত শাহেদ এর মাধ্যমে নাটোর জেলার সম্ভবত সিংড়া থানার একটি গ্রামের (নৌকা পথে বিল পার হয়ে যেতে হয়) মসজিদে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ (মোয়াসকার) গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণে আমার সাথে সাইদুর @ সাইদ @ ঈসা এবং হামজা (৩৮)-সহ আরও ৮/১০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সায়েখ আব্দুর রহমান এর মেয়ের জামাই আব্দুল আওয়াল উক্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন। তিনি 'দারস' (কোরআন হাদিসের আলোকে জিহাদ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করণ) শিক্ষা দিতেন। প্রশিক্ষণ শেষে আমি বাড়িতে ফিরে আসি। ২০০৩ সালের প্রথম দিকে শহিদুল @ শাহেদ এর মাধ্যমে আমি হিযরত করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। শাহেদ এর কথা মত আমি গোবিন্দগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। নাঈমুল ইসলাম (বয়স ৩৬ বছর, উচ্চতা ৫-৪, গায়ের রং শ্যামলা, স্বাস্থ্য মিডিয়াম, মুখমন্ডল গোলাকার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিকতা আছে) নামক একজন এসে সেখান থেকে আমাকে গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন পান্ড়াপাড় নামক স্থানের একটি বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে আমি ৫/৬ জন লোককে শারীরিক ব্যায়াম ও প্রশিক্ষণ নিতে দেখি। ৩/৪ মাস উক্ত বাসায় অবস্থান করে আমিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণে ঈমান, আমল ও জিহাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে আমার নিজ গ্রামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক 'শিশু গণ-শিক্ষার কার্যক্রম'-এর শিক্ষক হিসাবে শিশুদের কোরআন শিক্ষা দিতে থাকি। ২০/২৫ দিন পর আবার সংগঠনের কাজ করার জন্য গোবিন্দগঞ্জ থানার নাঈমুলের ভাড়া বাসায় যাই। ডা. নজর ল @ নসর ল- াহ @ ফেরদৌস @ সাকিব, নাইমুল-সহ আরও ৮/১০ জন ছিল। উক্ত বাসায় অবস্থান করে আমি কোরআন, হাদিস, তাজবিদ (শুদ্ধ করে কোরআন পড়া)-সহ শারীরিক ব্যায়াম ও রান্নার কাজ করতাম। তখন আমার সাংগঠনিক নাম 'সাদ-বিন আবু ওয়াক্কাস' দেয়া হয়। জুলাই/২০০৩ মাসের শেষের দিকে নাইমুল আমাকে বগুড়া শহরে সাতমাথা সপ্তবদী মার্কেট-মসজিদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে সাইদুর @ সাইদ @ ঈসা (৩৮) নামক একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাইদুর আমাকে রিক্সাযোগে বগুড়া চারমাথায় একটি বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে ৩/৪ দিন থাকার পর সে আমাকে অন্য একটি বাসায় নিয়ে যায়। উক্ত বাসায় ডা. নজর ল-সহ অজ্ঞাত আরো ৭ জন লোক ছিল। সেখানেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত বাসায় ডা. নজর ল আমাকে উল- াপাড়া ও কাজিপুর থানার দায়িত্বশীল

করে। এক মাস প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আমি সিরাজগঞ্জ সদর থানাধীন জামুর গ্রামের জুয়েলের বাড়িতে যাই। ঐ বাড়িতে থেকেই উল- াপাড়া ও কাজিপুর থানার দায়িত্বশীল হিসাবে প্রায় সাত মাস কাজ করি। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসের দিকে জেএমবি'র নেতৃত্বে রাজশাহী বাগমারা ও নওগাঁ জেলার আত্রাই এলাকায় সর্বহারা নিধন শুর" হয়। আমি উক্ত অভিযানে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নওগাঁ জেলার আত্রাই থানার ক্যাম্পে গিয়ে রান্নার কাজ করি। উক্ত ক্যাম্পে প্রায় ৩০ জন জেএমবি'র সদস্য ছিলো। সর্বহারা নিধন অভিযান বন্ধ হলে আমি বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন শেরপুর বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিন দিকে সাউদিয়া হোটেল পার হয়ে অনুমান কোয়াটার কিলো দূরে একটি মাটির ঘরের বাড়িতে অবস্থান নিই। সেখানে থেকে ধুনট থানার দায়িত্বশীল হিসাবে কাজ করতে থাকি। উক্ত বাসায় মোল- া ওমর (পরবর্তীতে মারা যায়)-সহ বেশ কয়েকজন যাতায়াত করে আমার সাথে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত। ঐ বাসায় ৩/৪ মাস থাকার পরে আমি বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন কলেজের পাশে একটি বাসা ভাড়া নিই। উক্ত বাসায় হামজা সহ ৪/৫ জন অবস্থান করে। আমি ধুনট থানার দায়িত্বশীল থাকি। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে একযোগে মুন্সিগঞ্জ জেলা বাদে ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলা হয়। বোমা হামলার দিনেও আমি ঐ বাসায় উপস্থিত ছিলাম। বোমা হামলার পরে পুলিশি অভিযান জোরদার হলে আমি উক্ত বাসা ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে যাই। ২০০৬ সাল পর্যন্ড় আমি নিজ বাড়িতে থেকে কৃষি কাজ করি। তারপরে আমি চট্টগ্রামে ইপিজেডের ভিতরে "জিএম গার্মেন্টস"-এ হেলপার ও অপারেটর পদে চাকুরী শুর" করি। তখন আমি ইপিজেডের পাশেই কলসি দিঘিরপাড় নামক স্থানে বাসা ভাড়া করে থাকতাম। অফিসে যাওয়ার সময় ইপিজেড মোড়ে পুরাতন সাথীভাই 'হামজা'র সাথে দেখা হয়। হামজা আমাকে সাংগঠনিক কাজকর্ম করার পরামর্শ দেয়। আমি হামজার সাথে পূর্বের দেওয়া তারিখ মোতাবেক ঐ মোড়েই দেখা সাক্ষাৎ করতাম। তখন আমরা পারিবারিক বিষয় আলাপসহ সাংগঠনিক লোকদের সাথে যোগাযোগ করতাম। ২০০৭ এর শেষের দিকে আমি ছুটিতে নিজ বাড়িতে এসে দিনাজপুর জেলার হিলি'র একটি কলেজ মাঠে আমি, রাফিকুল এর সাথে বৈঠক করে জেএমবি সংগঠনে কাজ করার চুড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করি। ২০০৮ সালের প্রথম দিকে উক্ত গার্মেন্টস থেকে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে রাফিকুল (বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫-৫ গায়ের রং শ্যামলা, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখমন্ডল গোলাকার) এর নির্দেশে চিরিরবন্দর এলাকায় আমি দাওয়াতি কাজ করাকালীন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকি।

এইভাবে প্রায় এক মাস কাজ করার পর দিনাজপুর উপশহর রেলগেট এলাকায় লিমনের (বয়স-৩৫ বছর, উচ্চতা ৫´-৬´´, গায়ের রং শ্যামলা, স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, মুখমন্ডল লম্বাটে) বাসায় গিয়ে উঠি। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত বাসায় থাকা অবস্থায় রাফিকুল এর মাধ্যমে আমি জাকিয়া সুলতানা (১৬), পিতা-জামিল হোসেন, সাং-সোটাহার, থানা-জয়পুরহাট সদর, জেলা-জয়পুরহাট-কে বিবাহ করি (বিবাহের রেজিষ্ট্রি ছিল না, কেননা ইহা জেএমবি'র নিয়মের পরিপন্থি)। স্ত্রীকে শশুর বাড়িতে রেখে এসে দিনাজপুরের বাসায় ফিরে আসি। আমার খারাপ আর্থিক অবস্থা এবং পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে মনোমালিন্যের কারনে ৩/৪ মাস পরে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জাকিয়া সুলতানা'র সাথে আমার খোলা তালাক হয়ে যায়। জুলাই-আগস্ট/২০০৯ মাসের দিকে আমি সৈয়দপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে সৈয়দপুর শহরে বিহারি পট্টি'র একটি বাসায় অবস্থান করি। ঐ সময়ও আমি দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর, খানসামা ও বীরগঞ্জ থানা এলাকার দায়িত্বশীল ছিলাম। হোমিওপ্যাথিক কলেজে ১ম সেমিস্টার পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করি। একদিন সৈয়দপুর শহরে ডা. নজরুল ও সারোয়ার জাহান মানিকের সাথে আমার দেখা হয়। ডা. নজরুল আমাকে দিনাজপুরের দায়িত্ব ছেড়ে বগুড়া জেলার দায়িত্বশীল করে। ২০১০ সালে হোমিওপ্যাথিক কলেজর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে বগুড়া ফুলতলার একটি মেসে উঠি। ঐ মেসেই মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (৩২), সাংগঠনিক নাম-রাজিব গান্ধী @ সুভাষ @ শান্ড় @ টাইগার @ আদিল @ জাহিদ ও কাওসার (পরবর্তীকে মারা যায়) এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। রাজীব গান্ধী ডা. নজরুল এর খুব ঘনিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে রাজীব গান্ধী তামিম চৌধুরীর কাছাকাছি এসে হলি আর্টিসান হামলায় অংশগ্রহণ করেছে। এদিকে ২০১০ সালের ২৫ মে জেএমবি'র নেতা সাইদুর রহমানকে কদমতলীর একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পরও সাইদুর রহমান কারাগারে থেকে জেএমবি'র আমির হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। জেএমবি'র কিছু নেতাকর্মী কারাগারে থাকা সাইদুর রহমান এর নেতৃত্ব ও আমিরত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে আসছিল। ফলে জেএমবিতে ০২ টি গ্রুপ তৈরি হয়। সাইদুর রহমান মূল ধারার গ্রুপ, অপরটি বাইরের গ্রুপ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডা. নজরুল, সরোয়ার জাহান মানিক, সালাউদ্দিন, মামুনুর রশীদ রিপন-সহ অন্যান্যরা। যারা ২০১১ সালে জেএমবি'র এই ভাঙনের পর্যায় থেকে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়ে ২০১৫ সালে চুড়ান্ড়ভাবে মাঠে নামে। জেএমবি'র এই নতুন গ্রুপের সদস্যরাই মুলতঃ নব্য জেএমবি। উলে- খ্য, ২০১২ সালের দিকে ডাক্তার নজরুল সংগঠনকে শক্তিশালী করার

জন্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন সংগ্রহ করে বগুড়া জেলা সদরে চেলোপাড়ায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং সেন্টার চালু করে। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন @ রাজীব গান্ধী ঐ কোচিং সেন্টারে ২০-২৫ দিন প্রশিক্ষণ নেয়। ২০১৩ সালে ডাক্তার নজরুল তাকে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার জেএমবি'র দায়িত্বশীল করেছিল। আমি বগুড়া জেলা সদরে চেলোপাড়ার মেসে থেকেই বগুড়া বউ বাজার ব্রিজ পার হয়ে বাজারের ডান পার্শ্বের একটি টিন সেট বাসায় জেএমবি'র কোচিং সেন্টারে ৩/৪ মাস ক্লাস করি। উক্ত কোচিংয়ে ডা. নজরুল এবং মামুনুর রশিদ রিপন (৩০) ক্লাস নিত। রাজীব গান্ধী উক্ত কোচিংয়ে ক্লাস করেছে। এরপরে আমি বগুড়ার আটাপাড়ার একটি মেসে উঠি। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে ৪/৫ মাস থাকার পর সিরাজগঞ্জ সদরে কাজিপুর রোডের একটি মেসে উঠি। উক্ত মেসে ফরিদুল ইসলাম আকাশ (পরে শুনেছি মারা গেছে), হুজ্জা আলবানি @ নাসির (পরে শুনেছি মারা গেছে)-সহ অন্যান্যরা থাকত। উক্ত মেসে থাকাবস্থায় ২০১১ সালের ৩০ শে জুন ডা. নজরুল এর মাধ্যমে আমি নুরুল ইসলাম মারজান (২৩) এর বোন খাদিজা (১৭), পিতা-নিজাম উদ্দিন, সাং-আফরি পূর্বপাড়া (হেমায়েতপুর), ডাকঘর-হেমায়েতপুর, ওয়ার্ড নং-০৩, থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা-কে বিবাহ (রেজিঃ ব্যতিত) করি। ডা. নজরুল আমাদের বিবাহ পড়ান। ঐদিন বিকালেই আমি স্ত্রী খাদিজাকে নিয়ে মাইক্রোবাস যোগে বগুড়া শহরের কলোনিতে পূর্বের ভাড়া করা একটি বাসায় চলে আসি। উক্ত বাসায় ৩/৪ মাস থাকার পর খাদিজা অসুস্থ হলে তাকে তার পিতার বাড়িতে রেখে আসি। এই সময় আমার পরিবারের সমস্ত খরচ ডাঃ নজরুল বহন করত। খাদিজার কন্যা সন্তান হলে আমি স্ত্রী, কন্যাসহ জামিলনগরে ডা. নজরুল এর ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠি। আমি উক্ত বাসাতে অবস্থান করেই বগুড়া শহরের খান্দার, সিলিমপুর ও ফুলতলায় বিভিন্ন মেসে গিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে থাকি। উক্ত মেস গুলোর মুল দায়িত্বে ছিলাম আমি। সার্বিক দায়িত্বে ছিল ডা. নজরুল। তখন আমাদের কার্যক্রম ছিলঃ ১। জিহাদ সম্পর্কে ধারনা, কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা ও শারীরিক ব্যায়াম। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালনকালে আমার স্ত্রী খাদিজা'র ২য় সন্তান ডেলিভারির সময় হয়। তখন আমি তাকে আমার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে ডা. নজরুল এর নির্দেশে ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় হাসান (বয়স ৩৪ বছর, উচ্চতা ৫'-৬", গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখমন্ডল কিছুটা লম্বাটে, দাড়ি গোফ নাই, মাথার চুল স্বাভাবিক) নামক একজনের বাসায় গিয়ে উঠি। এই বাসায় ২/৩ দিন অবস্থান করে ডিসকভারি ১২৫ মোটর সাইকেল ভালভাবে চালানো

শিখি এবং কয়েকজনকে শেখাই। এর মধ্যে ডা. নজর“ল বামনারটেক, বাড়ি নং-৬৫, রোড নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-০১ (২য় তলা), তুরাগ, ঢাকায় বাসা ভাড়া করে স্ত্রী, সন্ড়ানসহ অবস্থান করছিল। ডা. নজর“ল এর কথামত আমিও আমার স্ত্রী সন্ড়ানকে নিয়ে নজর“ল এর ঐ ভাড়া বাসায় উঠে যাই। ঐ বাসাতে আমরা প্রায় এক বছর অবস্থান করি। এই বাসায় মামুনুর রশিদ রিপন, সরোয়ার জাহান মানিক, শরিফুল ইসলাম খালিদ, ছোট মিজান, মারজানসহ অনেকেই যাতায়াত করত। এই বাসায় থাকাকালীনই মামুনুর রশিদ রিপন আমাকে রনজিত @ হাসান @ রবিউল (বয়স ৩৭ বছর, গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা, স্বাস্থ্য মোটা, মুখমন্ডল গোলাকার, প্যান্ট শার্ট পরে, সাধু ভাষায় কথা বলে/কিছু কিছু সময় রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে) নামক একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই সময় সরোয়ার জাহান মানিক এর সাথে আমার সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা হয়। সামনে অনেক বড় কাজ আছে উলে- খ করে তিনি আমাকে ঢাকার রাস্ড়া-ঘাট ভালভাবে চিনে আস্ড়রিকতার সাথে সংগঠনের কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আমাকে ২৫০,০০০/- টাকা প্রদান করে সংগঠনের আরও কয়েকজনকে মোটর সাইকেল চালানো শেখাতে বলেন। এরই মধ্যে ডা. নজর“ল আমাকে বলে “আমি বাড়িতে যাচ্ছি, আসতে ২/৩ দিন দেরি হবে”। ৪/৫ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন ডা. নজর“ল বাসায় ফিরে আসে না, তখন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সরোয়ার জাহান মানিক এর সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে ডা. নজর“ল এর কথা জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে বলে, ডা. নজর“ল আমাদের সাথেই ছিল, কাজ শেষ করে বাড়িতে গেছে। এর ঠিক ১০/১৫ দিন পর আমি আশুলিয়ায় হাসানের বাসায় যাই। সেখানে সরোয়ার জাহান মানিক, মামনুর রশিদ রিপন, রাজীব গান্ধী, শরীফুল ইসলাম খালিদ-দেরকে উপস্থিত পাই। ডা. নজর“ল কোথায় আছে আমি জিজ্ঞাসা করলে সরোয়ার জাহান মানিক ও মামুনুর রশিদ রিপন বলে, ডা. নজর“ল @ সাকিব জেএমবি'র ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরানো এবং আমাদের হুমকি প্রদানের কারণে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এই খবর শুনার পর আমি বামনারটেকের বাসায় এসে ডা. নজর“ল এর স্ত্রী জান্নাত ও পুত্রকে তাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেই। ড. নজর“ল এর মৃত্যুর পর সারোয়ার জাহান মানিক গ্র“প ও সাইদুর গ্র“প তাদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে সংগঠনের কাজ এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ড় নেয়। যার প্রেক্ষিতে আমি ২০১৪ সালের আগস্ট মাসের দিকে সাইদুর গ্র“পের একজন লোকের সাথে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে (সম্ভবত ছয় তলা একটি বাসা) এলাকায় ভাড়া করা একটি বাসায় স্ত্রী সন্ড়ানসহ উঠে পড়ি। ঐ বাসায়

৩/৪ মাস অবস্থান করে অত্র এলাকায় রাস্ড়াঘাট ভালভাবে চেনার চেষ্টা করি। ঐ সময় হুজ্জা আল বানি @ নাসির আমাদের বোর্ড বাজারের বাসায় প্রায়ই আসত। এ সময় আমি সরোয়ার জাহান মানিক এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। টঙ্গী থানাধীন বড়বাড়ি পার হয়ে একটি টিনসেড বাসায় খুলনার মানিক (২৮ সম্ভবত খুলনা, বাগেরহাট বাড়ি, বর্ণনা ঃ বয়স ৩৬ বছর, উচ্চতা ৫-৬, গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্য মিডিয়াম, মুখমন্ডল স্বাভাবিক, খুলনার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে) এর দায়িত্বে ৫/৬ জন সদস্য কোচিং করত। সারোয়ার জাহানের নির্দেশে আমি উক্ত কোচিংয়ে ক্লাস নিতে থাকি। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে সরোয়ার জাহান মানিক আমাকে সঙ্গে নিয়ে যশোরের মাহমুদুল হাসান (গ্রেফতার) ও সাতক্ষীরার সাদ (৪০) এর সাথে পরিচয় করিয়ে যশোরে রেখে আসে। আমি যশোরে মাহমুদুল হাসান এর ভাড়া বাসায় কয়েকদিন থেকে রাস্ড়াঘাট ভালোভাবে চিনি এবং সরোয়ার জাহান মানিকের নির্দেশে যশোর উপ-শহরে শিশুপার্ক এর কাছাকাছি টিনসেড একটি বাসা মাসিক ৩,০০০/= টাকায় ভাড়া করে রেখে ঢাকায় ফিরে আসি। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে সারোয়ার জাহান মানিক আমাকে দক্ষিণ অঞ্চলের দায়িত্বশীল করেন। জানুয়ারি ২৮-২৯ তারিখেই আমি গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারের বাসা ছেড়ে দিই। সরোয়ার জাহান মানিক এর কাছ থেকে বাসা ভাড়া, খাওয়া দাওয়া, সাংগঠনিক কাজ ও যাতায়াত খরচ বাবদ ২০,০০০/= টাকা নিয়ে প্রয়োজনীয় মালামাল পিকআপ-এ উঠিয়ে স্ত্রী, সন্ড়ানসহ যশোরের ঐ ভাড়া করা বাসায় উঠে পড়ি। যশোরে যাওয়ার পর তামিম চৌধুরী ও সরোয়ার জাহান মানিক সাংগঠনিক খরচের জন্য প্রতিমাসে আমাকে ২০,০০০/= টাকা করে দিতেন। যশোরে অবস্থান করে আমি দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের ছেলেদের সাথে যোগাযোগ করে দাওয়াতি কার্যক্রম জোরদার করতে থাকি। যশোরে মাহমুদুল হাসান আনসার-উল- াহ বাংলা টিম (এবিটি) করত। সে তার সহযোগি আবির (২৮), আলমগীর (৩৭), রফিক (২৫)-দেরকে সাথে নিয়ে যশোর পুলিশ লাইনের কাছে একটি মেসে থাকত। ঐ মেসের পাশেই তাদের 'পাঠশালা' নামক কোচিং সেন্টার ছিল, ঐ কোচিং সেন্টারে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতাম। সাতক্ষীরা জেলার দায়িত্বশীল সাদ (৪০) এর সাথে আমি সাতক্ষীরা জেলার বাবুলিয়া মাঠ ও ঝাউডাঙ্গা বাজারের মাঠে গিয়ে দেখা করতাম। সাদ সংগঠনের সদস্য ও অনুসারীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় মাসেই আমাকে ৫,০০০-৬,০০০/= টাকা করে দিত। তামিম চৌধুরীর নির্দেশে আমি যশোর শিয়া মসজিদ রেকি করি। ১২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের দিকে তামিম চৌধুরী ও মারজান যশোরে আসে।

আমি শিয়া মসজিদ রেকি করার বিষয়ে তাদেরকে বিস্তারিত অবহিত করি। মসজিদে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে অবস্থান করে জানালে, তারা যশোর-শিয়া মসজিদে হামলা আপাততঃ না করার নির্দেশ দেন। ২০১৬ সালের জুন মাসের দিকে মাহমুদুল হাসান গ্রেফতার হয়। মাহমুদুল হাসান আমার যশোর উপশহরের বাসা চিনত বিধায় আমি উপ-শহরের বাসা ছেড়ে দিয়ে নওয়াপাড়া বাইলেন রোডস্থ জনৈকা ইসমত আরা'র ৪র্থ তলা বিল্ডিংয়ের ২য় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ফ্ল্যাটটি মাসিক ৬,০০০/= টাকায় ভাড়া করি। এক মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স করে স্ত্রী, সন্তানসহ ঐ মাসেই উক্ত বাসায় উঠে যাই। যশোর জেলা হতে মাহমুদুল হাসান সংগঠনের সদস্যদের নিকট থেকে উঠানো মাসিক প্রায় ৩,০০০/= টাকা আমার নিকট জমা দিত। আমাদের সংগঠনের ঝিনাইদহ জেলার দায়িত্বশীল ছিল নাবিল (২৯) (ছদ্মনাম)। ঝিনাইদহ জেলায় গিয়ে নাবিলের মাধ্যমে আমার কামরুল @ দাদার সাথে পরিচয় হয়। নাবিল ও দাদা ঝিনাইদহের স্থানীয় ছেলে। তাদের মাধ্যমে আমার লিমন, খালিদ, তুহিন, আব্দুল াহ, জহুরুল, শামীম-সহ ২৫/৩০ জন (সবই ছদ্মনাম) সদস্যদের সাথে যোগাযোগ হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের পর থেকে আমি ঝিনাইদহ আরাবপুরের সিটি কলেজ মাঠে ১৫/২০ বার দেখা করে তাদের বৈঠক করেছি। সংগঠনের হাই কমান্ডের নির্দেশ পালনে ও নতুন সদস্য সংগ্রহের জন্য তাদেরকে তাগিদ দেই। এছাড়া আমি ঝিনাইদহের আরাপপুরের তাবলিগ মসজিদে গিয়ে নামাজের পর দাওয়াতি কাজ করেছি। আমি দক্ষিন অঞ্চলের দায়িত্বশীল থেকে সামরিক কমান্ডারের দায়িত্ব পালন কালে তামিম আহমেদ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মারজান, সরোয়ার জাহান মানিক, মামুনুর রশিদ রিপন, শরিফুল ইসলাম খালিদ, দাদা, শাওন, হাসান-সহ অন্যান্যদের সাথে **protected tex, chat secure, kik telegram, threma id**-তে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। **protected tex** এ আমার ইউজার নেমঃ **forid, chat secure-G loverose100@jabbim** এবং ফেসবুকে যোগাযোগ করতাম। যশোরে আমি মডার্ন হারবাল কোম্পানির ঔষধ বিক্রয় করতাম, যাতে বাসার মালিকেরা কোনভাবে আমাকে সন্দেহ করতে না পারে। এদিকে ২০১৪ সালের ২৯ জুন ইব্রাহিম ইবনে আওয়াদ আবু বক্কর আল বাগদাদি আল কোরাইশি আল হোছাইনি আস সামুরায়ি নিজেকে খলিফা ঘোষনা করে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক এন্ড সিরিয়া'র (আইএসআইএস) কার্যক্রম শুরু করে। জেএমবি'র সরোয়ার জাহান মানিক, মামনুর রশিদ রিপন, রাজীব গান্ধী, শরীফুল ইসলাম খালিদ, মারজান সমর্থিত গ্রুপ আবু বক্কর আল বাগদাদিকে খলিফাতুল মুসলিমিন করে

২০১৫ সালের রমজান মাসে আইএস এর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইএস এর ভাবধারায় বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ড় নেয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কানাডিয়ান নাগরিক তামিম আহমেদ চৌধুরী, মুফতি মাওলানা আবুল কাশেম, আব্দুস সামাদ @ মামু @ আরিফ, মামনুর রশীদ রিপন, সরোয়ার জাহান মানিকসহ অন্যান্যরা বায়াত নিয়ে পুরোদমে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এরা মূলত সালাফিজম মতবাদের মাধ্যমে খেলাফত কায়েম করার জন্য জিহাদে বিশ্বাসী হয়। এই জিহাদি কার্যক্রমের মূল নেতৃত্বে থাকে তামিম আহমেদ চৌধুরী। তামিম চৌধুরী ও সরোয়ার জাহান মানিক ২০১৫ সালের মে মাসে আইএস এর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জিহাদ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে 'নব্য জেএমবি' সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটায়। আমিও তামিম আহমেদ চৌধুরী ও সারোয়ার জাহানের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নব্য জেএমবিতে যোগদান করি। নব্য জেএমবি খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঐ বছরের অক্টোবর মাস থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করতে শুর" করে। এছাড়া তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসায়ীসহ প্রগতিশীলদেরও হত্যা করে। যার চুড়ান্ড় রূপ হলো 'হলি আর্টিসান বেকারি' হামলা। তথাকথিত নবগঠিত 'নব্য জেএমবি' জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক বিভিন্ন মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রতিকালে গুলশানের হলি আর্টিসান বেকারি হামলা, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহে হামলাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় টার্গেটেড হত্যা, গুপ্ত হত্যা, গ্রেনেড হামলাসহ বেশ কয়েকটি নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটিয়ে জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আইএস এর মতাদর্শে সারা দেশে যখন হত্যাকান্ড (অপারেশন) শুর" হয় তখন তামিম চৌধুরী ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে আমাকে ও দাদাকে ঢাকায় আসতে বলে। আমি ও দাদা বিকালের দিকে (তারিখ মনে নাই) ঢাকার গাবতলী পৌছুলে 'আকাশ' নামক একজন আমাদের রিসিভ করে। সে আমাদের চোখে পাওয়ারফুল বিশেষ এক ধরনের চশমা পরিয়ে (যা চোখে দিলে কোন কিছু দেখা যায় না) পুরান ঢাকার একটি বাসায় তামিম চৌধুরীরর কাছে নিয়ে যায়। তামিম চৌধুরী আমার কাজ কর্মের খবর নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দক্ষিণ অঞ্চলের সার্বিক কাজ কর্ম দাদাকে দেখতে বলে। দাদার সাথে যোগাযোগ রেখে আমাকে সংগঠনের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়াসহ মামুনুর রশিদ রিপন, শরীফুল ইসলাম খালিদ এবং ভারতে অবস্থানরত ছোট মিজানের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্র, গ্রেনেড সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি আমাদের ০২ জনকে এই বলে শপথ পাঠ করান যে, "সুখে

দুঃখে, সর্বাবস্থায় এমনকি স্বার্থহানি অবস্থায়ও আমরা যেন তার (তামিম চৌধুরী'র) অনুগত থাকি"। আমি ও দাদা তামিম চৌধুরীর সাথে ঐ বাসায় একরাত অবস্থান করে পরেরদিন চলে আসি। আমি যশোর ফেরার পর ঝিনাইদহে দাদার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করি। আমি ঝিনাইদহ গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করার পর চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরে দাদা সহ গিয়ে শাওন (২৫) (ছদ্মনাম) এর সাথে দেখা করি। ২০১৬ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে সরোয়ার জাহান মানিক আমাকে ঢাকায় ডেকে পাঠায়। সকাল ০৭:০০ ঘটিকায় (তারিখ মনে নাই) আমি ঈগল পরিবহনের বাসে করে যশোর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বিকেলে ঢাকার মিরপুরের মাজার রোডে পৌঁছালে সরোয়ার জাহান মানিক আমার চোখে পাওয়ারফুল চশমা পরিয়ে রিক্সায় করে মিরপুরের একটি বাসায় নিয়ে যায় (পরে জেনেছি উক্ত বাসাটি আমাদের সংগঠনের সদস্য তানভীর কাদরীর বাসা)। সেখানে গিয়ে আমি তামিম চৌধুরী, শরীফুল ইসলাম খালিদ, নুরুল ইসলাম মারজান, মামুনুর রশিদ রিপন ও তালহা নামের একজনকে দেখতে পাই। সরোয়ার জাহান মানিক আমার কাছে আয় ব্যয়ের হিসাব চায়। আমি ০৫ মাসের হিসাব প্রদান করি। তামিম চৌধুরী আমাকে খলিফার পরিচয় ও তার আনুগত্য, মুসলমানদের জন্য সাধারন দিক নির্দেশনা-নামক বেশ কয়েকটি লিফলেট আমার কাছে দিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দেয়ার নির্দেশনা দেন। একদিন পরে যশোর ফিরে আমি পর্যায়ক্রমে যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্বশীলদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেই। তবে আমি ঝিনাইদহ জেলায় বেশি বেশি যাতায়াত করতে থাকি। ঝিনাইদহের বাটইবাজার ও কুষ্টিয়ার মজমপুর এলাকায় গিয়ে মুসার (পরবর্তীতে শুনেছি মুসা মারা গেছে) সাথে যোগাযোগ করি। ২০১৬ সালে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে আমাদের সংগঠনের বেশ কিছু ছেলে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ বাসস্ট্যান্ডের পাশের সোনালী মোড় এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য কাওছার আলী'র বাসা ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকত। ঐ মেসের পাশেই একটি মসজিদ ছিল। আমি ঐ মসজিদ ও মেসে বেশ কয়েকবার থেকেছি। হলি আর্টিসান হামলায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী নিবরাস ও মোবাশ্বের তখন ঐ মেসেই থাকত। তারা মসজিদে আছরের নামাজ পড়ার পর বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলত। ঐ মেসে বসেই আমার সাথে নিবরাস, মোবাশ্বের ও শরীফুল ইসলাম ডন এর সাথে জিহাদি বিষয় নিয়ে হার্ডলাইনে কথা হয়। তারা আমাকে জানায়, ঢাকা'র কুটনৈতিক পাড়ায় বড় ধরনের হামলা হবে বিধায় তারা তামিম চৌধুরী, সরোয়ার জাহানের নির্দেশে হামলা করার আগে টার্গেট কিলিং-এ অংশগ্রহণের জন্য ঝিনাদহ জেলায়

এসেছে । ২০১৫ সালে আমি বামনারটেক, বাড়ি নং-৬৫ রোড নং-০৬, ফ্ল্যাট নং-০১ (২য় তলা), তুরাগ ঢাকা'র বাসায় থাকাকালীন ডা. নজর"ল চট্রগ্রাম থেকে ০১ টি একে ২২ রাইফেল ও ০২ টি পিস্ড়ল ও এর পর্যাপ্ত গুলি একটি কালো ব্যাগে করে নিয়ে এসে আমার কাছে রাখতে দেয়। উক্ত অস্ত্রগুলির ব্যাগটি আমি আশুলিয়া থানাধীন নরসিংহপুর মাঠে নিয়ে গিয়ে সরোয়ার জাহান মানিকের কাছে হস্ড়ান্ড়র করি। ডা. নজর"ল কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে আনা অস্ত্রের আরেকটি চালান পরবর্তীতে কমলাপুর রেলস্টেশনে ধরা পড়েছিল। যার ফলে আমরা চট্টগ্রাম থেকে অস্ত্র আনা আপাততঃ বন্ধ করে দেই। ২০১৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মামুনুর রশিদ রিপনের মাধ্যমে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। নুর"ল ইসলাম মারজান ভারতে অবস্থানরত ছোট মিজান এর মাধ্যমে ৩/৪ টি ছোট অস্ত্র- গুলি এবং বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। সারোয়ার জাহান মানিক ০১টি একে ২২ রাইফেল ও এর ২২ রাউন্ড গুলি এবং ০২ টি ম্যাগজিনসহ সাতক্ষীরার সাদের কাছে রাখে। সারোয়ার জাহান মানিকের নির্দেশে আমি সাতক্ষীরায় গিয়ে উক্ত অস্ত্র-গুলি,ম্যাগজিন সাদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যশোর আমার বাসায় চলে আসি। এছাড়া ০২ টি পিস্ড়ল ও ০৪ (চার) টি গ্রেনেড, ৭.৬২ পিস্ড়লের ১২ রাউন্ড গুলি মামুনুর রশিদ রিপন উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে দাদা'র মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছায়। আমি এই সমস্ড় অস্ত্র-গুলি ও বিস্ফোরক একটি ফলের কার্টুনে যশোর ঘোপ নোয়াপাড়ায় আমার বাসায় রেখে দেই। হোলি আর্টিসান হামলার অনুমান ২০/২২ দিন পূর্বে তামিম আহমেদ চৌধুরী'র নির্দেশে আমি উক্ত অস্ত্র-গুলি, গ্রেনেড ভর্তি কার্টুনটি হানিফ পরিবহনের বাসে করে ঢাকায় কল্যানপুরে নিয়ে এসে তামিম চৌধুরীর কাছে পৌছে দেই। এছাড়া অস্ত্র নেয়ার কয়েকদিন পরে তামিমদের নির্দেশে এক কালো ব্যাগে করে দাদা ও আমি ৪ (চার) টি গ্রেনেড ঝিনাইদহ হতে ঢাকার নিয়ে এসে তামিম চৌধুরীর কাছে পৌছে দেই। বর্ণিত সকল অস্ত্র-গুলি ও বিস্ফোরক এর একটি বড় অংশ হলি আর্টিসান হত্যাকান্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল। উলে- খ্য যে, তামিম চৌধুরী, নুর"ল ইসলাম মারজান, রাজীব গান্ধী, বাশার"জ্জামান চকলেটসহ ০৫ হামলাকারী ঢাকার কুটনৈতিক এলাকায় হামলা সম্পন্ন করার জন্য হামলার অনুমান একমাস পূর্বে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বাসা ভাড়া করে সেখানে অবস্থান নেয় বলে নুর"ল ইসলাম মারজানের কাছে জানতে পারি। ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকা হোলি আর্টিসান বেকারিতে হামলা হয়। হামলাকারী ০৫ সদস্য আমাদের সংগৃহিত অস্ত্র-গুলি বিস্ফোরক ০৫ টি ব্যাগপ্যাক-এ নিয়ে হলি আর্টিসান বেকারিতে প্রবেশ করে। ০২ পুলিশ অফিসারসহ দেশী বিদেশী ২৪

জনকে হত্যা করে। তামিম চৌধুরী ও নুর"ল ইসলাম মারজান এ্যাপস এর মাধ্যমে হোলি আর্টিসান হামলার ঘটনা আমাকে অবহিত করে। হামলাকারীদের ছবি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে আমি নিবরাস ও মোবাশ্বেরকে চিনতে পারি। আমি হামলাকারীদের জন্য দোয়া করি। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন পুলিশ আমাকে হোলি আর্টিসান হামলায় ব্যবহৃত জব্দকৃত অস্ত্র-গুলি দেখালে আমি তার মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি অস্ত্র সনাক্ত করি। উলে- খ্য যে, আমাদের সংগঠনের হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী সকল সদস্যদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা গোপন রেখে সাংগঠনিক ছদ্ম নামে ডাকা হত এবং কারো আসল নাম ঠিকানা জানতে চাওয়া/ বলা আমাদের নিষেধ ছিল। যেমন, আমার নাম মোঃ হাদিসুর রহমান, কিন্তু ছদ্মনাম ছিলঃ সাগর @ জুলফিকার @ সাদ-বিন আবু ওয়াক্কাস @ আবু আল বাঙ্গালী @ আব্দুল- াহ স্যার @ আমজাদ @ তৌফিক। সেইরূপ অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন ছদ্মনাম ছিল। যার কারণে আনেকেরই বাড়ির ঠিকানা আমার জানা নাই। আইডিতেই চিনতাম।

হোলি আর্টিসান হামলার পর আমি যশোরের পালবাড়ি মোড়ে দাদা'র কাছ থেকে ০৩ (তিন) টি সুসাইডাল ভেস্ট সংগ্রহ করে আমার ঘোপ নোয়াপাড়ার বাসার বেডর"মের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তালাবদ্ধ করে রাখি। সুসাইডাল ভেস্ট এর পিন ধরে টান দিলে বিস্ফোরন ঘটবে, বিধায় আমি আমার স্ত্রী খাদিজাকে সতর্ক করে দেই। ০৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পুলিশ আমার যশোরের বাসায় রেইড করে উক্ত ভেস্ট উদ্ধার করে। তখন আমি বাসায় ছিলাম না। এ খবর শুনার পর আমি বগুড়া জেলায় আত্মগোপন করি। আমি নব্য জেএমবি তে যোগদান করে কয়েকটি হত্যাসহ অনেক অপরাধ করেছি। এই জন্য আমি অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। নব্য জেএমবি সংগঠন জিহাদের নামে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কসাইয়ের মত মানুষ হত্যা করে মূলত ধর্মহীনতার পরিচয় দিয়েছে।"

আসামী মোঃ হাদিসুর রহমান এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ কারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ গোলাম নবী (পি. ডাবি– উ-১০৯) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৫/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ তিনি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে পুলিশ পরিদর্শক মোঃ হুমায়ুন কবীর অভিযুক্ত মোঃ হাদিসুর রহমান ওরফে সাগর ওরফে জুলফিকার ওরফে সাদ বিন আবু ওয়াক্বাস ওরফে আবু আল বাংগালী ওরফে আব্দুল- াহ স্যার ওরফে আমজাদ ওরফে তৌফিককে তার নিকট উপস্থাপন করে তার স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য আবেদন করে। তিনি সকল বিধি বিধান অনুসরনপূর্বক উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, যা ১২

পৃষ্ঠায় ৬ পাতা এবং যা প্রদর্শনী-৯১ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সামনে ১০টি স্বাক্ষর করে। উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তার ১৪টি স্বাক্ষর রয়েছে, যা প্রদর্শনী-৯১ সিরিজে চিহ্নিত হয়েছে।

পি-ডাবি উ-১০৯ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ হাদিসুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯১) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করনের Form No. (M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১০৯) আসামী মোঃ হাদিসুর রহমান এর উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "আমি, মোঃ হাদিসুর রহমান @ সাগর @ জুলফিকার @ সাদ-বিন আবু ওয়াক্কাস @ আবু আল বাঙ্গালী @ আবদুল– াহ স্যার @ আমজাদ @ তৌফিক কে বুঝিয়ে বলেছি যে, তিনি দোষ স্বীকার বা কোনর"প তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নন এবং যদি করেন উহা তাহার বির"দ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাহার এই জবানবন্দি স্বত:ফূর্ত। অভিযুক্তের জবানবন্দি আমার উপস্থিতিতে ও শ্রবনে করা হইয়াছে এবং আমি নিজে তাহার উক্ত জবানবন্দি টাইপ করিয়াছি। অভিযুক্তকে তাহার জবানবন্দি পাঠ করিয়া শুনানো হইলে সে উহা সত্য ও সঠিকভাবে লেখা হইয়াছে মর্মে নিজ নাম স্বাক্ষর করে। আমার বিশ্বাস সে যে জবানবন্দি দিয়াছে, তাহাতে তাহার পুর্নাঙ্গ ও সত্য বিবরন রহিয়াছে। ''

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, ''অভিযুক্তকে আইন ও বিধি মোতাবেক চিন্ড়া ভাবনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় এবং ফলাফল কি হইতে পারে তাহা বুঝিয়ে দেওয়ার পর অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় জবানবন্দি প্রদান করে। তার দেহে কোন নির্যাতনের চিহ্ন দেখি নাই। অভিযুক্ত জবানবন্দি দিতে বাধ্য নন এবং দিলে উহা তাহার বির"দ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তা তাহাকে বুঝিয়ে বলেছি। আমি মনে করি অভিযুক্ত যাহা বলিয়াছে তাহা সে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং সঠিক বলিয়াছে।''

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, "অভিযুক্তের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিলনা।''

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আসামীকে বিকাল ০৬.০০ ঘটিকায় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে প্রেরন করা হয়।

আসামী মো: মিজানুর রহমান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-১০০) নিম্নরূপ ঃ

"আমি ১৬ বৎসর যাবত মাছের ব্যবসা করি। ২০১২ ইং সালে আমি ও হারিছ @ করিম নাচোল থানার কসবায় ০৬ টা পুকুর লিজ গ্রহণ করি। আমি সেখানে ছোট ঘর বানিয়ে মাসের ১৫ দিন থাকি। ০৫ বৎসরের জন্য লিজ নিয়েছিলাম। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে হারিছ @ করিম একদিন বলে জামাল নামে একটি ছেলে আমার সাথে দেখা করবে। বিকালবেলা ছেলেটা আমার কাছে বড় একটা ব্যাগ নিয়ে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি ব্যগে কি? জামাল বলে কলা। আমি টিপে দেখি হালুয়ার মত নরম। হারিছকে জিজ্ঞাস করি কলার ব্যাগ নিয়ে জামাল এসেছে, তো কলা হালুয়ার মত নরম কেন? সে বলে ও রাতে থাকবে সকালে চলে যাবে। ৬/৭ টা বান্ডিল ছিল। প্রত্যেক বান্ডিলে ১০/১২ টি পাইপের মত ছিল। ০৩ টা বান্ডিল আলাদা করে আমার মাটির ঘরে চৌকির নিচে রাখে এবং বাকী গুলো জামাল নিয়ে চলে যায়। এটি জেলবোমা বলে পরে শুনেছি এবং গুলশানে বড় ধরনের হামলায় ব্যবহৃত হবে মর্মে জামাল বলেছিল। পরে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে সংবাদ পেয়ে।"

আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান এর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ কারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ নুর নবী পি. ডাবি- উ-১১২ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করে উলে- খ করেন যে, গত ২৬/৩/১৭ খ্রিঃ তারিখ তিনি ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন মামলার তদন্ড়কারী কর্মকর্তা আসামী মোঃ মিজানুর রহমানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তার নিকট উপস্থাপন করলে, তিনি বিধি অনুযায়ী তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। জবানবন্দি শেষে তাকে পড়ে শোনানো ও ব্যাখা করা হয় এবং তারপর তার স্বাক্ষর নেয়া হয়। আসামী মোঃ মিজানুর রহমানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী-১০০ এবং উহাতে তার ৯টি স্বাক্ষর আছে, যা প্রদর্শনী-১০০ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আসামী তার সামনে ২টি স্বাক্ষর দেয়।

পি-ডাবি– উ-১১২ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য, আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান কর্তৃক অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-১০০) সহ উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ

করনের Form No.(M) 84 একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশি- ষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডাবি- উ-১১২) আসামী মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান এর উক্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন পূর্বক আসামীকে যথাযথ ভাবে সতর্ক করেছেন এবং পর্যাপ্ত সময় দিয়ে উক্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ শেষে এই মর্মে স্মারক প্রদান করেন যে, "৫ নং দফার বিষয়গুলি বোঝানো হয়েছে।'তিনি জখম সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেননি এবং দোষ স্বীকার করলে তা আসামীর বির"দ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে জেনেও সাবলীল ভঙ্গিতে জবানবন্দি দিলেন। ফলে, এটি স্বেচ্ছা প্রদত্ত বলে মনে হয়েছে।"

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় উলে- খ করেন যে, " আমার নিকট আসামী প্রদত্ত জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।"

ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আসামীকে বিকাল ০৬.০০ ঘটিকায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে প্রেরন করা হয়।

এক্ষনে পূর্বে বর্ণিত আসামী জাহাঙ্গীর হোসনে, রাকিবুল ইসলাম রিগেন, আঃ সবুর খান, আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও মোঃ হাদিসুর রহমান এর নিজেদের ও অপর আসামীদের সাথে আলোচ্য হত্যাকান্ডের ঘটনা সহ ঘটনাটি ঘটানোর ষরযন্ত্র, পরিকল্পনা, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে সংঘটনের জন্য সন্ত্রাসী বাছাই ও তাদের গোপনস্থানে শারিরীক ও মানিসিক ভাবে প্রশিক্ষন প্রদান সহ ঘটনাস্থল বাছাই করার সম্পূর্ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকা সম্পর্কে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তি সমূহ একত্রে পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্ড়ে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সংশি- ষ্ট আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তিই সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) এবং উক্ত স্বীকারোক্তি সমূহ থেকে আলোচ্য ঘটনার শুর" অর্থাৎ ষরযন্ত্র, পরিকল্পনা, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, ঘটনা ঘটানোর জন্য সন্ত্রাসীদের বাছাই ও সার্বিক প্রশিক্ষন প্রদান সহ ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে ঘটনাটি ঘটানোর পুর্নাঙ্গ চিত্র প্রত্যেকটি স্বীকারোক্তি থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক অভিযুক্ত আসামীগণ সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২) ধারায় অপরাধ করেছে কিনা।

আসামী জাহাংগীর হোসেন এর স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ২০১৬ সালের ফেব্র"য়ারী মাসের শেষের দিকে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানাধীন বোনারপাড়া

বাজারস্থ কলেজ মোড় সংলগ্ন সাখাওয়াত হোসেন শফিক ও বাইক হাসানের ভাড়াটিয়া বাসায় তামিম চৌধুরী, মেজর জাহিদ, সারোয়ার জাহান মানিক, তারেক, মারজান, শরিফুল ইসলাম খালিদ ও সে মিলে গুলশান হলি আর্টিসান বেকারীতে আত্নঘাতী হামলার পরিকল্পনা গ্রহন করে। ঐ মিটিং-এ আরো সিদ্ধান্ড় হয় যে, এই সন্ত্রাসী হামলায় দেশী-বিদেশীদের হত্যার মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে তামিম চৌধুরী @ তালহা। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে খালিদ এই আসামীর কাছে ২ জন যুবক চায় যারা আত্নঘাতী হামলা করবে। সে তখন শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং খাইর"ল ইসলাম পায়েল @ বাধন নামে ২ জন যুবককে খালিদের কাছে বুঝিয়ে দেয়। এই ২ জন তার কাছে বায়াত নেয়। খালেদ আরো বলে যে, তার হাতে আরো ৪ জন আত্নঘাতী যুবক আছে। তারা হলো রোহান ইমতিয়াজ @ স্বপন, শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ, নিবরাস ও মোবাশ্বের। এই ৬ জন আত্নঘাতী নিয়ে তামিম চৌধুরীর পরিকল্পনায় ২০১৬ সালের প্রথম সপ্তাহে গাইবান্ধার সাঘাটা থানাধীন ফুলছড়ি চরে সামরিক প্রশিক্ষণ শুর" হয়। এই সামরিক প্রশিক্ষণে তারেক বোমা প্রশিক্ষণ দিত, মেজর জাহিদ অস্ত্র চালানের প্রশিক্ষণ দিত, তামিম চৌধুরী, সারোয়ার জাহান মানিক, মারজান, রিগান, খালিদ, রিপন এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মাঝে মাঝে আসতো এবং নব্য জেএমবি'র বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিত। এই আসামীও মাঝে মাঝে ঐ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গিয়েছে। উলে খ্য, এই প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত অস্ত্র, গোলাবার"দ ও বোমা বানানোর সরঞ্জামাদি ছোট মিজান ভারতে অবস্থানরত তাদের অপর বড় ভাই বড় মিজানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মারজানকে দেয়। ছোট মিজান ও মারজান মিলে উক্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে একে ২২ মেশিনগান, ৭.৬২ এবং ৭.৬৫ পিস্ড়ল, গুলি ও বোমা বানানোর সরঞ্জামাদি নিয়ে আসে। ছোট মিজান নব্য-জেএমবি'র অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল। ২০১৬ সালের মে মাসের শেষের দিকে প্রশিক্ষণ শেষে তারেক ও মারজান প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬ জনকে নিয়ে বসুন্ধরা এলাকায় একটি ৬ তলা বিল্ডিং এ নিয়ে আসে। উক্ত বিল্ডিংয়ের ৬ তলায় আগে থেকেই তানভীর কাদেরী তার পরিবার সহ অবস্থান করছিল। তানভীর কাদেরী নব্য-জেএমবি'র আর্থিক বিষয়টা দেখাশোনা করতো। এর কয়েকদিন পর মারজান থ্রিমা এ্যাপস এর মাধ্যমে এই আসামীকে দ্র"ত ঢাকায় চলে আসতে বলে। সে রমজান মাসের প্রথম দিকে ঢাকায় এসে তানভীর কাদেরীর বসুন্ধরা বাসায় যায়। সেখানে গিয়ে দেখে একটি র"মে ৬ জন 'ফিদায়ী' রোহান ইমতিয়াজ @ স্বপন, শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ, নিবরাস, সামেহ মোবাশ্বের , শরিফুল ইসলাম @ ডন এবং খাইর"ল ইসলাম র"বেল ওরফে বাধন। অপর একটি র"মে তামিম চৌধুরী, মারজান, বাশার"জ্জামান চকলেট,

সারোয়ার জাহান মানিক অবস্থান করছিল। অপর কক্ষে তানভীর কাদেরী তার পরিবার সহ অবস্থান করছে।

আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনের স্বীকারোক্তি দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ইতিপূর্বে তামিম গুলশানে হামলা করার জন্য মারজান, চকলেট ও এই আসামীকে নির্দেশ দিয়ে বলে যে, রোহান (২২), নিবরাস(২২), খায়রুল ইসলাম পায়েল @ বাধন(২৪), শফিকুল ইসলাম উজ্জল @ বিকাশ(২৫), মোবাশ্বের যেন সন্ধ্যার পর আলাদা আলাদা ভাবে হোটেলটি রেকি করে আসে। তামিমের কথামতো এই আসামীসহ মারজান, রোহান ও নিবরাসকে নিয়ে ২৭/০৬/১৬ তারিখ সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয়ে গুলশান হলি আর্টিসান বেকারীতে রেকি করে আসে এবং পরেরদিন সন্ধ্যায় আবার চকলেট, বিকাশ ও বাধনকে নিয়ে গুলশান হলি আর্টিসান বেকারীতে যায় এবং রাত আনুমানিক ১০.৩০ টায় বসুন্ধরার বাসায় ফিরে এসে সবার সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এরপর ২৯/০৬/১৬ তারিখ পুনরায় তামিম, রোহান ও মোবাশ্বের সন্ধ্যার পর বের হয় এবং হোলি আর্টিসানে রেকি করে রাত ১১ টায় ফিরে আসে। তামিম তখন হামলাকারী দলের সবাইকে নিয়ে বসে। রোহান ইমতিয়াজকে হামলার মূলে দায়িত্ব দেয়া হয়।গুলশানের হলি আর্টিসানে হামলা করার জন্য হামলার ১ মাস পূর্বে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল রিপনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। মারজান, ছোট মিজান এর মাধ্যমে ভারত হতে ৩/৪ টি ছোট অস্ত্র গুলিসহ এবং বিপুল পরিমান বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে। মারজান তার ভগ্নিপতি সাগরের মাধ্যমে গুলশান হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও বিস্ফোরক আমের ঝুড়িতে করে ঢাকায় বসুন্ধরার বাসায় নিয়ে আসে। মিরপুর শেওড়াপাড়া চকলেট এর বাসায় সোহেল ও মাহফুজ হলি আর্টিসান হামলার গ্রেনেড তৈরী করে। ঐ গ্রেনেডগুলি মারজান ও চকলেট বসুন্ধরার বাসায় নিয়ে আসে।

এই আসামী তার স্বীকারোক্তিতে আরও উলে- খ করে যে, গত ৩০/০৬/১৬ তারিখ সকাল ৯ টার সময় বসুন্ধরার বাসায় মানিক আসলে তামিম নিবরাসদের নিয়ে মিটিং করে। সেখানে মানিক নিবরাসদের জানায়, আগামীকাল তোমরা সবাই গুলশান হলি আর্টিসানে অপারেশন করবে। সেখানে বিদেশীদের আনাগোনা বেশি। হলি আর্টিসান হামলার বিষয়ে কথা বলতে বলতে যোহরের নামাজের সময় হলে মানিক চকলেটকে নামাজের আয়োজন করতে বলে এবং তারা সকলে মানিক এর পিছনে নামাজ পড়ার পর মানিক গুলশান হামলার বিষয়ে খুৎবা দিয়ে বলে "তোমরা হতাশ হবেনা, একজনের গুলি শেষ হলে অপরজন ব্যাকআপ দিবে। মনে রাখবা আমাদের হারানোর কিছু নেই। অপারেশন এর সময় তাড়াহুড়ার দরকার নেই। খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে। আর মুশরেকদের দয়া দেখাবেনা,

এমনকি সে যদি সাংবাদিকও হয়। সর্বদা জিকিরের মধ্যে থাকবে। যদি কেউ বন্দি হয়ে যাও, তাহলে নিজে নিজেকে শেষ করে দিবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে, হলি আর্টিসানের গেট পর্যন্ড় পৌছাতে পারলেই আমরা সফল। কারন বিশ্ব জেনে যাবে যে বাংলাদেশেও হামলা হয়েছে । তাই শুধু হামলা হলেই আমরা সফল।" এরপর তামিম চকলেটকে নির্দেশ দেয় নিবরাস সহ ওদের ৫ জনের জন্য ৫ টি টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট কিনে আনতে। সে মোতাবেক তারা গুলশান-১ হতে প্যান্ট ও টি-শার্ট কিনে নিয়ে আসে। ০১/০৭/২০১৬ তারিখ সকাল ১০ টার সময় চকলেট বসুন্ধরার বাসায় এসে হলি আর্টিসানে হামলাকারী প্রত্যেকের ব্যাগে একটি করে বড় অস্ত্র (একে-২২), একটি পিস্ড়ল ও একটি ছিটকানী (বড় চাকু) সহ পর্যাপ্ত পরিমানে গুলি ও গ্রেনেড ঢুকিয়ে দেয়। বেলা ৩ টার দিকে তামিম সিদ্ধান্ড় দেয় যে, প্রথমে এই আসামী তার স্ত্রীসহ মিরপুরের নতুন বাসায় চলে যাবে। তারপর আছর নামাজের পর রোহান, নিবরাস, মোবাশ্বের তাদের অস্ত্র ও গুলির ব্যাগসহ বের হয়ে যাবে। তার একঘন্টা পর উজ্জল ও পায়েল তাদের অস্ত্র ও গুলির ব্যাগসহ বের হয়ে যাবে। তারপর প্রায় ৫ টার দিকে তামিম ও চকলেট বের হয়ে যাবে। তার কিছুক্ষণ পর তানভীর কাদেরী তার পরিবার নিয়ে বের হয়ে যাবে। চকলেট একটি সিএনজি ভাড়া করে দিলে এই আসামী বেলা অনুমান ৩ টার সময় পরিবারসহ মিরপুর মধ্য পীরেরবাগ ভাড়া বাসায় চলে যায়।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষাকালে আসামী জাহাংগীর হোসেন জানায় যে, সে বসুন্ধরার বাসায় সারোয়ার জাহান মানিক এবং মূল ৫ জন হামলাকারীর সংগে বৈঠক করে এবং হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার দিন অর্থাৎ ১/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১ টা পর্যন্ড় বসুন্ধরার বাসায় ছিল।

পি-ডাবি উ-৬৯, তাহরীম কাদেরী তার সাক্ষ্যে উলে- খ করেছে যে, আসামী জাহাংগীর হোসেনকে স্বপরিবারে সে (পি. ডাবি- উ- ৬৯) বসুন্ধরার বাসায় দেখেছে।

আসামী হাসিদুর রহমানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তামিম চৌধুরী, নুর"ল ইসলাম মারজান, রাজীবগান্ধী, বাশার"জ্জামান চকলেট সহ ০৫ জন হামলাকারী ঢাকার কূটনৈতিক এলাকায় হামলা সম্পন্ন করার জন্য হামলার অনুমান একমাস পূর্বে বসুন্ধরা আবাসিক এলকায় বাসা ভাড়া করে সেখানে অবস্থান নেয় বলে এই আসামী নুর"ল ইসলাম মারজানের কাছে জানতে পারে। এই রাজীব গান্ধী হল আসামী জাহাংগীর হোসেন।

আসামী আঃ সবুর খান তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে যে, হামলার দিন বসুন্ধরার বাসা ছেড়ে তামিম চৌধুরী, চকলেট, মারজান, জাহাংগীর সহ অন্যান্যরা মিরপুর ও শেওড়াপাড়ার বাসায় উঠে।

আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে- খ করেছে যে, তাদের সংগঠন নব্য জেএমবি আন্ড়র্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের আই.এস দ্বারা অনুপ্রানিত। আই.এস এর দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্যই গুলশান কূটনৈতিক এলাকায় হামলা করা প্রয়োজন।

কাজেই আসামী জাহাংগীর হোসেনের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ উপরোক্ত স্বীকারোক্তি সমূহ বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ জাহাংগীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী গুলশান হলি আর্টিসান হামলার শুর" থেকেই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ, সদস্য রিক্রুট, অস্ত্র সংগ্রহ সংক্রান্ড় তথ্য সর্বোপরি তামিম আহম্মেদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ রেখে হামলাকারীদের সাথে বসুন্ধরার বাসায় অবস্থান করে তাদেরকে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করতে সহায়তা ও প্ররোচিত করে, যার ফলে ঘটনাস্থলে নিহত ৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার সময় দেশী ও বিদেশী ২০ জন ও ০২ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে।

আসামী মোঃ আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সে হলি আর্টিসান বেকারীর হামলার পরিকল্পনায় অংশ নেয় এবং হলি আর্টিসান বেকারীতে রেকি করে। এই আসামী ও ছোট মিজান কল্যাণপুর হানিফ কাউন্টার থেকে সুমন ও আরিফ নাম ব্যবহার করে সন্ধ্যা ৬.০০ টায় চাপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার বাসের দুইটা টিকিট কাটে। তারা রাত ১.০০ টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌছান। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভটভটিতে চড়ে তারা শিবগঞ্জের কানসাট বাজারে যায়। সেখান থেকে একটু দূরে আম বাগানের টিনের একটি ছোট ঘরে বিশ্রাম নেয়। সেখানেই সেহ্‌রী করে ও নামাজ পড়ে। সকালে ছোট মিজান ঐ ঘরে ৪ টি ৯ এমএম পিস্ড়ল, ৮ টি ম্যাগজিন, ৩৫ রাউন্ড ৯ এমএম পিস্ড়লের গুলি নিয়ে আসে। উক্ত ৪ টি পিস্ড়লের মধ্যে ২ টির গায়ে ইংরেজীতে খোদাই করে Bihar এবং নলের অগ্রভাগে F 65 লেখা ছিল। অপরটির বডির এক পাশে Japan Italy লেখা এবং অপর পাশে China লেখা ছিল। আরেকটির গায়ে ইংরেজীতে খোদাই করে Made in Japan লেখা ছিল। প্রত্যেকটি পিস্ড়লের বাটে পাতলা কাঠ প– াষ্টিক স্ক্রু দিয়ে লাগানো ছিল। প– াষ্টিকের গায়ে Sunmica লেখা ছিল। অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন এই আসামী চেক করে এবং একটি ম্যাগজিনে গুলি লোড করে সম্পূর্ণ

প্রস্তুত হয়ে অস্ত্রটি কোমড়ে গুজে রাখে যাতে পুলিশ চেক করলে প্রতিরোধ করা যায়। বাকী ৩ টি অস্ত্র গুলি ও ম্যাগজিন কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ব্যাগের মধ্য ঢুকিয়ে নেয়। পরে সে একটি ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সা যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড হানিফ কাউন্টারের এসে সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় হানিফ বাসে ঢাকায় রওনা দেয় এবং ইফতারের ১০ মিনিট পূর্বে ঢাকায় কল্যাণপুরে তার ভাড়া বাসায় পৌছায়। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় বাশার ুজ্জামান চকলেট উক্ত অস্ত্র , গুলি ও ম্যাগজিন কল্যাণপুরের এই আসামীর বাসা থেকে সংগ্রহ করে। পরে ঐ অস্ত্র ও গুলি হলি আর্টিসান বেকারীর হামলকারীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়। তারা সেগুলো হলি আর্টিসান হামলায় ব্যবহার করে। এই আসামী গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশ অস্ত্রগুলি তাকে দেখালে, সে সেগুলো ঐ অস্ত্রগুলি বলেই সনাক্ত করে। তামিম চৌধুরীর নির্দেশে এই আসামী বিদেশীদের হত্যার পরিল্পনার অংশ হিসেবে গুলশান পার্ক ও হলি আর্টিসান বেকারী রেকী করে।

পি-ডাবি উ-৬৯ তাহরীম কাদেরী তার সাক্ষ্যে উলে- খ করেছে যে, র‌্যাশ তাদের পল– বী বাসায় যেত এবং তার বাবাকে বসুন্ধরায় বাসা নেয়ার জন্য বলে এবং বসুন্ধরার বাসা দেখে এসে তার বাবাকে বসুন্ধরার বাসায় উঠতে বলে। পি-ডাবি– উ-৬৯ তাহরীম কাদেরী ট্রাইব্যুনালের ডকে আসামী আসলাম হোসেন র‌্যাশকে সনাক্ত করেছে।

আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খান তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে- খ করেছে যে, ছোট মিজান ও মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‌্যাশ চাপাইনবাবগঞ্জে এসে তার সাথে যোগাযোগ করে। সে ও ছোট মিজান মিলে অস্ত্র ও বিষ্ফোরক চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জের কানসাট বাজার হতে একটু দূরে আম বাগানের ছোট একটি ঘরের মধ্যে রাখে। এরপর উক্ত অস্ত্র ও বিস্ফোরক মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‌্যাশের কাছে বুঝিয়ে দেয়। অস্ত্র ও গ্রেনেড সে চেক করে দেয়। র‌্যাশ ও ওগুলো চেক করে হানিফ পরিবহনের বাসে করে অস্ত্র, গুলি ও বিষ্ফোরকসহ ঢাকায় এসে তার কল্যাণপুরের বাসায় ওঠে। র‌্যাশের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও বিষ্ফোরক বাসার ুজ্জামান চকলেট বুঝে নিয়ে মারজানকে বুঝিয়ে দেয়। তামিম চৌধুরী উক্ত অস্ত্র,গুলি ও গ্রেনেড হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। আসামী সবুর খানের উপরোক্ত স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, হলি আর্টিসান হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে আসামী আসলাম হোসেন র‌্যাশ ও আসামী আব্দুস সবুর খান এর বক্তব্য এই আসামী পুরোপুরি ভাবে সমর্থন করেছে।

কাজেই আসামী আসলাম হোসেন র‌্যাশ ও আঃ সবুর খান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং পি-ডাবি– উ-৬৯ তাহরীম কাদেরী এর সাক্ষ্য হতে দেখা যায় যে, আসামী

মোঃ আসলাম হোসেন র‍্যাশ গুলশান হলি আর্টিসান হামলার শুর“ থেকেই উক্ত পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সংগ্রহসহ, হলি আর্টিসান বেকারীতে রেকি করা সর্বোপরি তামিম আহম্মেদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ রেখে হামলাকারীদের সাথে বসুন্ধরার বাসায় অবস্থান করে ৫ জন হামলাকারীকে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করতে সহায়তা ও প্ররোচিত করেছে। উক্তর“প সহায়তা ও প্ররোচনার ফলে আলোচ্য ৫ জন হামলাকারী ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে হামলা করে দেশী ও বিদেশী ২০ জন নিরস্ত্র নাগরিক সহ ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানরত ২ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তামিম চৌধুরী ও বাসার“জ্জামান চকলেট তাকে আকিদা ও মানহাজ বিষয়ে ইন্টারভিউ নেয় এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নব্য জেএমবি'র সুরা সদস্য হিসেবে মনোনিত করে। নব্য জেএমবি'র সুরা সদস্যরাই সকল ধরনের হামলার নির্দেশনা ও অনুমোদন দেয় এবং তারা গুলশানে একটি বড় ধরণের হামলার পরিকল্পনা করে তার এলাকায় চলে আসে। এরপর ছোট মিজান ও মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ চাপাইনবাবগঞ্জে এসে এই আসামীর সাথে যোগাযোগ করে। সে ও ছোট মিজান মিলে অস্ত্র ও বিস্ফোরক চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জের কানসাট বাজার হতে একটু দূরে আম বাগানের ছোট একটি ঘরের মধ্যে রাখে। তারা উক্ত অস্ত্র ও বিস্ফোরক মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশের কাছে বুঝিয়ে দেয়। অস্ত্র ও গ্রেনেড সে চেক করে দেয় এবং আসলাম হোসেন র‍্যাশও ওগুলো চেক করে হানিফ পরিবহনের বাসে করে অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরকসহ ঢাকায় এসে তার কল্যাণপুরের বাসায় ওঠে। র‍্যাশের কাছে থেকে অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক বাসার“জ্জামান চকলেট বুঝে নিয়ে মারজানকে বুঝিয়ে দেয়। তামিম চৌধুরী উক্ত অস্ত্র,গুলি ও গ্রেনেড হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলাকারীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। মোঃ আব্দুস সবুর খান দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আরও বলেছে যে, তার তৈরী বোমা গুলশান হলি আর্টিসান বেকারী সহ অন্যান্য হামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

আসামী মোঃ আব্দুস সবুর খানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় ইহাও দেখা যায় যে, সে গুলশান হলি আর্টিসান হামলার পরিকল্পনাকে সুরা সদস্য হিসেবে অনুমোদন দিয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং অস্ত্র সরবরাহ করে ০৫ জন সন্ত্রাসীকে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করতে সহায়তা ও প্ররোচিত করে, যার ফলে উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসী হোলি আর্টিসান বেকারীতে ঘটনার তারিখ ও সময়ে আক্রমন করে দেশী ও বিদেশী ২০ জন

নাগরিক সহ ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানরত ২ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তামিম চৌধুরী ও মারজানের কথামত সে গুলশানে একটি অপারেশন করার জন্য বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি বাসায় ১। মীর সামেহ মোবাশ্বের, ২। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, ৩। নিবরাস ইসলাম, ৪। খাইর"ল ইসলাম পায়েল, ৫। শফিকুল ইসলাম উজ্জলকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদেরকে বলে যে "তারা যদি অপারেশন করতে মারা যায়, তবে তারা শহীদের মর্যাদা পাবে এবং নিশ্চিত তাদের বেহেশত নসীব হবে।" রাকিবুল হাসান রিগেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বসুন্ধরার বাসায় জুন মাসে ২/৩ বার গিয়ে সে জংগীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং জুন/২০১৬ এর শেষ সপ্তাহে বসুন্ধরার তাদের (জঙ্গীদের) সাথে ০১ দিন থেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ১লা জুলাই ২০১৬ সালে সন্ধ্যার পর সে জানতে পারে তারা (জঙ্গী) গুলশান হলি আর্টিসান রেষ্টুরেন্ট এ হামলা করেছে। হামলার পর আসামীরা তাদের সাথে থাকা রনির মোবাইলের এ্যাপস এর মাধ্যমে হামলার ছবি পাঠালে সে তা দেখে বলে আলহামদুলিল াহ খুব ভালো কাজ হয়েছে। তার প্রশিক্ষণ মতে তারা কাজ করায় সে তাদের জন্য দোয়া করে।

আসলাম হোসেন র‍্যাশ তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে খ করেছে যে, রাফিউল ইসলাম রিগেন মূল প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো।

আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন ও আসলাম হোসেন সরদার এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি একত্রে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন গুলশান হলি আর্টিসানে মূল হামলাকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্ররোচনা দিয়ে তাদেরকে হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করতে সহায়তা করে, যার ফলে উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসান বেকারীতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থানরত দেশী ও বিদেশী নিরস্ত্র নাগরিকদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিককে নির্মম ভাবে হত্য করে এবং ঐ সময় ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানকারী ২ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

আসামী হাদিসুর রহমান সাগর এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে আসামী হাদিসুর রহমান বামনারটেক, বাড়ী নং-৬৫ রোড নং-০৬ ফ্ল্যাট নং-০১ (২য় তলা), তুরাগ, ঢাকা'র বাসায় থাকাকালীন ডা. নজর"ল চট্রগ্রাম থেকে ০১ টি একে ২২ রাইফেল ও ০২ টি পিস্ড়ল ও এর পর্যাপ্ত গুলি একটি কালো ব্যাগে

করে নিয়ে এসে তার কাছে রাখতে দেয়। উক্ত অস্ত্র ও গুলির ব্যাগটি সে আশুলিয়া থানাধীন নরসিংহপুর মাঠে নিয়ে গিয়ে সরোয়ার জাহান মানিকের কাছে হস্ড়ান্ড়র করে। ডা. নজর ল কর্তৃক চট্রগ্রাম থেকে আনা আরেকটি চালান পরবর্তীতে কমলাপুর রেল স্টেশনে ধরা পড়েছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মামুনুর রশিদ রিপনের মাধ্যমে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। নুর ল ইসলাম মারজান ভারতে অবস্থানরত ছোট মিজানের মাধ্যমে ৩/৪ টি ছোট অস্ত্র-গুলি এবং বিস্ফোরক সংগ্রহ করে। সারোয়ার জাহান মানিক ০১টি একে-২২ রাইফেল ও এর ২২ রাউন্ড গুলি এবং ০২ ম্যাগজিন সহ সাতক্ষীরায় সাদের কাছে রাখে। সরোয়ার জাহান মানিকের নির্দেশে হাদিসুর রহমান সাতক্ষীরায় গিয়ে উক্ত অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগজিন সাদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যশোরে তার বাসায় এনে রাখে। ০২ টি পিস্ড়ল ও ০৪ (চার) টি গ্রেনেড, ৭.৬২ পিস্ড়লের ১২ রাউন্ড গুলি মামুনুর রশিদ রিপন উত্তরবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে যশোরে হাদিসুর রহমান এর কাছে পৌঁছায়। হাদিসুর রহমান এই সমস্ড় অস্ত্র, গুলি ও বিস্ফোরক একটি ফলের কার্টুনে ভরে যশোর ঘোপ নোয়াপাড়ায় তার বাসায় রাখে। হলি আর্টিসান হামলার অনুমান ২০/২২ দিন পূর্বে তামিম চৌধুরী'র নির্দেশে হাদিসুর রহমান উক্ত অস্ত্র ও গুলি, গ্রেনেড ভর্তি কার্টুনটি হানিফ পরিবহনের বাসে করে ঢাকার কল্যানপুরে নিয়ে এসে তামিম চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেয়। অস্ত্র নেয়ার কয়েকদিন পরে তামিম আহম্মেদ চৌধুরীর নির্দেশে একটি কালো ব্যাগে করে হাসিদুর ৪ (চার) টি গ্রেনেড ঝিনাইদহ হতে ঢাকায় নিয়ে এসে তামিম চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেয়। বর্ণিত এ সকল অস্ত্র-গুলি ও বিস্ফোরক এর একটি বড় অংশ হলি আর্টিসান বেকারী'র হত্যাকান্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল মর্মে এই আসামী তার স্বীকারোক্তিতে উলে- খ করেছে। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন হলি আর্টিসান হামলায় ব্যবহৃত জব্দকৃত অস্ত্র-গুলি তাকে সনাক্ত করার জন্য দেখালে (হাদিসুর রহমান) তার মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি অস্ত্র সে সনাক্ত করে।

আসামী হাদিসুর রহমান সাগর এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সে গুলশানে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র ও গুলি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে মূল সমন্বয়কারী তামিম চৌধুরীর হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে, ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে উক্ত অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিককে নির্মম ভাবে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

উলে- খ করা আবশ্যক যে, এই মামলার অপর আসামী মামুনুর রশিদ রিপন ও শরিফুল ইসলাম খালিদ তদন্ড়কালে ধৃত হয়নি এবং তাদের কোন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দি নেই। তবে সহ-আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তাদের নাম এসেছে।

এই প্রসঙ্গে আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন এবং হাদিসুর রহমান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মামুনুর রশিদ রিপন হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলায় ব্যবহৃত কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল। আসামী জাহাংগীর হোসেন তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে খ করেছে যে, গুলিশানে হলি আর্টিসানে হামলা করার জন্য হামলার ১ মাস পূর্বে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল রিপনের (মামুনুর রশিদ) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। আসামী হাদিসুর রহমানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মামুনুর রশিদ রিপন এর সংগে তামিম চৌধুরী, নূর ল ইসলাম মারজান, শরিফুল ইসলাম খালেদ এর যোগাযোগ ছিল। আসামী মামুনুর রশিদ রিপন জেএমবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে এবং ২০১৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মামুনুর রশিদ রিপন এর মাধ্যমে ৩/৪ টি একে-২২ রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। জব্দ তালিকা, প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার পরে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে একে-২২ রাইফেল রয়েছে। পি-ডাবি উ-১ রিপন কুমার দাস উক্ত জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। পি-ডাবি উ-৩৪ মোঃ লতিফুল বারী এবং পি-ডাবি উ-৩৬ মোঃ সোহরাব আলী উক্ত জব্দ তালিকার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলি হামলার পরে হলি আর্টিসান বেকারী হতে উদ্ধার করা হয়েছে। পি-ডাবি উ-১ রিপন কুমার দাস, পি-ডাবি উ-৩৪ মোঃ লতিফুল বারী এবং পি-ডাবি উ-৩৬ মোঃ সোহরাব আলী এর সাক্ষ্য, জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-১) এবং বস্তু প্রদর্শনী-X হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার জন্য আসামী মামুনুর রশিদ রিপন কর্তৃক ৩/৪ টি এ.কে-২২ রাইফেল সরবরাহের অভিযোগকে সমর্থন করে।

পি-ডাবি উ-৬৯ তাহরীম কাদেরী হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার পূর্বে তামিম চৌধুরী, নূর ল ইসলাম মারজান, সারোয়ার জাহান মানিক, জাহাংগীর হোসেন ও আসলাম হোসেন র‍্যাশ সহ মূল হামলাকারীদের বসুন্ধরার বাসায় বৈঠক করতে দেখেছে মর্মে তার সাক্ষ্যে উলে- খ করেছে। আসামী জাহাংগীর হোসেন তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে– খ করেছে যে, আসামী মামুনুর রশিদ রিপন হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার লক্ষ্যে অস্ত্র সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া পি-ডাবি– উ-৬৯, তাহরীম কাদেরীর সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হলি আর্টিসান হামলা সংঘটনের জন্য আসামী মামুনুর রশিদ রিপন কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্র ও গুলি নিয়ে ০৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার

তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসানে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থানরত দেশী ও বিদেশী নিরস্ত্র নাগরিকদের জিম্মি করে তাদের মধ্যে ২০ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিককে নির্মম ভাবে হত্যা করে এবং ঐ সময় ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানকারী ২ জন পুলিশ সদস্যকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

পি-ডাবি উ-১ রিপন কুমার দাস, পি-ডাবি উ-৩৪ মোঃ লতিফুল বারী, পি-ডাবি উ-৩৬ মোঃ সোহরাব আলী এবং পি-ডাবি উ-৬৯, তাহরীম কাদেরী এর সাক্ষ্য, জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-১) এবং বস্তু প্রদর্শনী-X হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার জন্য আসামী মামুনুর রশিদ রিপন কর্তৃক ৩/৪ টি এ.কে-২২ রাইফেল সরবরাহের অভিযোগকে সমর্থন করে।

আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ এর বির"দ্ধে অভিযোগ হল তামিম চৌধুরী, নূর"ল ইসলাম মারজান, আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে ও যোগাযোগ রেখে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার সফল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এখন দেখা যাক, প্রসিকিউশনপক্ষ আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

আসামী জাহাংগীর হোসেন, হাদিসুর রহমান, আসলাম হোসেন র‍্যাশ এবং রাকিবুল হাসান রিগেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ হলি আর্টিসান হামলার মূল পরিকল্পনাকারীদের একজন এবং সে নিয়মিত তামিম চৌধুরী, নূর"ল ইসলাম মারজান, আসলাম হোসেন র‍্যাশ এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে হলি আর্টিসান হামলা সফল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পি-ডাবি উ-৬৯ তাহরীম কাদেরী হলি আর্টিজসান বেকারীতে হামলার পূর্বে তামিম চৌধুরী, নূর"ল ইসলাম মারজান, সারোয়ার জাহান মানিক, জাহাংগীর হোসেন ও আসলাম হোসেন র‍্যাশ সহ মূল হামলাকারীদের বসুন্ধরার বাসায় বৈঠক করতে দেখেছে মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছে। আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও জাহাংগীর হোসেন তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উলে- খ করেছে যে, আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ হলি আর্টিমান বেকারীতে হামলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কাজেই পি-ডাবি– উ-৬৯, তাহরীম কাদেরীর সাক্ষ্য হলি আর্টিজানে হামলা সংঘটনের জন্য আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহনের বিষয়ে আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ ও আসামী জাহাংগীর হোসেন এর বক্তব্যকে সমর্থন করে।

পি-ডাবি উ-৬৯ তাহরীম কাদেরীর সাক্ষ্য এবং আসামী জাহাংগীর হোসেন, হাদিসুর রহমান, আসলাম হোসেন র‍্যাশ এবং রাকিবুল হাসান রিগেন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী শরিফুল ইসলাম খালেদ গুলশানে হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলার জন্য পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে; যার ফলে ঘটনার তারিখ ও সময় ০৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনাস্থল হোলি আর্টিসানে প্রবেশ করে আলোচ্য ঘটনাটি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

অপর আসামী মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত বেকসুর খালাস প্রদান করায় এবং তার স্বীকারোক্তিতে আলোচ্য ঘটনার বিষয়ে কিংবা এই মামলার অন্য কোন আসামীর সম্পর্কে উলে- খ না থাকায় উক্ত স্বীকারোক্তির বিষয়ে কোন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আলোচ্য ০৫ জন আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং অন্যান্য সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,বাংলাদেশে জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত কায়েম করার লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য এবং জনমনে আতংক সৃষ্টি ও আন্ড়র্জাতিক জংগী সংগঠন আইএস এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মূল পরিকল্পনাকারী তামিম চৌধুরী, নুর“ল ইসলাম মারজান ও সারোয়ার জাহান এবং অভিযুক্ত ০৭ জন আসামী যথা জাহাঙ্গীর হোসেন, আসলাম হোসেন র‍্যাশ, হাদিসুর রহমান, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান, শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপন মূল হামলাকারী রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, মীর সামেহ মোবাশ্বের, নিবরাস ইসলাম, মোঃ খায়র“ল ইসলাম পায়েল ও মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বলকে দিয়ে গুলশান কূটনৈতিক এলাকায় বড় ধরনের হামলা করে প্রচুর দেশী-বিদেশী মানুষকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্ড়বায়নের জন্য তারা হামলাকারী বাছাই ও নিয়োগ করে গোপনস্থলে তাদের শারিরিক ও মানসিক প্রক্ষিক্ষন প্রদানসহ তাদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে এবং উক্ত ঘটনা সংঘটনের জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করে; যার ফলে পহেলা জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত অনুমান ৮.৪৫ ঘটিকায় সন্ত্রাসী রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, সাদ সামেহ, নিবরাস ইসলাম, মো: খায়র“ল ইসলাম পায়েল ও মোঃ শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল অস্ত্র, গোলা বার“দ, গ্রেনেড ও ধারালো অস্ত্র ও চাপাতি সহ ঘটনাস্থল গুলশানের হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থানরত দেশী ও বিদেশী ২০ জন নিরীহ ও নিরস্ত্র নাগরিককে নির্মম ভাবে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

ইহা পূর্বেই উলে- খ করা হয়েছে যে, এই আপীলকারী-আসামীদের বির“দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য পূর্বে বর্ণিত ০৫ জন আসামীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দি, আলোচ্য হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র, গোলাবার"দ, ধারালো ছুরি, চাপাতি ইত্যাদি সহ অন্যান্য আলামত এবং উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহের সমর্থনে প্রসিকিউশন পক্ষের পি. ডাবি উ-৬৯ এর সাক্ষ্য ও শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যই এই আপীলকারী-আসামীদের বির"দ্ধে সাকুল্য সাক্ষ্য-প্রমানাদি। যে কারনে উক্ত বিষয়টি সহজে অনুধাবনের জন্য পি. ডাবি উ-৬৯ এর সাক্ষ্যটি নিম্নে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

পি-ডাবি উ-৬৯ মোঃ তাহরীম কাদেরী তার জবানবন্দিতে বলে যে, সে ক্লাস এইট পর্যন্ড় মাইলস্টোন স্কুলে পড়ালেখা করেছে। তার বাবা-মা ও তারা দুই ভাই সহ তাদের পরিবারে তারা ৪ জন। ২০১৪ সালে তার আব্বু-আম্মু হজ্ব করে, তখন থেকেই তারা ধার্মিক। তখন থেকে তারা লাইফ স্কুলের নীচে ফজরের নামাজ পড়ত। সেখানে মুসা আংকেল ও জাহিদ আংকেল তাদের সংগে নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর আব্বু তাকে ও তার ভাইকে নিয়ে উত্তরায় তাদের বাসায় দিয়ে মুসা আংকেল ও জাহিদ আংকেল এর সংগে জগিং এ বের হতেন। এরূপভাবে কয়েক দিন থাকার পর আব্বু আম্মুকে জিজ্ঞাস করে হিজরত করবে কিনা? প্রথমে আম্মু হিজরত করবেনা বলে সরাসরি আব্বুকে বলে দেয়। কয়েক দিন পর আম্মু হিজরত করবে বলে রাজী হয়। এক দিন আব্বু তাকে ও তার ভাইকে জিজ্ঞেস করে, এমন জায়গায় যাবে যেখানে কিনা থাকা-খাওয়ার কষ্ট হতে পারে, স্কুল নাও থাকতে পারে এবং খেলার মাঠ নাও থাকতে পারে, তোমরা যদি যাও তাহলে আল- াহ খুশী হবে। একদিন জাহিদ আংকেল, র‍্যাশ আংকেলকে নিয়ে বাসায় আসল। আব্বু, জাহিদ আংকল ও র‍্যাশ আংকেল একসংগে আলোচনা করে। সে ও তার ভাই অন্য র"মে ছিল। কিছুক্ষন পর জাহিদ আংকেল ও র‍্যাশ আংকেল চলে যায়। একদিন আব্বু তাদের সবাইকে বলে বায়াত করতে হবে। বায়াত মানে খলিফার কাছে শপথ করা। একদিন আব্বু, আম্মু ও তাদের ২ ভাইকে হিজরতে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে বলে- তারা ব্যাগ গোছায়। হিজরতে যাওয়ার আগের দিন দাদা-দাদু ও সকল আত্মীয় স্বজনকে বলে তারা মালয়েশিয়া যাচ্ছে। তারা পরিবারের সবাই মিলে মিরপুরের পল- বীতে আরিফাবাদে ১টি ভাড়া বাসায় উঠে। তাদের হিজরত করার আগে জাহিদ আংকেল ও মুসা আংকেল হিজরত করে, তবে কোথায় করে তা জানত না। পল- বীর বাসায় একদিন র‍্যাশ আংকেল চকলেট আংকেলকে নিয়ে আসে। তারা তাদের বাসায় এসে দাবিক নামে ম্যাগাজিনের সফট কপি তাদের বাসায় দিয়ে যেত। মুসা আংকেল তাদের বাসায় এসে ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞান পড়াতো। একদিন র‍্যাশ আংকেল ও চকলেট আংকেল আব্বুকে বসুন্ধরায় বাসা নেয়ার জন্য বলে। র‍্যাশ আংকেল ও চকলেট আংকেল বসুন্ধরায় বাসা দেখে

এসে বলে যে, অমুক তারিখ বাসায় উঠতে হবে। তারপর একদিন তারা সবাই মালপত্র নিযে বসুন্ধরার বাসায় উঠে। কয়েকদিন যাওয়ার পর একদিন চকলেট আংকেল প্রথমে তিনজন ও পরে ২ জনকে তাদের বাসায় নিয়ে আসে। তাদের সাংগঠনিক নাম ছিল সাদ, মামুন, শুভ, ওমর ও আরিফ। ৩/৪ দিন পর চকলেট আংকেল আরো ৩ জনকে নিয়ে আসে। তাদের নাম ছিল তামিম, মারজান আর রাজীব গান্ধী। তামিম আংকেলকে তারা ব্যাটম্যান আর রাজীব গান্ধীকে জাহাংগীর নামে চিনত। জাহাংগীর আংকেল তার স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে আসে। তামিম, মারজান, সাদ,মামুন, শুভ, আরিফ, ওমর থাকত তাদের বাসার সবচেয়ে বড় র‍ুমে। জাহাঙ্গীর আংকেল থাকত এক র‍ুমে। জাহাঙ্গীর আংকেল এর স্ত্রী ও আম্মু থাকত এক র‍ুমে। সে ও তার বাবা ও ভাই থাকতো ড্রয়িংর‍ুমে। তামিম সহ ৭ জন যে র‍ুমে থাকত, সে র‍ুমে অন্যদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। সে, তার ভাই ও বাবা শুধুমাত্র তামিমদের র‍ুমে খাবার দিয়ে আসত। মাঝে মাঝে তামিম আব্বুকে ডেকে নিয়ে কথা বলত। একদিন চকলেট আংকেল ৫টি ব্যাগ বাসায় নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে তামিমদের র‍ুমে ব্যাগ গুলো নিয়ে যায়। একদিন ৫ জনের মধ্যে ২ জন রেকি করতে যায়। তারপর সবাই গিয়ে রেকি করে আসে। একদিন চকলেট আংকেল সরোয়ার নামে একজনকে বাসায় নিয়ে আসে। তারপর সবাই আলোচনা করে। সরোয়ার আংকেল চলে যায়। তারপর একদিন তামিম আংকেল চকলেট আংকেলকে সাদ-মামুনদের জন্য ৫ সেট ড্রেস নিয়ে আসতে বলে। ২/৩ দিন পর পরিবার নিয়ে জাহাঙ্গীর আংকেল চলে যায়। একদিন ইফতারের সময় ইফতার দিতে গিয়ে দেখল, ওমর বা আরিফ সিরিজ কাগজ দিয়ে চাপাতি ধার দিচ্ছে। আব্বু জিজ্ঞেস করায় তারা বলল যে, অপারেশন করার জন্য ধার দিচ্ছে। কয়েকদিন পর প্রথমে তিন জন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। একই দিনে কিছুক্ষন পর বাকী ২ জন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলে যে, জান্নাতে গিয়ে দেখা হবে ইনশাল- াহ। তারপর তামিম ও চকলেট আংকেল বের হয়ে যায়। বের হওয়ার সময় তারা আব্বুকে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি বাসাটি ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে। তারপর আব্বু তাদেরকে বলে ব্যাগ গুছিয়ে রেডি হও, সে ট্যাক্সি নিয়ে আসে। আব্বু ক্যাব নিয়ে আসলে তারা বাসা ছেড়ে দেয়। তারা পুনরায় পল- বীতে ফরিদাবাদের বাসায় চলে যায়। যাওয়ার সময় তামিম আংকেল আব্বুকে বলে যে, বড় একটি অপারেশন হবে। দোয়া করবেন। আব্বু BD News 24 এ খবর দেখে। তখন আব্বু খবরের হেড লাইনে দেখে যে, গুলশান হোলি আর্টিসানে ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। পরের দিন সকাল বেলা আব্বু আবার খবরে দেখল যে, যারা অপারেশন করেছে তারা মৃত। কয়েকদিন পর র‍্যাশ আংকেল তাদের বাসায় এসে

র"পনগরের আরেকটি বাসায় যেতে বলে। তারপর তারা র"পনগরের ঐ বাসায় শিফ্ট হয়। ওখানে কয়েকদিন থাকার পর র‍্যাশ আংকেল আব্বুকে আজিমপুরে বাসা ভাড়া নিতে বলে। র"পনগরে থাকাকালীন তার ভাইকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। কোথায় পাঠায়, আব্বু সহ তারা কেউ জানত না। একদিন আজিমপুরে ২ জন মহিলা বাচ্চা সহ আসে। ঐ বাসায় সম্ভবত মারজান ও জাহাংগীরের স্ত্রী আসে। জাহিদ আংকেল তার স্ত্রীকে তাদের বাসায় দিয়ে র"পনগরের বাসায় যায়, সেখানে পুলিশ অভিযানে সে নিহত হয়। কয়েকদিন পর পুলিশ আজিমপুরের বাসায় অভিযান চালায়। সেখানে সে (পি. ডাবি উ-৬৯) ধরা পড়ে এবং অন্যরা আহত হয়, তার আব্বু মারা যায়। সে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে থাকাবস্থায় জানতে পারে যে, আরেক অভিযানে তার ভাই মারা গেছে। র‍্যাশ আংকেল আজ আদালতে আছে, যার আসল নাম আসলাম হোসেন। রাজীব গান্ধী যার আসল নাম জাহাঙ্গীর আজ আদালতে আছে।

পি. ডাবি উ-৬৯ এর উপরোক্ত সাক্ষ্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্ড়ে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, প্রাক-প্রস্ড়ুতি , সন্ত্রাসীদের গোপন স্থানে রেখে ঘটনা ঘটানোর জন্য শারিরীক ও মানসিক প্রশিক্ষন সহ তাদেরকে উক্ত ঘটনা ঘটানোর জন্য সহায়তা ও প্ররোচনা প্রদানের নিমিত্ত এই আসামী ৭ জন সহ অপরাপর আসামী যারা এই মামলার তদন্ড়কালে বিভিন্ন স্থানে নিহত হয়েছে মর্মে তদন্ড় প্রতিবেদনে উলে- খ করা হয়েছে, তাদের যে সমস্ড় কার্যক্রম এই সাক্ষী (পি. ডাবি– উ-৬৯) সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে, তা সে পুর্নাঙ্গভাবে বর্ননা করেছে। আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের জন্য প্রাক-প্রস্ড়ুতি, ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, অস্ত্র সংগ্রহ, সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষন প্রদান সহ তাদেরকে উক্ত ঘটনা ঘটানোর জন্য সহায়তা ও প্ররোচনা করার ফলে ঘটনাস্থলে নিহত ৫ জন সন্ত্রাসী উক্ত ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে মর্মে এই সাক্ষীর সাক্ষ্য দৃষ্টে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য, গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য এবং আসামীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহের প্রসিকিউশন পক্ষের একমাত্র সমর্থনীয় সাক্ষ্য হিসেবে তাদের বির"দ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য পুর্নাঙ্গ সাক্ষ্য বলে আমরা মনে করি।

অত্র মামলার শুনানীকালে আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ , মোঃ হাদিসুর রহমান ও মোঃ মামুনুর রশিদ এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব আরিফুল ইসলাম উলে- খ করেন যে, অত্র মোকদ্দমার প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে এই মামলার আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষাকালে তাদের বির"দ্ধে আনীত সাক্ষ্য তাদের নজরে আনা হয়নি। ফলে তর্কিত রায়টি ক্রটিপূর্ন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবি ১৬

বিএলডি (এসসি) পৃষ্ঠা- ৫৮০, ১৯ বিএলডি পৃষ্ঠা- ৭৪, ৬৭ ডিএলআর (এসসি) পৃষ্ঠা- ৪২৯, ১১বিএলডি (এডি) ৮০ পৃষ্ঠা, ৩২ বিএলডি (এসডিসডি) পৃষ্ঠা- ১৮৪, ১৮ বিএলডিস (এডি) পৃষ্ঠা- ২১৮ ও ৭ এডিসি পৃষ্ঠা- ২৬১, এ প্রকাশিত নজির সমূহ উদ্ধৃত করেন।

১৬ বিএলডি (এসসি) ৫৮০নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোঃ নিজামউদ্দিন ঢালী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরের ০৭ নং প্যারার সংশি- ষ্ট অংশ নিœরূপ:

> ‘‘Lastly, from the record it appears that during his examination u/s 342 Cr. P. C. the petitioner was asked what was his reply having heard the evidence and if he had anything further to say. So it is apparent that the statment of the prosecution witnesses incriminating the accused-appellant that the offence charged was not brought to his notice nor his attention was drawn to this salient points which is a clear violation of the explicity provision of section 342 Cr. P.C. and therefore, it is apparent that the provision of law relating to the examination of the accused as contained in section 342 Cr. P.C. have not been properly complied with.’’

১৯ বিএলডি (এসসিডি) পৃষ্ঠা-৭৪ এ প্রকাশিত আলাল উদ্দিন খান পাঠান এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৩৪ প্যারা নিœরূপ:

> “Section 342 of the Code of Criminal Procedure requires that all incriminating pieces of evidence and circumstances

appearing against the accused must be brought to his notice so that he may offer his explanation thereto. The exercise under section 342 of the Code of Criminal Procedure is not an idle formality but a legal necessity affording a definite duty cast upon the trial Court to see that the provision of section 342 of the Criminal procedure Code is duly complied with. The casual and irresponsible manner in which the accused appellants have been examined under section 342 of the Code of Crmiminal Procedure clearly betrays a sense of total lack of application of a judicial mind and judicial responsiblity on the part of the learned Special Judge and the same has definitly prejudiced the appellants."

৬৭ ডিএলআর (এসসি) পৃষ্ঠা- ৪২৯ প্রকাশিত আব্দুল আজিজ (মোঃ) এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ২৪ প্যারায় বর্নিত অংশটি নিম্নরূপ:

"Furthermore, it appears that the examination of both the appellants under section 342 of the Code of Criminal Procedure has not been conducted in accordance with law. The incriminating evidence against the accused

persons were not brought to their notice. The examination was conducted in a perfunctory manner. Therefore, in any view, the appellants have been seriously prejudiced by such improper examination."

১১ বিএলডি (এডি) ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আবু তাহের এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ০৭ প্যারায় বর্ণিত প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

"In this case the trial Judge neglected his duty to make a proper examination of the accused under section 342 of the Code of Criminal Procedure. He did not at all draw the attention of accused to their confessional statement nor even to the evidence of P.W. 4, the only eye-witness in this case. The accused persons do not however, appear to have been prejudiced by the scrappy examination under section 342 of the Code. "

৭ এডিসি পৃষ্ঠা-২৬১ এ প্রকাশিত সোহেল ওরফে সানাউল- াহ ওরফে সোহেল সানাউল– াহ বনাম রাষ্ট্র মামলার প্যারা ১৮ ও ২২ এ বর্ণিত অংশ নিম্নরূপ:

"18. The learned Advocate submits that while examining the petitioner under section 342 of the Code of Crminal Procedure the mandatory requirement were not followed. That at the

time of examination under section 342 of the Code of Criminal Procedure the trial court should draw the attention of the petitioner to the main incriminating evidence against him with regard to the vital pieces of evidence. But in the instant case the trial court failed to bring to the notice of the petitioner the vital pieces of evidence at the time of examination under section 342 of the Code of Crminal Procedure. Accordingly, examination of the condemned prisoner petitioner under section 342 of the Code of Crminal Procedure is highly defective and it is not inconformity with the mandatory requirement of law and as such non-compliance of the mandatory provision of law has vitiated the trial as a whole.

22. The above submissions made on behalf of the petitioner merit consideration."

এটা সত্য যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা কালে আসামী-আপীল্যান্টদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমানাদির প্রতি পুংখানুপুংখ ভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করানো হয়নি। কিন্তু শুধুমাত্র এ কারনেই আসামী-আপীলান্টগন আত্নপক্ষ সমর্থনে কোনরুপ ক্ষতিগ্রস্থ (Prejudice) হয়েছে, এমন কোন কিছু আলোচ্য মামলায় প্রতীয়মান হয় না। কেননা মামলার সকল সাক্ষীগন আসামী-আপীলান্টদের উপস্থিতি ও তাদের শ্রুতিগ্রহনে

প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়েছে এবং আসামীদের পক্ষ হতেও তাদেরকে বিস্তারিতভাবে জেরা করা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মামলায় আসামী-আপীল্যান্টদেরকে সাজা প্রদানের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাদের কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষাকালে আসামী (১) মোঃ আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ (২) মোঃ হাদিসুর রহমান (৩) রাকিবুল হাসান রিগেন (৪) মোঃ আব্দুস সবুর খান হাসান (৫) জাহাঙ্গীর আলম ও (৬) মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে।

এছাড়াও আসামী-আপীনান্টদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে সকল আসামী জানায় যে, তারা কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবে না। তবে আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ হাদিসুর রহমান, মোঃ আব্দুস সবুর খান, মোঃ আসলাম হোসেন, শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মোঃ মামুনুর রশিদ রিপন লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছে এবং মোঃ মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান ও মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মৌখিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, যা বিজ্ঞ ট্রাইবুন্যাল লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন ও মোঃ মামুনুর রশিদ রিপন ফিরিস্তি মুলে কিছু কাগজপত্র দাখিল করেছে। তাদের লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট আসামীগন উল্লেখ করেছে যে, তাদেরকে দীর্ঘদিন হেফাজতে রেখে অমানুষিক নির্যাতন করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। ফলে দেখা যায়, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে আসামী-আপীলান্টদের পরীক্ষা করাকালে তারা উক্ত বিধানের প্রদত্ত সুযোগ পুর্নাঙ্গভাবে গ্রহন করেছিল। এমতাবস্থায়, আসামী-আপীলান্টগনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন ত্রুটিপূর্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তারা আত্নপক্ষ সমর্থনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, এমন কোন সরলীকরন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যার্টনি জেনারেল জনাব বশির আহমেদ উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলায় অপরাধ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদের (পি. ডব্লিউ- ১০৫, ১০৯, ১১০) আপীলকারীপক্ষে পুর্নাঙ্গভাবে জেরা করা হয়েছে। এছাড়া, আপীলকারীগন বিচারকালে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেছে। ফলে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে আসামীদের পরীক্ষা করাকালে তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তদমর্মে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা

হয়নি বা দাবীও করা হয়নি। যেহেতু সংশ্লিষ্ট আপীলকারীগনপক্ষে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদের পুর্নাঙ্গভাবে জেরা করা হয়েছে এবং বিচারকালে এই আপীলকারীগন উপস্থিত থেকে প্রসিকিউশন পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীদেরকে জেরা করেছে। সেহেতু ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে আপীলকারীদের পরীক্ষা করাকালে তারা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। ফলে, প্রদত্ত রায়টি আইনের সকল নিয়ম অনূসরন করেই সঠিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ২৩ বি. এল. সি (এডি) ১৫০ পৃষ্ঠা ও ২৮ ডিএল আর (এডি) ৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নজির দুটি উদ্ধৃত করেন।

২৩ বি. এল. সি (এডি) পৃষ্ঠা- ১৫০ এ প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম মোঃ জাকির হোসেন মামলার নজিরটির ২১ প্যারায় বর্ণিত অংশটি নিম্নরুপ:

"An issue was raised by the advocate for the respondent, Rayhan that his attention was not drawn to his confessional statement when he was examined under section 342 of the Code. In this regard the fundamental issue is whether the accused was prejudiced by the omission to bring to his notice the fact that he had made a confessional statement implicating himself in the offence charged. The High Court Division considered several decisions where it had been held that ''incrimaniting evidence or circumstances sought to be proved by the prosecution must be put to the accused during examination under section 342 of the Cr. P.C. otherewise, it would cause a miscarriage of

justice.” The learned advocate for the appellant has referred to the decision in the case of Mezanur Rahman VS State, 2 BLC (AD) 27, where it was held that the accused was aware of the fact that he had made a confesssional statement and the Magistrate had also deposed in respect of the confessional statement, and hence the accused was not prejudiced by the omission to specially bring to his notice the confessional statement.

২৮ ডিএল আর (এডি) ৩৫ পৃষ্টায় প্রকাশিত আব্দুর রাজ্জাক এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৬ ও ৭ প্যারায় বর্ণিত অংশ নিম্নরুপ:

“6. It is quite obvious that the legislature provided for the examinaiton of the accused with view to enabling the accused to explain the circumstances appearing in evidence against him. Where the circumstances appearing in evidence against him are not put to the accused and his explanation is not taken thereupon, it cannot be said that the requirements of section 342 Cr. P.C. have been fulfilled. It is, therefore, desirable that the trial court should particularly bear in mind that

while examining the accused under section 342 Cr. P.C. it is incumbent to invite the attention of the accused to the point or points in the evidence which are likely to influence the mind of the Court in arriving at conclusions adverse to the acsued and before such an adverse inference an opportunity to offer an explanation if he has any. It should be remembered that examination of the accused is not a mere formality but an essential part of the trial inasmuch as examination of the accused under section 342 Cr. P.C. is mandatory.

7. In view of the contention urged by the learned counsel and also having regard to the requirements of section 342 Cr. P.C. it is to be considered whether the appellants have been prejudiced in the trial due to trial courts failure to invite the attention of the appellants to circustances appearing in evidence against them. It is to be remembered that concensus of judicial opinion is that trial will not be vitiated if there is no question of prejudice due to any

flaw in the examination of the accused under section 342. Arguments were, no doubt, advanced that the appellants have been prejudiced as they were not given any opportunity to offer any explanation as to the circumstances under which they were implicated in this case and as their attention was not drawn to the incriminating evidence against them. It is to be noted that the case against the appellant was one under section 19(A) & (f) of the Arms Act for keeping in their possession arms and ammunitions without licence. The appellants were well defended in the trial as it appears from the record. The defence challenged the prosecution case in respect of the alleged statemnts of appellant Abdur Razzaque to P.W. 1 Humayan Kabir, Officer in Charge and the recovery of the rifle and the magazine containing 7 live cartridges in pursuance of his alleged statement. It also appears that all the prosecution witnesses were cross-examined at length on belalf of the

appellants and through cross-examination the whole case of the defence was put before the Court and to the witnesses. The appellants were fully aware of the prosecution case and heard the evidence from start to finish. They had therefore no difficulty to follow the trial proceeding. After close of the prosecution case they were examined under section 342. It was put to them that they had heard the evidence in details against them and they were asked if they had anying to say their reply was simply that they were innocent. If they had anything more to say to exonerate them from the charge against them they were free to make any statemnts they would like to make but they did not put forward any plea except saying that they were innocent. This shows that they had nothing more to tell the Court besides what the defence lawyer tried to elicit through cross-examination of the witnesses. In these circumstances we do not think that because of the general question put to the appellants while

examined under section 342 any miscarriage or failure of justice has been caused and as such there arises no question against them. It will be expedient to mention here that similar view was taken by the federal Court as regarding the examination of the accused in similar manner in the case of Abdul Wahab Vs. The Crown reported in 7 DLR (FC) 87."

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের পূর্বে বর্ণিত যুক্তিতর্কসহ উদ্ধৃত নজির সমূহ সহ নথি পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষাকালে তাদেরকে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলেও তারা বিচারকালে উপস্থিত থেকে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেছে। এছাড়া, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় তাদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধকারী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগন (পি. ডাব্লিউ-১০৫, ১০৯, ১১০) উক্ত স্বীকারোক্তি সনাক্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মর্মে স্মারক প্রদান করেছেন। আপীলকারীগন পক্ষে উক্ত সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছে। এছাড়া, আপীলকারীগন ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষা করাকালে তারা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে, যা বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত যথা নিয়মে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে, আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষা কালে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্যসমূহের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করা না হলেও তারা যে সে কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ইহা আদৌও প্রতীয়মান হয় না বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি শুনানীকালে আরো উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী ১। আসলাম হোসেন, ২। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৩। রাকিবুল হাসান রিগেন, ৪। মোঃ আব্দুস সবুর খান হাসান ও ৫। জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের পূর্বে তাদেরকে দীর্ঘসময় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে বিধায় তাদের এই স্বীকারোক্তি অত্যন্ত সন্দেহজনক

এবং উক্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে দন্ড প্রদান করা সঠিক ও আইনানুগ হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩৬ ডিএলআর ১৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সফর আলী এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরের ১২ প্যারায় বর্ণিত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> "Prolong police custody immediately preceding the making of confession is sufficient if not otherwise, properly explained to brand it as involuntary. In this case, there was no explanation from the prosecution side why the accused was detained in Thana custody for 3 days. Apart from that it is also required to be verified and asscertained whether the confession was true. Without verification as to the truth and voluntariness of the confessional statement it is quite unsafe to rely upon such confession."

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আসামী-আপীলান্টগন কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি সমূহ সঠিক, শুদ্ধ ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান প্রতিপালন অন্তে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যে বিষয়টি সমর্থন পূর্বক সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগন পি. ডাব্লিউ-১০৫, ১০৯ ও ১১০ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এছাড়াও আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি সমূহ এই মামলার একমাত্র তারকা সাক্ষী (star witness) পি. ডাব্লিউ- ৬৯ মোঃ তাহরিম কাদেরী প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং মামলার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষা কালে প্রদত্ত বক্তব্যর উপর নির্ভর করা যায় না।

এটা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষা কালে আসামীগন কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশের বিদ্যমান আইন আদালতের প্রতি আসামী জাহাঙ্গীর আলম ও রাকিবুল হাসান রিগেন যে মনোভাব পোষন করে, তা অনুধাবনের জন্য তাদের বক্তব্যের কতক প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

জাহাঙ্গীর আলমের লিখিত বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরুপ:

"আজ আমরা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন রকম মিথ্যা অজুহাতে বন্দি করা হচ্ছে, দীর্ঘ সময় গুম করে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে। ক্রস ফায়ারের নামে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হচ্ছে। নিরীহ নিষ্পাপ শিশু, নারীদের বন্দি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। প্রহসনের বিচারে আমাদের বিভিন্ন রকম সাজা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সান্তনা দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ বলেন- আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করবো না? তিনি তো আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিতেছো আমরা তাহাতে ধৈর্য্য ধারন করিবো এবং আল্লাহর উপর নির্ভরকারীগন নির্ভর করুক। (সুরা ইব্রাহিম-১২)। শেষ কথাঃ আমরা আমাদের এই যুদ্ধ/ জিহাদ চালিয়ে যাব কারন মহান আল্লাহ বলেন, এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষন না ফিতনা বা শিরক দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (সুরা আনফাল-৩৯), এই জন্যই মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করেছেন (সূরা বাকারাহ-২১৬)। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করুন। আল্লাহর বানী, হে মুমিন গন আল্লাহকে ভয় করো, তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন করো, তাহার পথে জিহাদ করো যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পারো। (সুরা মায়িদাহ-৩৫)। আমরা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় সফলকাম ও বিজয়ী (সুরা নিসা-৭৪)। আল্লাহ আমাদের সকলকে তার দ্বীনের জন্য কবুল কবুন। (আমিন)।"

রাকিবুল হাসান রিগেনের লিখিত বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরুপ:

"আল্লাহ তাআলা বলেছেন-আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যান করতে চান, তবে তিনি তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সুরা আন আম-৬/১৭)। তাই আমরা মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে, সন্দেহহীন ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ফাঁসি হওয়া, দীর্ঘদিন জেলে থাকা বা মুক্তি পাওয়া সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর উপর কারো বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই-

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন- "আল্লাহ তার কাজের ব্যাপারে পূর্ন কর্তৃত্বশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (সূরা ঃ ইউসুফ-১২/২১)। আমাদের ফয়সালা যাই হোক না কেন এর জন্য আমরা চিন্তিতও নই, অপ্রস্তুতও নই। কেননা যদি দীর্ঘদিন বন্দি থাকতে হয়, তাতে পরীক্ষা দীর্ঘায়িত হবে বটে, তবে তা গুনাহ মাফ, প্রতিদিন বৃদ্ধি ও আল্লাহ'র সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়ার বড় সুযোগ। আর যদি ফাঁসি হয়, আল্লাহর পথে শাহাদাতের সুযোগ হয়, তবে আল্লাহর কসম ! আমরা তো এটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি- হন্যে হয়ে, তৃষ্ণার্ত উটের মতো। বরং আমরা শাহাদাতকে ভালোবাসি যেভাবে কাফিররা জীবনকে ভালোবাসে। আমরা তাকে খুঁজে বেড়াই আর সে আমাদের থেকে পালিয়ে থাকে। এভাবে চলতেই থাকে যতক্ষন না আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আরশের নিচে থাকা ঝাড়বাতিতে সবুজ পাখির সাড়িতে আমাদের সাথিদের সাথে মিলিত হই। অনেকে ভাবে, আমাদেরকে নির্যাতন করাটা জিহাদ বন্ধ করার একটা উপায়। আমেরিকা রাশিয়ারা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করে, হাজার হাজার পারমানবিক বোমা তৈরি করে তা দিয়ে ভয় দেখিয়ে একজন প্রকৃত মুসলিমকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। সেখানে সামান্য কয়েক ফিটের একটি রশির ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে ইমানের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখাটা হাস্যকর ছাড়া কি হতে পারে। আমাদের উপর নির্যাতন করে তা আমাদের মনে আর কি এমন প্রতিশোধ পরায়নতা সৃষ্টি করবে। যারা বিশ্বের মুসলিম ভাই বোনদেরকে নির্যাতনের কারনে আমাদের মনে যা আছে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর তারা যদি সমস্ত মুসলিমের উপর নির্যাতন বন্ধও করে, এমনকি আমাদের সেবা যত্ন শুরু করে দেয়, তার পরও তাদের প্রতি আমাদের শত্রুতা ও যুদ্ধের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। এটাই তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের মুল কারন (সুরাঃ তাওবা- ৯/১৪)। আল্লাহতালা বলেন, সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তার রাসুল ও মুমিনদের জন্য; কিন্তু মোনাফিকরা তা জানে না (সুরা-মুনাফিকুন-৬৩/৮)। অত:পর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলদের উপর। আর আমাদের সর্বশেষ কথা হলো সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ'র জন্য।"

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ বিগত ২৮/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখ ধৃত হয় এবং ১০/০৮/২০১৭ খ্রি: তারিখে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আসামী হাদিসুর রহমান বিগত ২১/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখ ধৃত হয় এবং ০৫/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আসামী রাকিবুল হাসান রিগেন ঢাকার কল্যানপুর থেকে আহত অবস্থায় ধৃত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

চিকিৎসা শেষে এই মামলার প্রয়োজনে বিগত ১৯/০৯/২০১৬ খ্রি: তারিখে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় এবং গত ০৩/১০/২০১৬খ্রি: তারিখ সে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আসামী আঃ সবুর খান বিগত ০৮/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখ ধৃত হয় এবং ২৩/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন বিগত ১৩/০১/২০১৭ খ্রি: তারিখ ধৃত হয় এবং ২৩/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন আসামীকে রিমান্ডে প্রেরন করা আইনগত বৈধ প্রক্রিয়া। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ও ৩৪৪ ধারার অধীন একজন ম্যাজিস্ট্রেট কোন আসামীকে পুলিশের নিকট সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের রিমান্ডে প্রেরন করতে পারেন। সুতরাং, শুধুমাত্র কোন আসামীকে রিমান্ডে প্রেরন করা হয়েছে এই অজুহাতে উক্ত আসামী কর্তৃক প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি সন্দেহের চোখে দেখার কোন অবকাশ নাই।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, এই মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানকারী আসামী আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আসলাম হোসেন সরদার ওরফে মোহন, মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), রাকিবুল হাসান রিগেন ওরফে রাফিউল ইসলাম, মোঃ হাদিসুর রহমান পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪(১) ধারার বিধান মোতাবেক এই মামলার প্রয়োজনে ১৫ দিনের বেশি পুলিশ হেফাজতে ছিল না বিধায় এই আসামীদের প্রদত্ত অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি আইনানুগ ভাবে গ্রহনযোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৪ (১) ধারা উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> “If, from the absence of a witness, or any other reasonable cause, it becomes necessary or advisable to postpone the commencement of , or adjourn any inquiry or tiral, the Court may, if it thinks fit, by order in writing, stating the reasons therefor, from time to time, postopone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable,

and may by a warrant remand the accsued if in custody:

Provided that no Magistrate shall remand a accused person to custody under this section for a term exceedig fifteen days at a time."

এই প্রসঙ্গে তিনি ৬২ ডিএল আর (এডি) ১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মেজর এমডি বজলুল হুদা এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্যারা ৮৮, ৮৯ ও ৯০ এ উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

"88. Regarding the confessional statements of the appellants Faruque Rahman, Sultan Shahriar and Mohiuddin (Artillery) , the learned Counsel for the appellants submitted those were procured by torture and coercion by the police by keeping them on police remand for a long time and therefore, those were not voluntrary as would be evident from the resonings and findings given by first learned Judge and the second learned Judge erred in law in accepting these confessions as voluntary and the Third learned Judge also erred in acepting the confession of Mohiuddin (artillery). It was further urged that since the learned Judges of the Divison Bench were

equally divided in their opinion as regards the confessional statements of Sultan Shahriar, Farook Rahman, the third learned Judge ought to have considered their confessions statements also.

89. Mr. Anisul Huq and the learned Attorney General, on the other hand submitted that the first learned Judge not only misread the materials on record, but on misconception of law disbelieved the above confessioanl statements on the grounds that before recording the statements the confessing accuseds were kept in police remand beyond period as provided in section 167 (2) of the Code of Criminal Procedure by a device. The learned Attorney General drew our attention to the statement of PW 61 and submitted that the appellant Farook Rahman was taken on police remand for 13 days on two occasions in Lalbagh PS case No. 11(11)75 before the institution of the instant case on 2nd October 1996 and sultan Shahriar was also taken on 15

days remand on three occasions in the said case before he was shown arrested in the instant case on 3rd October 1996 and accordingly, findings of the first learned Judge that the confessional statement of Farook Rahman was in fact, recorded after keeping him on police remand for 32 days and likewise the confessional statement of Shahriar was recorded after keeping him on police remand for 34 days not correct.

90. Records show that Sultan Shahriar was shown arrested in the instant case on 3rd October, 1996 and he was taken on police remand for 7 days on 30th November, 1996 and then his confessional statement was recorded and that Farook Rahman was shown arrested on 3rd October, 1996 in the instant case and thereafter he was taken on police remand for 7 days on 12th December, 1996 and then his confessional statements was recorded on 19th December, 1996 and that Mohiuddin (Artillery) was taken on police remand for 7

days on 19th November, 1996 and thereafter he made his confessional statement on 27th November, 1996."

এক্ষনে, পূর্বে বর্ণিত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য, উদ্ধৃত নজির সমূহ সহ নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এই মামলার প্রয়োজনে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামীদের পুলিশ হেফাজতে থাকার মেয়াদ ১৫ দিনের বেশি অতিক্রান্ত হয়নি বিধায় আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহনযোগ্য নয় বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব আরিফুল ইসলাম শুনানীকালে আরো উল্লেখ করেন যে, আসামী আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, মোঃ রাকিবুল হাসান ও আব্দুস সবুর খান ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধ স্বীকারোক্তি জবানবন্দি প্রদান করলেও পরবর্তীতে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিল। যেহেতু এই আসামীগন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের পরে উহা প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত বরাবর আবেদন করেছিল, সেহেতু উক্ত স্বীকারোক্তি দুর্বল প্রকৃতির এবং উক্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামী কিংবা সহ আসামীকে সাজা প্রদান করা সঠিক হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি ১২ এডিসি(২০১৫) ১০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম আব্দুল কাদের ওরফে মোবাইল কাদের মামলার নজিরের ৪৭ প্যারায় বর্ণিত অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্মরুপ:

"It is now settled that the retraction of a confession has no bearing whatsoever if it was voluntarily made so far the maker is concerned. It is, however, very weak type of a fact like any other fact and it cannot be the basis for conviction of co-accused. The proper way is , first marshall the evidence against the accused excluding the confession altogether

from the consideration and see whether, if it is believed , a conviction could safely be based on it. If it is capable of believe independently of the confession, then of course it is not necessary to call the confession in aid. It should be kept out of consideration and the court is required to seen whether the other evidence available with the record are sufficient to award the conviction. The court is required to examine those evidence independently and found that there are sufficient evidence to award conviction it shall convict the accused without the aid of confession of the co-accused."

এ প্রসঙ্গে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, মোঃ রাকিবুল হাসান ও আব্দুস সবুর খান কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য তারিখ বিহীন আবেদন দাখিল করা হয়েছিল যা সঠিক। তবে এই আসামীগনসহ অপর আসামীদের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ঘটনাটি ঘটানোর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ঘটনাটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত এই আপীলকারীদের সরাসরি সম্পৃক্ততা তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বর্ণিত আলামত সমূহ ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে। এই আসামীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগন সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে যথারীতি আসামীপক্ষে জেরা করা হয়েছে। আসামীদের স্বীকারোক্তি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উহা প্রত্যাহারের কোন সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে ১২

ডিএল আর (এসসি) (১৯৬০) ১৫৬ পৃষ্টায় প্রকাশিত জয়গুন বিবি বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৯ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হলো, যা নিম্নরুপ:

> "We are unable to support the proposition of law laid down by learned Judges in this regard. The retraction of a confession is a circumstance which has no bearing whatsoever upon the question whether in the first instant it is voluantarily made, and on the further question whether it is true. The fact that the maker of the confession later does not adhere to it can not by itself had any effect upon the findings reached as to whether the confession was voluntary, and if so, whether it was true, for to withdraw from a self-accusing statement in direct face of the consequence of the accqsation, is explicable fully by the proximity of those consequencess, and need have no connection whatsoever with either its voluntary nature, or the truth of the facts stated. The learned Judges were perfectly right in first deciding these two questions, and the answers being in the affarmative, in declaring that the confessions by itself was sufficient, taken with

the other facts and circumstances, to support Abdur Majid's conviction. The retraction of the confessions was wholly immaterial once it was found that it was voluntary as well as true. That being the case, no reason whatsoever can be found for the inability felt by the learned Judges in taking the confession into consideration against the co-accused. ”

আপীলকারী আসলাম হোসেন র‍্যাশ , মোঃ হাদিসুর রহমান ও মোঃ মামুনুর রশিদ এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি আরও উল্লেখ করেন যে, আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশ পক্ষে কোন আইনানুগ সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি। কেবলমাত্র সন্দেহজনকভাবে এই আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্থ করে সবোর্চ্চ শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যা আইনানুগ নহে।

এই প্রসঙ্গে তিনি ৩২ বিএলডি (এসসিডি) পৃষ্ঠা ১৮৪ এ প্রকাশিত মোঃ রায়হানুল ইসলাম খান ওরফে রায়হান ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ১১১ প্যারায় বর্ণিত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> “The accused were convicted merely on suspicion without any legal evidence. To that end in view, law is now well settled that suspicion or doubt however strong it might be cannot take place of evidence or therebe slight doubt as to the involvement of the accused in the crime, he can not be convicted.”

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির উপরোক্ত বক্তব্য ও নজির প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলাটির ক্ষেত্রে ০৫ জন আসামীর ঘটনার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে স্বীকারোক্তি প্রদান করা, পি. ডাব্লিউ-৬৯ কর্তৃক আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ঘটনাটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত আসামীদের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকা সম্পর্কে পুর্নাঙ্গ বিবৃতি প্রদান সহ আসামীদের সরবরাহকৃত অস্ত্র, গোলা-বারুদ সহ অন্যান্য আলামত ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার ও জব্দ করা এবং শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এই মামলায় আসামীদের দোষী সাব্যস্থ করার জন্য প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য। ফলে, আসামীদের সন্দেহজনক ভাবে দোষী সাব্যস্থ করার বক্তব্য এবং উক্ত বক্তব্য এর সমর্থনে আপীলকারী পক্ষের পূর্বে উদ্ধৃত নজিরটি এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের উপরোক্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য আলোচ্য মামলার ঘটনাগত ও আইনগত বিষয়কে সমর্থন করে বলে আমরা মনে করি।

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, সহ আসামীর স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে অপর আসামীকে দন্ড প্রদান করা সঠিক ও আইনানুগ নয়। আলোচ্য মামলায় আপীলকারী মামুনুর রশিদ রিপন ও মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদের কোন অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেই। কেবল মাত্র সহ আসামীরা তাদের নাম উল্লেখ করায় তাদেরকে এই মামলার আসামী করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র সহ আসামীর স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে দন্ড প্রদান করা হয়েছে, যাহা সঠিক ও আইনানুগ নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ৫৫ ডি এল আর (এসসিডি) ৩৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রেজাউল করিম ওরফে রেজাউল আলম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ২৬ প্যারার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপ:

> “In the case of State vs Muktaher Ali and another reported in 10 DLR 155 it has been held that the confession of one co-accused cannot be used for corborating the confession of another co- accused, as both are tained evidence, must more so when they are

retracted, for them the maker himself repudiates the correctness of his earlier statement and the confession of a co-accused could not be sustained and further that the confession of one co-accused could not be said to be corborated by the confession of another co-accused. In this context we would like to refer a decision in the cae of Ustar Ali Vs State reported in 3 BLC (AD) 53 where the Appellate Divsion of the Supreme Court held that confession of an accused is not a substantive piece of evidence aginst co-accused so such evidence alone without substantive corborative evidence can not form the basis of conviction of a co-accused."

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কেবল মাত্র আসামীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করেই তাদেরকে দোষী সাব্যস্থ করেননি, বরং এই আসামীদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির বক্তব্য সাথে পি. ডাব্লিউ-৬৯ এর সাক্ষ্য সমর্থনীয় সাক্ষ্য হিসেবে (corroborative evidence) বিবেচনায় নিয়ে আসামীদের সঠিক ভাবে দোষী সাব্যস্থ করেছেন। এছাড়া, আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে উল্লেখিত এবং তাদের সরবরাহকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ সহ অন্যান্যা ধারালো অস্ত্র ঘটনার সময় সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করে ঘটনাস্থলে দেশী ও বিদেশী ২০ জন নাগরিককে হত্যা করেছে, যা ঘটনার পরে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে (প্রদর্শনী-১)। এছাড়া এই আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য শক্তিশালী

পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (strong circumstantial evidence) সাক্ষ্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত এই আপীলকারীদের সঠিক ও আইনানুগ ভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হলে তা সহ-আসামীদের (co-accused) বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯ এডিসি (২০২২) ৪০৩ পৃষ্টায় প্রকাশিত নজিরটির ৬৩ ও ৬৮ প্যারা ও ৭৪ ডিএলআর (এডি) ১১ পৃষ্টায় প্রকাশিত নজিরটির ৭০ প্যারার বক্তব্য উদ্ধৃত করেন।

১৯ এডিসি (২০২২) ৪০৩ পৃষ্টায় প্রকাশিত লিটন মল্লিক ওরফে লিটন বনাম রাষ্ট্র মামলার ৬৩ ও ৬৮ প্যারা নিম্নরুপ:

> "In the instant case, Md. Jahagir Hossain, Mukhter Hossain and Mosharaf Hossain Haji made inculpatory confessioal statements by which they narrated how the crime was commited by all of them. They made the inculpatory confessional statements incriminating them-selves along with other co-accused Liton Mallick alias Liton and the defence failed to prove any personal enmity or grudge of Mosharaf Hossain,, Haji Md. Jahangir Hossain and Mukhter Hossain with the non-confessing accused Liton Mollick alias Liton. Hence, although convict accused Liton Mollick alias Liton did not make any confessional statement, but his participation in

the commission of murder of the victim has been abundantly proved by the corroborative confessional satements of convict accused Mosharaf Hossain, Haji Md. Jahangir Hossain and Mukhter Hossain. In their confessional statements each of them narrated the role played by themselves and other accused person Liton Mollick alais Liton in the occurrence. There is no inconsistency in their statements which lead us to believe that the confessional satements of Md. Jahagir Hossain, Mukhter Hossain and Mosharaf Hossain Haji involving accused Liton Mollick alias Liton in the said occurrence are true. Apart from this convict accused Liton Mollick alias Liton remained absconding from the begining of the alleged occurrence and he did not cross-examine the prosecution witnesses. From such absconsion of the convict accused Liton Mollick alias Liton we may draw a reasonable hypothesis that since he committed the killing of victim

Rahat Karim Mukul he kept himself in hiding to avoid the trial. ”

“68. It is true that there is no eye witness in the instant case, but the inculpatroy, true, and voluntary confessional statements of three accused and the circumstances are so well connected to indicate that those circumstances render no other hypothesis other than the involvment of the appellants in the murder of the victim Rahat Karim Mukul.”

৭৪ ডিএলআর (এডি) ১১ পৃষ্টায় প্রকাশিত শুকুর আলী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির ৭০ প্যারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“We hold that confessional statement of co-accused can be used against others non-confessing accused if there is corroboration of that statement by other direct or circumstantial evidence. In the instant case, the makers of the confessional statements vividly have stated the role played by other co-accused in the rape incident and murder of the deceased which is also supported/ corroborated by the inquest report, post-mortem report and by the deposition of the witnesses particularly the

deposition of PWs 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14 and 18 regarding the marks of injury on the body of the deceased. Every case should be considered in the facts and circustances of that particular case. In light of the facts and circumstances of the present case, we are of the view that the confessional statement of a co-accused can be used for the purpose of crime control against other accused persons even if there is a little bit of corroboration of that confessional statement by any sort of evidence either direct or circumstantial. ”

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী জনাব আরিফুল ইসলাম দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, এই আপীলকারী-আসামীদেরকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ৬(২) (অ)ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে সবোর্চ্চ শাস্তি প্রদান করা সঠিক ও আইনানুগ হয়নি। এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হলেও উহা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য। উক্ত আইনের ৬(১)(ক)(অ) ধারার বিধান এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে প্রজোয্য নয়। কারন সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(১)(ক)(অ) ধারার বিধান অনুসারে আলোচ্য মামলার অপরাধ সংঘটন করে যে ০৫ জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকতো, তাহলে উক্ত আইন তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো এবং সেক্ষেত্রে তাকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী বিচার শেষে ৬(২)(অ) ধারায় বর্ণিত মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা আইনানুগ হতো। বর্তমান আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হলেও, উহা উক্ত আইনের ৬(১)(ক)(আ) ধারার বিধানকে আকৃষ্ট করে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৬(২)(আ) ধারায় বর্নিত শাস্তি এই আপীলকারী- আসামীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার ভুল ব্যাখ্যা ৬(১)(ক) (অ)

ধারায় উল্লেখিত ‘‘করিবার প্রচেষ্টা গ্রহন করে’’ মর্মে উল্লেখে ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিহত ০৫ জনের সাথে এই আপীলকারীদের বিরুদ্ধে উক্ত রায়ে ‘‘একই অভিপ্রায়ে’’ উল্লেখে ৬(২)(অ) ধারায় বর্ণিত মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন, যা আদৌ সঠিক ও আইনানুগ নয়।

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ এম আমিন উদ্দিন উল্লেখ করেন যে, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ (১)(ক)(অ) এ উল্লিখিত ‘প্রচেষ্টা গ্রহন’ অর্থ সংঘটিত কার্যে অংশগ্রহন করা, যার ফলে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আপীলকারীদের মধ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আপীল্যান্ট ১। আসলাম হোসেন র‍্যাশ, ২। রফিউল ইসলাম রিগেন, ৩। জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, ৪। আব্দুস সবুর খান ও ৫। হাদিসুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তি পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় ইহা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে আপীলকারীগন সহ অভিযোগ পত্রে বর্নিত ঘটনার পরবর্তীতে তদন্তকালে নিহত ৯ জন ঘটনাটি সংঘটনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, সদস্য সংগ্রহ, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ এবং ঘটনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনকারী ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিহত ৫ জনকে নিরাপদ ও গোপন আশ্রয়ে রেখে প্রশিক্ষণ প্রদানের কারনে উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনাস্থলে আলোচ্য ঘটনাটি সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় আপীলকারীগনও উক্ত ঘটনাটি সংঘটনের ‘‘প্রচেষ্টা গ্রহন’’ করার জন্য উক্ত আইনের ৬ (১)(ক)(অ) ধারায় বর্নিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উক্ত আইনের ধারা ৬ (২)(অ) ধারায় বর্ণিত সবোর্চ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন যা, সঠিক ও আইনানুগ।

অত্র ডেথ রেফারেন্স ও আপীল সমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার প্রাসঙ্গিক অংশ পর্যালোচনা করা আবশ্যক বিধায় উক্ত ধারাটির ৬(১)(ক)(অ)(আ) এবং ৬(২) এর (অ) (আ) ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ধারা ৬। (১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক-

(ক) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারনের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে-

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে;

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর-

(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ)বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ (১)(ক)(অ) ধারার বক্তব্য পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ৬ ধারার উপধারা (১) বর্ণিত যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক- ধারা ৬ এর দফা (ক) এ বর্ণিত (ক) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারনের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে (অ) উপ-দফায় বর্ণিত অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার চেষ্টা গ্রহন করে, সেক্ষেত্রে ধারা ৬ (২)(অ) এ বর্নিত মতে সে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ড আরোপ করা যাবে।

আলোচ্য মামলাটিতে দেখা যায় যে, ১। মীর সামেহ্ মোবাশ্বের, ২। রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, ৩। নির্বাস ইসলাম, ৪। মোঃ খায়রুল ইসলাম পায়েল এবং ৫। শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল গত ০১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ ২০.৪৫ ঘটিকায় ঘটনাস্থল ঢাকা মহানগরের গুলশান থানাধীন হলি আর্টিসান বেকারীতে হামলায় সরাসরি অংশগ্রহন করে সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থানরত নিরীহ, নিরস্ত্র অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে পুর্ব পরিকল্পনামতে জিম্মি করতঃ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ১৭ জন বিদেশী নাগরিক, ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে ঘটনাস্থলের বাইরে অবস্থানরত ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা সহ সর্বমোট ২২ জন নাগরিককে হত্যা করেছে মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য থেকে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ (১)(ক)(অ) ধারার অপরাধে উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসী অপরাধী। স্বীকৃত

মতে, উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে যদি কেউ বেঁচে থাকত, তাহলে এই আইনের অধীন বিচার শেষে তাকে ৬(১)(ক)(অ) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ৬(২)(অ) ধারায় বর্ণিত মৃত্যুদন্ড প্রদান করা যেতো।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ (১) ধারায় বর্নিত যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক (ক) দফা মতে বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারনের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে(আ) উপ-ধারায় বর্নিত- অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে কোন অপরাধ সংঘটন করে এবং উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ড হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৬(২)(আ) ধারার বিধান মতে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ)বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ইহা স্বীকৃত যে, ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে ঘটনাটি ঘটানোর উদ্দেশ্যে এই আপীলকারীদের কেহ উপস্থিত ছিল না কিংবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ঘটনাটি ঘটানোর জন্য কোন প্রচেষ্টা গ্রহন করেনি। ফলে, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬ (১)(ক)(অ) ধারার অভিযোগ এই আসামীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(১)(ক)(অ) ও (আ) এ উল্লেখিত অপরাধ দুটি পৃথক অপরাধ (distinct offence).

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আলোচ্য মামলাটি সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ এর অধীনে রুজ্জু করা হয়েছে, তদন্ত শেষে উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত উক্ত আইনের অধীন এই আপীলকারী-আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সহ বিচার শেষে এই আইনের বিধান মতে দন্ড প্রদান করেছেন।

সেক্ষেত্রে, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধীন বিচার সম্পন্ন হওয়া এই মামলায় পেনাল কোডের বিধান প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত একই অভিপ্রায়ে (common intention) এর বিষয়টি উল্লেখে এই আপীলকারীদের সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় বর্ণিত মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন, তা সঠিক নয় বলে আমরা মনে করি।

তর্কিত রায়টি পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এই আপীলকারীদের ৬(১)(ক)(অ) ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ‘‘এই আপীলকারী-আসামীগন ঘটনাটি ঘটানোর পরিকল্পনা, অস্ত্র ও গুলি সংগ্রহ, সদস্য সংগ্রহ ও তাদের প্রশিক্ষন প্রদান করে উক্ত ঘটনা ঘটানোর প্রচেষ্টা গ্রহন করে গুলশানে হোলি আর্টিসান বেকারীতে হামলা করে তথা দেশী ও বিদেশী ২৩ জন মানুষকে হত্যা, গুরুতর জখম এবং অন্যদের আঘাত করে সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে মর্মে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।’’

এই প্রসঙ্গে প্রচেষ্টা গ্রহনের বিষয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(১)(ক)(অ) ধারাটি পুনরায় উল্লেখ করা হলো:

(অ)অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহন করে কেবল মাত্র সেক্ষেত্রে ৬(২) (অ) ধারায় বর্ণিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

গুলশান হলি আর্টিসান বেকারীতে ঘটনার তারিখ ও সময়ে ৫ জন সন্ত্রাসী উপস্থিত থেকে আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সংঘটিত করেছে । যদি উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসী আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সংঘটনের জন্য কেবল মাত্র প্রচেষ্টা গ্রহন করেও ধৃত হতো তাহলেও তাদেরকে কেবল মাত্র উক্ত হত্যাকান্ড সংঘটনে প্রচেষ্টা গ্রহনের জন্য উক্ত আইনের ৬(১) (ক) (অ) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ৬(২)(অ) ধারায় বর্নিত দন্ড প্রদান করা যেত। কিন্তু বর্তমান আপীলকারী-আসামীদের সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(১)(ক)(অ) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ৬(২) (অ) ধারার বর্ণিত দন্ড প্রদান করা সঠিক হয়নি বিধায় তর্কিত রায়টি হস্তক্ষেপযোগ্য।

আপীলকারী-আসামীদের বিরুদ্ধে আলোচ্য হত্যাকান্ডটি ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, ঘটনাস্থলে ঘটনার পরে নিহত ৫ জন সন্ত্রাসীকে বাছাই, নিয়োগ এবং তাদেরকে দীর্ঘদিন গোপন স্থানে রেখে শারিরীক ও মানসিক প্রশিক্ষন প্রদান সহ তাদেরকে আলোচ্য হত্যাকান্ডটি ঘটানোর জন্য প্ররোচিত করার কারনে উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আলোচ্য হত্যাকান্ডটি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষ ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, এই আপীলকারী-আসামীদের অপরাধের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ৬ (১)(ক)(আ) ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে বলে আমরা মনে করি।

তর্কিত রায়টি পর্যালোচনান্তে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আসামী-আপীলান্টদের সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক দন্ড প্রদান ব্যতিত আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন, আসলাম হোসেন র‍্যাশ, হাদিসুর রহমান, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান ও শরিফুল ইসলাম খালেদকে উক্ত আইনের ৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১০ (দশ) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড সহ আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন, আসলাম হোসেন র‍্যাশ, হাদিসুর রহমান, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান, শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপনকে উক্ত আইনের ৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও উক্ত আইনের ৯ ধারায় উপরোক্ত আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ০৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

এই প্রসঙ্গে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (১)(ক)(খ)(৩), ধারা ৮, ৯ (১)(৩) ও ধারা ১৮ (১)(২) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহন, সংগ্রহ বা উহার এইরুপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ন বা অংশবিশেষ-

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মর্মে জ্ঞাত থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

৮। যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সত্তার সদস্য হন বা সদস্য বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন এবং উক্তরুপ অপরাধ

সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড, অথবা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সত্তাকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও অনুরোধ বা আহবান করেন, অথবা নিষিদ্ধ সত্তাকে সমর্থন বা উহার কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভা আয়োজন, পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তা করেন, অথবা বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

১৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারনের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে বা তফসিল হইতে বাদ দিতে পারিবে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

পূর্বে বর্ণিত প্রসিকিউশন পক্ষের মৌখিক সাক্ষ্য সহ প্রসিকিউশন ম্যাটেরিয়াল সমূহ ও আসামী-আপীলান্ট ১। মোঃ আসলাম হোসেন, ২। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৩। রাকিবুল হাসান রিগেন, ৪। মোঃ আব্দুস সবুর খান হাসান ও ৫। জাহাঙ্গীর আলমের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসহ শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আসামী জাহাঙ্গীর হোসেন, আসলাম হোসেন র‍্যাশ, হাদিসুর রহমান, রফিকুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান ও শরিফুল ইসলাম খালেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৭/৮/৯ ধারায় বর্ণিত অভিযোগ এবং আসামী মামুনুর রশিদ রিপনের বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ৮ ও ৯ ধারায় বর্ণিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সঠিক ও আইনানুগ ভাবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে পূর্বে বর্ণিত দন্ড প্রদান করেছেন বিধায় উক্ত দন্ড হস্তক্ষেপযোগ্য নয়।

আপীলকারীগনের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব আরিফুল ইসলাম আপীলকারীদের নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাসের প্রার্থনা করেন। এছাড়া, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, যদি আপীলকারীগন সন্ত্রাস বিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৬ (১)(ক)(আ) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে উক্ত আইনের ৬ (১)(ক)(আ) ধারায় বর্ণিত যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ বছরের কারাবাসের প্রার্থনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 18 ADC (2021) Page-151 বর্ণিত Ataur Rahman Mridha alias Ataur VS The State মামলার নজিরটির প্যারা ১৭৮ ও ১৯০ এর ২ নং নির্দেশনাটি উদ্ধৃত করেন, যা নিম্নরুপঃ

> 178. If we read Sections 45, 53, 55 and 57 of the Penal Code with Sections 35A and 397 of the Code of Criminal Procedure together and consider the interpretations discussions above it may be observed that life imprisonment may be deemed equivalent to imprisonment for 30 years. The Rules framed under the Prisons Act enable a prisoner to earn remissions- ordinary, special or statutory and the said remissions will be given credit toward his term of imprisonment.

উক্ত নজিরের ১৯০ প্যারার ২ নং দফা নিম্নরুপ-

> 190. The review petition is disposed of with the following observations and directions by majority decision:

2. Imprisonment for life be deemed equivalent to imprionment for 30 years if sections 45 and 53 are read along with seciton 55 and 57 of the Penal Code and section 35A of the Code of Criminal Procedure.

অপরদিকে, বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল বিকল্পভাবে নিবেদন করেন যে, আপীলকারীগন আলোচ্য মামলায় যে অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হয়েছে, তাতে তাদের মৃত্যুদন্ডই শ্রেয় ছিল। কিন্তু এই আপীলকারীগন সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় দোষী সাব্যস্থ হলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে সবোর্চ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড হিসেবে আমৃত্যু কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৮ এডিসি পৃষ্ঠা -৮৯ এ বর্ণিত আতাউর মৃধা ওরফে আতাউল বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটি উদ্ধৃত করে উক্ত নজিরের ১৭৯ প্যারা তৎসঙ্গে ১৯০ নং প্যারার ১৯ দফা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনান। উক্ত নজিরের ১৭৯ নং প্যারা ও ১৯০ প্যারার ১ নং দফা নিম্নরুপঃ

‘‘179. However, if the Court, considering the facts and circumstances of the case and gravity of the offence, seriousness of the crime and general effect upon public and tranquillity, is of the view that the convict should suffer imprisonment for life till his natural death, the convict shall not be entitled to get the benefit of section 35A of the Code of Criminal Procedure. In the most serious cases, a whole life order can be imposed, meaning life does mean life in those cases. In those cases leiency

to the offenders would amount to injustice to the society. In those cases, the prisoner will not be eligible for release at any time, The circumstances which are required to be considered for taking such decision are (i) surroundings of the crimes itself; (2) background of the accused; (3) conduct of the accused; (4) his future dangerousness; (5) motive; (6) manner and (7) magnitude of crime. This seems to be a common penal strategy to cope with dangerous offenders in criminal justice system.

190. The review petition is disposed of with the following observations and directions by majority decision;

1.Imprisonment for life prima-facie means impriosionment for the whole of the remaining period of convict's natural life.

এক্ষনে, পূর্বে বর্নিত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ, মোঃ হাদিসুর রহমান, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান হাসান ও জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, প্রসিকিউশন ম্যাটিরিয়াল সমূহ, আলোচ্য হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সমূহ সহ উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিদের যুক্তিতর্কের বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য এবং তাঁদের বক্তব্য সমর্থনে উদ্ধৃত

নজির সমূহ একত্রে পরীক্ষ ও পর্যালোচনান্তে ইহা সুনিদিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, আপীলকারী-আসামী আসলাম হোসেন র‍্যাশ, মোঃ হাদিসুর রহমান, রাকিবুল হাসান রিগেন, মোঃ আব্দুস সবুর খান হাসান, জাহাঙ্গীর হোসেনের, মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ রিপনসহ এক্ষনে মৃত অপর আসামী যথা- তামিম আহমেদ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম ওরফে মারজান, সরোয়ার জাহান, তানভীর কাদেরী, মোঃ বাশারুজ্জামান ওরফে চকলেট, মেজর (অব:) মোঃ জাহেদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ওরফে ছোট মিজান ও রায়হানুল কবির গত ০১ লা জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ ঘটনাস্থল ঢাকা মহানগরের গুলশান থানাধীন হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্ট ও বেকারীতে ঘটনার সময় সন্ত্রাসী রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, মীর সামেহ মোবাশ্বের, নির্বাস ইসলাম, মোঃ খাইরুল ইসলাম পায়েল ও মোঃ শরীফুল ইসলাম কর্তৃক সংগঠিত নৃশংস ও বর্বোরোচিত হত্যাকান্ডটি সংঘটনের জন্য ষরযন্ত্র, পরিকল্পনা, উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসীকে বাছাই ও নিয়োগ করে গোপন স্থানে রেখে তাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষন সহ শারিরীক ও মানসিক প্রশিক্ষন প্রদান, উক্ত ঘটনার জন্য অর্থ, অস্ত্র সংগ্রহন করে উক্ত ৫ জন সন্ত্রাসীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ সহ তাদের উক্ত হত্যাকান্ডটি সংঘটনের জন্য প্ররোচিত করার ফলে উক্ত ০৫ জন সন্ত্রাসী ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেশী বিদেশী মোট ২২ জন নাগরিককে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় এই আপীলকারী-আসামীদের বিরুদ্ধে পূর্ব আলোচনা মতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৬(১)(ক)(অ)(আ) ধারায় বর্ণিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত গন্যে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক তাদেরকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে উক্ত আইনের ৬(২)(আ) ধারায বর্ণিত শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। এক্ষেত্রে আলোচ্য হত্যাকান্ডের নির্মমতা, নৃশংসতা, ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসীদের সামগ্রিক নিষ্ঠুর আচরন এবং এ ঘটনার ফলে বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়া বিবেচনায় নিয়ে এই আপীলকারী-আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আমৃত্যু কারাদন্ড (till natural death) প্রদান করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে বলে আমরা মনে করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

অত্র ডেথ রেফারেন্সটি নামঞ্জুর (Reject) করা হলো।

আপীলকারী ১। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ২। মোঃ আসলাম হোসেন সরদার @ মোহন (২০), ৩। মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), ৪। রাকিবুল হাসান রিগেন @ রাফিউল ইসলাম, ৫। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৬। মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ এবং ৭। মামুনুর রশিদ রিপন-কে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬(২)(অ) এ দোষী সাব্যস্ত করে বিজ্ঞ

বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ রদ ও রহিত পূর্বক উক্ত আইনের ৬(২)(আ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাদের প্রত্যেককে আমৃত্যু (till natural death) কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- টাকা করে অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৫ (পাঁচ) বছর কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো।

এছাড়া বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক আপীলকারী ১। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ২। মোঃ আসলাম হোসেন সরদার @ মোহন (২০), ৩। মোঃ আব্দুস সবুর খান (হাসান), ৪। রাকিবুল হাসান রিগেন @ রাফিউল ইসলাম, ৫। মোঃ হাদিসুর রহমান, ৬। মোঃ শরিফুল ইসলাম খালেদ -কে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭/ ৮/ ৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এবং আপীলকারী মামুনুর রশিদ রিপন কে উক্ত আইনের ৮ ও ৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রদত্ত দন্ড বহাল রাখা হলো। আপীলকারীদের প্রদত্ত সকল দন্ড একত্রে চলবে।

একই সঙ্গে সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল সমূহ নামঞ্জুর (Dismiss) করা হলো।

রায়ের অনুলিপিসহ সত্বর নিম্ন আদালতের নথি সমূহ সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি সহিদুল করিম,

আমি একমত।